NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ আজ জামাইষষ্ঠী নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন

ডোমজুড়ে সোনার দোকানে দুঃসাহসিক ডাকাতি ৬

কলকাতা ১২ জুন ২০২৪ ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ৩৬০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 12.6.2024, Vol.17, Issue No. 360 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

আজ জামাইষষ্ঠী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ জামাইষষ্ঠী। এই উপলক্ষে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। আজ দুপুর ২টোর পর সমস্ত সরকারি দপ্তর ছুটি হয়ে যাবে। নবান্নর তরফ থেকে আগেই এই ছুটির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

চিন অধিকৃত ভূখণ্ডের ৩০টি জায়গার নতুন নাম

নয়াদিল্লি, ১১ জুন: প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা (এলএসি) বরাবর চিন অধিকৃত তিব্বতের ৩০টি জায়গার নাম বদলের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে কেন্দ্র। ভারতীয় সেনার এলএসি এবং সংলগ্ন এলাকার মানচিত্রে এ বার সেই নতুন নাম ব্যবহার করা হবে। নরেন্দ্র মোদির তৃতীয় দফার প্রধানমন্ত্রিত্বের সূচনাতেই চিন সরকারের নামকরণ কৌশলের জবাব দিতে চলেছে ভারত। গত এপ্রিলে ভারতের আপত্তি উড়িয়ে অরুণাচল প্রদেশের উপর নিজেদের অধিকার দর্শাতে এলএসি বরাবর রাজ্যটির ৩০টি জায়গার নাম বদলে চিনা নাম রেখেছিল বেজিং। নাম বদলের তালিকায় জাংমানের (অরুণাচল প্রদেশকে এই নামেই ডাকে চিন সরকার) ১১টি আবাসিক এলাকা, ১২টি পাহাড়, চারটি নদী, একটি হ্রদ, একটি গিরিপথ এবং একটি উপত্যকা ছিল। এ বার তিব্বতে তার জবাব দিতে চলেছে নয়াদিল্লি।

নিট কাউন্সেলিং নিয়ে সুপ্রিম-নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১১ জুন: ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এনট্রান্স টেস্ট বা নিট ২০২৪ নিয়ে পিটিশন দাখিল হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। আবেদন করা হয়েছিল, নিট বাতিলের। একইসঙ্গে কাউন্সেলিংও স্থগিত করার আবেদন জানানো হয়। তবে কোনও স্থগিতাদেশ দিল না সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি আহসানুদ্দিন আমানুল্লাহ অবকাশকালীন বেঞ্চ ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (তারাই এই পরীক্ষার আয়োজন করে) বা এনটিএ-কে নোটিস দিয়েছে। সর্বভারতীয় মেডিক্যাল পরীক্ষার প্রবেশিকা নিয়ে তীব্র বিতর্ক দানা বাঁধে। তারই কাউন্সেলিংয়ে কোনও স্থগিতাদেশ দিল না সুপ্রিম কোর্ট। দিল্লি হাইকোর্ট ও কলকাতা হাইকোর্টে আগেই পিটিশন দাখিল হয়।

ভাগবতের ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা

নয়াদিল্লি, ১১ জুন: 'নির্বাচন শেষ হয়েছে। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ভুলে দেশ গঠনে মনযোগ দেওয়া উচিৎ সকলের।' নয়া সরকারকে এমনই বার্তা দিলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। তাঁর বার্তা, 'প্রতিযোগিতা মানে যুদ্ধ নয়। বিরোধী শিবিরকেও সমান গুরুত্ব দিক সরকার।' গত কয়েক বছর ধরে সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ ছিল বিরোধীদের। নয়া সরকারকে আরএসএস প্রধানের এই বার্তা নিশ্চিতভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ।

মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিলেন অশ্বিনী বৈষ্ণব। তাঁকে স্বাগত জানান তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সচিব সঞ্জয় জাজু।

দিলীপের পা ছুঁয়ে প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব নিতে গেলেন সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিলীপ ঘোষের পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দায়িত্ব নিতে গেলেন সুকান্ত মজুমদার। মঙ্গলবার তৃতীয় নরেন্দ্র মোদি সরকারের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন সুকান্ত। দিল্লিতে নিজের দপ্তরে যাওয়ার আগে সুকান্ত সোজা চলে যান দিল্লিতে দিলীপের বাসভবনে। বিজেপির নানা বৈঠকের জন্য এখন দিল্লিতেই রয়েছেন প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ। সুকান্ত তাঁর বাড়িতে গিয়ে দিলীপের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে আশীর্বাদ নেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে তাঁর নতুন সফর শুরুর আগে। দিল্লির মাটিতে দিলীপ-সুকান্তের এই সাক্ষাতে রাজনীতির অলিন্দে শুরু হয়েছে গুঞ্জন। এর পর সোশ্যাল মিডিয়ায় দিলীপের সঙ্গে সাক্ষাতের ছবি শেয়ার করেছেন সুকান্ত মজুমদার। লিখেছেন, 'তৃতীয়বারের মোদি সরকারের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পূর্বে বিজেপির অভিজ্ঞ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও দাদা শ্রী দিলীপ ঘোষ মহাশয়ের কাছে আশীর্বাদ নিলাম। শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীজির সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি।' সেই ছবি নিয়েই শুরু হয়েছে চর্চা। সুকান্ত-শুভেন্দু জুটির সঙ্গে দিলীপ ঘোষের দ্বন্দ্ব কারও অজানা নয়। একাধিকবার তা প্রকাশ্যেও এসেছে। লোকসভার প্রার্থী নির্বাচনে প্রকট হয়েছে এই দ্বন্দ্ব। এদিকে নির্বাচনে বাংলায় বিজেপির ভরাডুবির পর শুভেন্দুর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে। এরই মাঝে দিলীপ-সুকান্ত সাক্ষাত শুভেন্দুকেই বার্তা দেওয়ার চেষ্টা বলে দাবি ওয়াকিবহল মহলের।

রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য খুশির খবর

এপ্রিল থেকেই বর্ধিত হারে ডিএ

নিজস্ব প্রতিবেদন: জামাই ষষ্ঠীর আগেই সুখবর পেলেন রাজ্যে সরকারি কর্মীরা। মে মাসের বদলে এপ্রিল থেকেই তাঁদের ৪ শতাংশ বর্ধিত মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছে এর আগে জানানো হয়েছিল, মে মাস থেকে বর্ধিত হারে ডিএ পাবেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা। মঙ্গলবার অর্থ দপ্তর বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, মে নয়, এপ্রিল থেকেই বর্ধিত হারে ডিএ কার্যকর হবে।

চলতি বছর রাজ্য বাজেটে সরকারি কর্মচারীদের জন্য ডিএ ঘোষণা করা হয়েছিল। ১ মার্চ সেই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করে নবান্ন। অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ঘোষণা করেন, চার শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ডিএ-র দাবিতে অনেক দিন ধরেই আন্দোলন চালাচ্ছিলেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা। বিষয়টি আদালতেও গড়ায়। অবশেষে ২০২৩-এর ডিসেম্বরে ডিএ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য বাজেটেও তা উল্লেখ করা হয়। এই ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির ফলে রাজ্য সরকারি কর্মীরা বর্তমানে মোট মহার্ঘ ভাতা পাচ্ছেন ১৪ শতাংশ। নবান্ন সূত্রে খবর, ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির ফলে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য সরকারের ২ হাজার ৪০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ হবে। এতে উপকৃত হবেন রাজ্যের প্রায় ১৪ লক্ষ সরকারি কর্মী।

শহরে ফের অগ্নিকাণ্ড

পার্কস্ট্রিটে পার্ক সেন্টারের ক্যাফেতে বিধ্বংসী আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের শহরে অগ্নিকাণ্ড। মঙ্গলবার সকালে পার্কস্ট্রিটের পার্ক সেন্টারের একটি ক্যাফেতে বিধ্বংসী আগুন লাগে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা আকাশ। কালো ধোঁয়া বের হওয়ার সঙ্গে আগুনের ফুলকি বের হতে দেখা যায় ওই বিল্ডিংয়ের মাথা থেকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কালো ধোঁয়ায় ঢাকে পার্ক স্ট্রিট চত্বরের আকাশ। এদিকে খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল, পার্কস্ট্রিট থানা ও শেক্সপিয়ার সরণি পুলিশ। দমকলকর্মীরা প্রথমেই চেষ্টা চালান আগুন অ্যারেস্ট করার। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে প্রথমে পৌঁছয় দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন।

তবে ইঞ্জিন পৌঁছনোর আগেই আগুন সর্বগ্রাসী আকার ধারণ করে। তবে দমকল কর্মী, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও পুলিশ আধিকারিকরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু করে কাজ। প্রথমেই ওই বহুতলে থাকা অফিসের কর্মীদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় নিরাপদে। প্রথমেই যে রেস্তোরাঁয় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে, সেখানে থাকা গ্যাস সিলিন্ডার সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় দ্রুত। যাতে সিলিন্ডার ফেটে আগুন আরও ভয়াবহ আকার ধারন না করতে পারে। পাশাপাশি জল ও ফোম ব্যবহার করে শুরু হয় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ। এরপর আরও তিনটি ইঞ্জিন আনা হয় ঘটনাস্থলে। মোট আটটি ইঞ্জিনের সাহায্যে চলতে থাকে আগুন নেভানোর কাজ। তবে কীভাবে আগুন লেগেছে তা এখনো জানা যায়নি। তবে এই অগ্নিকাণ্ডে প্রচুর ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, পার্ক স্ট্রিট ও ক্যামাকস্ট্রিটের সংযোগস্থল অ্যালেন পার্কের ঠিক উল্টো দিকে আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটেছে। এই এলাকাটি মূলত অফিস পাড়া হিসাবে পরিচিত। এদিকে অগ্নিকাণ্ডের এই ঘটনার খবর পুলিশের কাছে পৌঁছতেই অ্যালেন পার্কের পাশ থেকে ক্যামাক স্ট্রিটের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয় যান চলাচলের জন্য। দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু বলেন, 'সবাইকে ধন্যবাদ দেব। খুব ভাল কাজ করেছেন সকলে। আগুন আপাতত নিয়ন্ত্রণে।'

ওড়িশার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি

ভুবনেশ্বর, ১১ জুন: সব জল্পনার অবসান। ওড়িশার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন মোহন চরণ মাঝি। মঙ্গলবার , বিকেলে চারবারের এই বিধায়ককেই বিজেপির পরিষদীয় দলের নেতা তথা রাজ্যের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করল বিজেপির বিধানসভা দল। বৈঠকে পর্যবেক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং ভূপেন্দর যাদব। উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নাম ঘোষণা করা হয়েছে কনক বর্ধন সিং দেও এবং প্রবতী পারিদা-র। রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে বড় পরাজয়ের ফলে, বিজু জনতা দলের প্রধান নবীন পট্টনায়কের ২৪ বছরের শাসনকালের অবসান ঘটেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর আগে ২০০০ এবং ২০০৪ সালে বিজেডির জোট সঙ্গী হিসেবে সরকারের অংশ ছিল বিজেপি। তবে এইবারই প্রথম, নরেন্দ্র মোদির দল একক শক্তিতে ওড়িশায় সরকার গঠন করছে।

লোকসভার পাশাপাশি এ বার ওড়িশায় বিধানসভা ভোটও হয়েছিল। সে রাজ্যের ২১টি লোকসভা আসনের মধ্যে ২০টি গিয়েছে 'পদ্মে'র ঝুলিতে। নবীনের বিজেডি শূন্য! কংগ্রেস একটি করে আসনে জিতেছে। পাশাপাশি, ১৪৭ আসনের ওড়িশা বিধানসভায় ৭৮টিতে জিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে পদ্ম। বিজেডি ৫১ এবং কংগ্রেস ১৪টিতে জিতেছে। অন্যেরা চারটিতে। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার ঘোষিত হতে পারে ওড়িশায় প্রথম বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীর নাম।

মানিকতলা উপনির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী হচ্ছেন প্রয়াত সাধন পান্ডের স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: মানিকতলা বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী হচ্ছেন প্রয়াত সাধন পান্ডের স্ত্রী সুপ্তি পান্ডে । মঙ্গলবার নবান্নে দলের এক ঝাঁক নেতার সঙ্গে বৈঠক করে উপনির্বাচনের প্রার্থী বাছলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নবান্নের বৈঠকে কুণাল ঘোষ, কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ, মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দারদের ডেকেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গে সুপ্তি পান্ডেকেও ডাকা হয়েছিল। নবান্ন সূত্রে খবর, আগামী ১০ জুলাই মানিকতলা উপনির্বাচনে সাধন পান্ডের স্ত্রীকেই প্রার্থী করা হচ্ছে।

সুপ্তি পান্ডে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহপাঠীও ছিলেন। জল্পনা ছিল, মানিকতলা আসন থেকে সাধন পান্ডের মেয়ে শ্রেয়াকে প্রার্থী করতে পারে তৃণমূল। ২০২২ সালে সাধন পান্ডে প্রয়াত হওয়ার পর মানিকতলার উপনির্বাচন হয়নি। ২০২১ ভোটে মানিকতলায় সাধন পান্ডের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন বিজেপির কল্যাণ চৌবে।

সূত্রের খবর, মঙ্গলবারের বৈঠকে মমতা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, দলের প্রার্থীকে জেতাতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে নামতে হবে। কেউ যেন পছন্দ-অপছন্দ দেখতে না যান। কারণ, উত্তর কলকাতার রাজনীতিতে একটা সময়ে সাধনের সঙ্গে বেলেঘাটার বিধায়ক পরেশ পালের আকচাআকচি ছিল রোজকার ঘটনা। সোমবারের বৈঠকে পরেশকেও ডেকেছিলেন মমতা। তবে বৈঠকে যাওয়ার পরে মমতাই পরেশকে দেখে বলেন, চোখ-মুখ দেখে তাঁর ঠিক লাগছে না। কুণালদের দায়িত্ব দেন পরেশকে চিকিৎসা করাতে নিয়ে যেতে। হাসপাতালে একাধিক পরীক্ষার পর দেখা যায় পরেশের মস্তিষ্কে অল্প অল্প করে রক্ত জমাট বাঁধছে। রাতেই হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় বেলেঘাটার বিধায়ককে। পরেশ আগের থেকে ভাল রয়েছেন। তবে হাসপাতালেই রয়েছেন তিনি। তাই মঙ্গলবারের বৈঠকে তিনি থাকতে পারেননি। তবে টেলিফোনে পরেশের সঙ্গে কথা বলেন মমতা।

কমিশনে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১০ জুলাই উপনির্বাচন মানিকতলা, রায়গঞ্জ, বাগদা ও রানাঘাট দক্ষিণে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই রাজ্যে উপনির্বাচন নিয়ে সরগরম রাজনৈতিক মহল। তবে এই উপনির্বাচন ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে চিঠি গিয়েছে নির্বাচন কমিশনে। কেন তড়িঘড়ি চার কেন্দ্রে ভোট, প্রশ্ন শাসকদলের। কারণ, কিছুদিন পরই আরও ৬ কেন্দ্রে উপনির্বাচন করতে হবে। রাজ্যে এইভাবে নির্বাচনের মরশুম চলতে থাকলে প্রশাসনিক কাজে ব্যাঘাত ঘটে। এই অভিযোগগুলিকে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি দেওয়া হয় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে। সঙ্গে এ দাবিও জানানো হয়, রাজ্যে ১০ কেন্দ্রে একসঙ্গে বিধানসভা উপনির্বাচন হোক।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী অমরাবতী

অমরাবতী, ১১ জুন: রাজধানী সংকট কাটতে চলেছে অন্ধ্রপ্রদেশের। মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার আগেই বড় ঘোষণা চন্দ্রবাবু নাইডুর। মঙ্গলবার তিনি ঘোষণা করেন, 'আমাদের রাজ্যের রাজধানী হতে চলেছে অমরাবতী।' তাঁর বার্তা প্রকাশ্যে আসার পর রাজনৈতিক মহলের দাবি, ৪ মন্ত্রকের গোঁ ধরে বসে থাকা নাইডুর মন জয় করতে এই অমরাবতীকেই হাতিয়ার করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।এনডিএ মন্ত্রিসভায় ৪ মন্ত্রকের দাবি জানানো হলেও শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসভায় মাত্র দুটি মন্ত্রক দেওয়া হয়েছে চন্দ্রবাবুর দল টিডিপিকে। রফা চূড়ান্ত হওয়ায় পিছনে এই অমরাবতী রয়েছে বলেই অনুমান রাজনৈতিক মহলের। অমরাবতীকে রাজধানী বানানোর স্বপ্ন চন্দ্রবাবু নাইডুর দীর্ঘদিনের। তাই মন্ত্রকে ঘাটতি এলেও অমরাবতী-আশ্বাসেই মোদির সামনে নরম হয়ে যান নাইডু।

কমিশনের সরানো রাজ্য পুলিশ ও আমলাদের ফের রদবদল শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোট পর্বে নির্বাচন কমিশনের সরিয়ে দেওয়া আমলা এবং আধিকারিকদের আগের পদে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে রাজ্য সরকার। তারই অঙ্গ হিসাবে মঙ্গলবার রাজ্য পুলিশে রদবদল ঘটানো হল। পুরনো পদে ফেরানো হল চার পুলিশ অফিসারকে। পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির এসডিপিও পদে ফিরলেন দিবাকর দাস। দার্জিলিঙের ডিএসপি পদে ফিরলেন আজহারউদ্দিন খান। বসিরহাট পুলিশ জেলার মিনাখাঁয় এসডিপিও পদে ফেরানো হয়েছে আমিনুল ইসলাম খানকে। হাওড়া গ্রামীণের ডিএসপি পদে ফিরলেন অমিতাভ কোনার।

নির্বাচনের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন সব পদে পাঠানো হয়েছিল এইসব পুলিশকর্তাদের। সন্দেশখালি তথা মিনাখাঁর এসডি পিও'র পদ থেকে সরানো হয়েছিল আমিনুলকে। কারণ তার বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনেছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কমিশনের নির্দেশে আমিনুলকে বদলি করা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের গোয়েন্দা বিভাগের যুগ্ম সহকারী ডিরেক্টর পদে। অপরদিকে অমিতাভকে পাঠানো হয়েছিল বসিরহাটের এসডিপিও পদে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথির এসডিপিও দিবাকরকে বদলি করা হয়েছিল আইবি দপ্তরে। নির্বাচনে নির্দেশ অনুযায়ী কাঁথির নতুন এসডিপিও করা হয় আজহারকে। তিনি দার্জিলিংয়ের ডিএসপি ছিলেন। সেই আজহার আবার তিনি ফিরলেন তার পুরনো পদে। প্রসঙ্গত, এর পাশাপাশি আর যে যে থানার ওসিদে'র কমিশন বদলি করেছে তাদেরকেও ফিরিয়ে আনা হবে খুব শীঘ্রই পুরনো পদে।

লোকসভা ভোট পর্বে নির্বাচন কমিশনের সরিয়ে দেওয়া আমলা এবং আধিকারিকদের আগের পদে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে রাজ্য সরকার। তারই অঙ্গ হিসাবে মঙ্গলবার ১১ জন আইপিএস-সহ মোট ১৫ জন শীর্ষ পুলিশ কর্তাকে পুরনো পদে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ভোটের সময় সুন্দরবন পুলিশ জেলা পুলিশ সুপারের পদ থেকে অপসারিত কোটেশ্বর রায়কে ফের সুন্দরবনের পুলিশ সুপারে পদে বহাল করা হয়েছে। একই রকম ভাবে ভোট পর্বে কমিশনের সরিয়ে দেওয়া সৌম্য রায়কে দক্ষিণ-পশ্চিম কলকাতার ডিসি বদলে বহাল করা হল। পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার পদে ফিরলেন আইপিএস আধিকারিক অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার পদে ধৃতিমান সরকারকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম কলকাতা ডিভিশনের ডিসি ছিলেন রাহুল দে, তাঁকে এসটিএফের ডিসি পদে নিয়োগ করা হল। নির্বাচন কমিশন আশিস মৌর্যকে পুরুলিয়ার এসপি পদে বসিয়েছিল। তাঁকে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশে ডিসি পদে নিয়োগ করা হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার পদে থাকা ডা. সোনাওয়ানে কুলদীপ সুরেশকে ব্যারাকপুরের ডিসি সেন্ট্রাল নিযুক্ত করা হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির এসডিপিও পদে ফিরেছেন দিবাকর দাস। দার্জিলিঙের ডিএসপি পদে আজহারউদ্দিন খানকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। বসিরহাট পুলিশ জেলার মিনাখাঁয় এসডিপিও পদে ফেরানো হয়েছে আমিনুল ইসলাম খানকে। হাওড়া গ্রামীণের ডিএসপি পদে ফিরে এসেছেন অমিতাভ কোনার।

বিমান দুর্ঘটনায় প্রয়াত মালওয়ির ভাইস প্রেসিডেন্ট

লিলঙ্গে, ১১ জুন: ইব্রাহিম রাইসির পরে সলস চিলিমা। ফের বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক রাষ্ট্রনেতা। জানা গিয়েছে, বিমান ভেঙে পড়ে মৃত্যু হয়েছে মালওয়ির ভাইস প্রেসিডেন্টের। বিমানে সবমিলিয়ে ৯ জন ছিলেন। সকলেরই মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। উল্লেখ্য, সোমবার সকাল থেকে নিখোঁজ ছিলেন চিলিমা। সোমবার স্থানীয় সকাল ৯টা নাগাদ মালওয়ির রাজধানী লিলঙ্গে থেকে সেনার বিমানে রওনা দিয়েছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট সলস চিলিমা। ওই বিমানে ছিলেন প্রাক্তন ফার্স্ট লেডি শানিল জিম্বিরি-সহ মোট ৯ জন যাত্রী। রাজধানী থেকে ৩৭০ কিলোমিটার দূরে দেশের এক প্রাক্তন মন্ত্রীর শেষকৃত্যে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন সকলে। খারাপ আবহাওয়ার কারণে গন্তব্যে বিমানটি নামতে পারেনি, তাই বিমানটিকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু যাত্রার মাঝপথে আচমকাই বিমানটির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মঙ্গলবার দিনভর দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানের খোঁজে তল্লাশি চলে। কিন্তু উদ্ধারকারীদের যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। মঙ্গলবার চাকওয়েরা জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে জানান, দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দেশের ভাইস প্রেসিডেন্টের। বিমানে থাকা সব যাত্রীই প্রয়াত হয়েছেন। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় অনেকেরই মনে পড়ছে ইরানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির প্রয়াণের কথা। একইভাবে বিমান ভেঙে পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। এবার ভয়াবহ পরিণতি হল মালওয়ির প্রেসিডেন্টের।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৪/০৫/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৫৪৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Kartik Bhowmik ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Manik Bhowmik ও Manik Chandra Bhowmik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ৩০/০৫/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৭৬৯ নং এফিডেভিট বলে Md. Azizul Haque S/o. Sk. Israil ও Mahammad Azizul Haque S/o. Israil Sheikh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০৬/২০২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৬৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Indumati Mundary D/o. Sambara Mundary নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Ayesha Khatun নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, NITU DEVI SHAW D/O Triloki Nath Prasad residing at C/O Durga Prasad Ke Bari, H. No. 13, BL. No. 14, P.O. & P.S.- Jagatdal, Dist- North 24 Parganas, PIN- 743125 hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, Barrackpore dated 18.05.2024 that my full and fair name is NITU DEVI SHAW and it is recorded in my Aadhar and PAN cards but in my ration card, my name is recorded as NITU DEVI. The purpose of this affidavit is to correct the name in ration card and other relevant documents to avoid future complications. NITU DEVI SHAW and DEVI is the same and one identical person.

নাম-পদবী

গত ১১/০৬/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৭২৫০ নং এফিডেভিট বলে আমি Meharaj Mallick S/o. Abdul Jabbar Mallick ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Jabbar Mallick (old name) R/o. Krishnanagar, Jangipara, Hooghly-712404, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Abdul Jabbar Mallick (new name) নামে পরিচিত হইয়াছেন। Jabbar Mallick & Abdul Jabbar Mallick উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

জেলা-হুগলী,
মোকাম চন্দননগর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং-৪০ / ২০২৩(সাকসেশান)
দরখাস্তকারিনী-শ্রীমতী পুনম যাদব, স্বামী- ঁমন্নু যাদব এবং নাবালক মায়াঙ্ক যাদব, পিতা- ঁমন্নু যাদব এর পক্ষে তাহার নিজমাতা ও অভিভাবক উক্ত দরখাস্তকারিনী শ্রীমতী পুনম যাদব সাং-৪৬ কে.বি.এম রোড, চাঁপদানী, পোঃ বৈদ্যবাটী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২২২২

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারিনীর স্বামী ঁমন্নু যাদব পিতা ঁলালচাঁদ যাদব ওরফে লালচাঁদ তাদভ বিগত ইংরাজীর ০৪.০৩.২০২১ তারিখে সাং কৌসল্যা মিশ্রা ফেস্যুয়াবাগান (৪৬ কে.বি.এম রোড, চাঁপদানী, পোঃ বৈদ্যবাটী) থানা -ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২২২২ ঠিকানায় পরলোকগমন করিয়াছেন। ডালহৌসি জুট কোম্পানির জি.টি. রোড, চাঁপদানী, পোঃ বৈদ্যবাটী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২২২২ কর্তৃক উক্ত দরখাস্তকারিনীর স্বামীর জীবদ্দশায় তাঁহার ত্যক্ত উক্ত জুটমিলের প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ ৪৯,৩৮০/- (উনপঞ্চাশ হাজার তিন শত আশি) টাকা গচ্ছিত রহিয়াছে। যাহার টোকেন নং এন ই-০৪৬৩ এবং সি আর ই জি নং-৫৪৪৬৩। তাহা সুদসহ পাইবার জন্য উক্ত দরখাস্তকারিনী অত্র আদালতে সাকসেশান সার্টিফিকেট গ্রহন করিবার মর্ম্মে দরখাস্ত করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া জানাইবেন। নচেৎ একতরফা শুনানী হইবে।

আদালতের আদেশানুসারে
সৌমেন ঘোষাল
সেরেস্তাদার
২৩.০৪.২০২৪

DEO KUMAR PRASAD
এ্যাডভোকেট
চন্দননগর আদালত

নাম-পদবী

আমি কমিরুল হক সেখ ২৩/৪/২৪ নোটারী পাবলিক কৃষ্ণনগরের এফিডেভিটে Kamirul Hoque Shaikh S/o. Azizul Sk ও Kamirul Haque Sk S/o. Azizul Haque Sk উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী

আমি সৌরভ আগরওয়ালা ৬/৬/২৪ জুডিশিয়ালি ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে সৌরভ আগরওয়ালা ও S. আগরওয়ালা ও পিতা- মুকতালাল আগরওয়ালা ও M.L. আগরওয়ালা উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) শিল্পা সাধুখাঁ, পিতা-সুভাশীষ সাধুখাঁ, ২) মুন্না পাশোয়ান, পিতা-জহিন্দর পাশোয়ান, ৩) জয়ন্ত শী, পিতা- সহদেব শী, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, যে আমরা চন্দনগর আদালতে শিক্ষানবিশী হিসাবে ৫ বৎসরের অধিককাল যাবৎ ল' ক্লার্কস এর কাজ করিয়া আসিতেছি। আমরা ল' ক্লার্ক লাইসেন্স ও এনরোলমেন্ট চাহিয়া মাননীয় চেয়ারম্যান, ওয়েষ্ট বেঙ্গল ল' ক্লার্কস্ ষ্টেট কাউন্সিল, শিয়ালদহ আদালত ভবন, ৭ম তল কোলকাতা-১৪ এর নিকট আবেদন করিয়াছি। ঐ ব্যাপারে যদি কাহারো কোনও আপত্তি থাকে তাহলে আগামী ১৫ দিনের দিনের মধ্যে ঐ ঠিকানায় আপত্তি জানাইবেন।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, মেদিনীপুর
প্রবেট কেশ নং- ২২/২০২২
চন্ডীপদ বালা দীং ... দরখাস্তকারীগন
বনাম
ছবি ঘোড়াই (বালা) দীং .....প্রতিপক্ষগন

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর থানার অন্তর্গত বাড়াগড় মৌজা / সাকিনের সর্বসাধারন অধিবাসীগনকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত মৌজার বা সাকিনের মৃত অজিত কুমার বালা এর সম্পাদিত ১২.০৬.২০১৫ তারিখ ও রেজিষ্ট্রীকৃত ০৩.০৭.২০১৫ তারিখের উইল প্রবেট গ্রহন জন্য দরখাস্তকারীগন উপরোক্ত আদালতে উক্ত মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনাদের কোন আপত্তি থাকিলে অত্র নোটিশ প্রাপ্তীর ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

(Ka) Schedule in the name of Chandipada Bala
District-Paschim Medinipur, P.S.-Midnapore, Mouza-Baragarh, J.L. No.- 448, Hal Khation No. -9

R.S. & L.R. Plot No		Area
1225	Jal	39 dec.
1821	Jal	23 dec.
1263/2039	Bastu	16 dec.
1550	Jal	14 dec.
1248	Jal	53 dec.

(Kha) Schedule in the name of Aditya Kumar Bala
District-Paschim Medinipur, P.S.-Midnapore, Mouza-Baragarh, J.L. No.-448, Hal Khation No. -9

R.S. & L.R. Plot No		Area
1255	Jal	06 dec.
1548	Jal	16 dec.
1258	Pukur	15 dec.
1257	Pukur Parh	07 dec.
1256/2036	Kala	14 dec.
1256/2038	Jal	02 dec.
1203	Jal	32 dec.
1324	Doba	14 dec.
1259	Kala	20 dec.
1603	Jal	1 acre 83 dec.

(Ga) Schedule in the name of Susanta Bala
District-Paschim Medinipur, P.S.-Midnapore, Mouza-Baragarh, J.L. No.-448, Hal Khation No. -9

R.S. & L.R. Plot No		Area
1349	Jal	10 dec.
1576	Jal	33 dec.
1578	Jal	64 dec.
1552	Jal	28 dec.
1263/2040	Bansbagan	09 dec.

অনুমত্যানুসারে;
তাপস রঞ্জন চক্রবর্ত্তী
তাং- ০২/০৫/২০২৪ সেরেস্তাদার,
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, মেদিনীপুর

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১২ ই জুন। ২৯ শে জ্যৈষ্ঠ। বুধবার, ষষ্ঠি(জামাতা) তিথি। জন্মে সিংহ রাশি, অষ্টত্তরী মঙ্গল র মহাদশা, বিংশোত্তরী কেতু র মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বন্ধু স্বজন থেকে সতর্ক। পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ

মিথুন রাশি : সতর্ক থাকুন। যে প্রভাবশালী নেতা কথা দিয়েছিলেন তা এক মায়া। প্রেমিক কে বিশ্বাস করে সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : গুপ্ত শত্রুতা। পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : শুভ। নতুন উদ্যমে আবার, জমি জমা কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সন্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্ত্রত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

(আজ জ্যৈষ্ঠ জামাতা ষষ্ঠি তিথি মুহূর্ত,)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিজ্ঞপ্তি

আমরা, অসিত বরণ সাহা, পিতা- স্বর্গীয় জ্যোতিষানন্দ সাহা, সাং- আমবাগান মাথাপুর ২য় লেন, ওয়ার্ড নং-০৩, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া ও বন্দনা সাহা, স্বামী- অসিত বরণ সাহা, ৪৫/২৮ বি. জী লেন, বি. গার্ডেন, হাওড়া, এই মর্মে ঘোষনা করিতেছি যে, The Joint Sub- Registrar Mumbai City-I অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৪৪০ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে সোমা সাধু, পিতা- সুনীল কৃষ্ণ বণিক, স্বামী- অসীম কুমার সাং-১২ রোহিনী আর.সি.চার্চ-এর নিকট, নোফড়া, কোলাবা, মুম্বাই-৪০০০০৫, স্থায়ী সাং- ফ্ল্যাট নং-৩, দ্বিতীয়তল, বি.বি. টাওয়ার, এন.এস. রোড, পোঃ- হৃদয়পুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, ৭০০১২৭ ও দি সাব-রেজিষ্টার, আরবান, বেঙ্গালুরু অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বি.কে. IV ২৫৫/২৩-২৪ নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে নীতা বণিক, পিতা- সুনীল কৃষ্ণ বণিক, স্বামী- হংসরাজ ভগত, সাং- ১১০/২ গণপতি এনক্লেভ এ.এস.সি. সেন্টার এ্যান্ড কলেজ, বেঙ্গালুরু-৫৬০০৭১, স্থায়ী সাং- ট্যাঙ্গ শাহ, গুরুদাসপুর, লাহিড়ী গুজরান, পাঞ্জাব- ১৪৫৫৩৪ তাহাদের সহোদর ভগিনী রুমা দাস, পিতা- সুনীল কৃষ্ণ বণিক, স্বামী- মহাদেব দাস, সাং- ২৪/এ রেল পার্ক, রিষড়া এম মোড়পুকুর, হুগলী, ৭১২২৫০- ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমাদিগকে বর্তমান বাজার মূল্যে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক এবং আমরা অসিত বরণ সাহা ও বন্দনা সাহা নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি উপরোক্ত দুইটি আমমোক্তারনামা মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত রুমা দাস মহাশয়ার নিকট হইতে খরিদ করিতে ইচ্ছুক, যদি কাহারোর কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের সহিত যোগাযোগ করবেন।

তপশীল

জেলা - নদীয়া, পোঃ ও থানা - নবদ্বীপ, নবদ্বীপ পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ডের অধীন ৪নং গঙ্গা প্রসাদ মৌজা, খতিয়ান - আর.এস. ১৪২, এল.আর ২১৮৮, ২১৮৯, ২১৯০, ২১৯১, দাগ - আর.এস ১৩৬/৮৯৯, এল.আর ১১৩৬, রকম - ভিটি, পরিমান - ২ শতক, এবং খতিয়ান ঐ, দাগ- আর.এস. ১৩৬/৯০৬, এল.আর. ১১৪০, রকম - ভিটি, পরিমান - ৬ শতক, মোট - ৮ শতক।

অসিত বরণ সাহা, ফোন নং- ৯৭৪৯১৪৩৯৯৯

ডিএ নিয়ে জারি নোটিফিকেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডিএ প্রাপকদের জন্য বড় খবর। বঙ্গবাসী দেখেছে ডিএ বৃদ্ধির দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলেন হয়েছে রাজ্যে। এবার লোকসভা ভোট মিটতেই সেই ডিএ নিয়ে জারি হল নোটিফিকেশন। ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণা করা হয়েছিল আগেই। এবার সরকারের সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর হতে চলেছে বলে খবর। গত এপ্রিল মাস থেকেই লাগু হবে বর্ধিত মহার্ঘ্য ভাতা।

১ মে থেকে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল বর্ধিত ডিএ। কিন্তু মঙ্গলবার এক নির্দেশিকায় জানানো হল, এপ্রিল থেকেই কার্যকর হচ্ছে সেটি। অর্থাৎ পরবর্তী মাসের বেতনের সঙ্গে এপ্রিল মাস থেকে দেওয়া বকেয়া ডিএ যোগ হবে। এই নির্দেশিকায় খুশি রাজ্য সরকারি কর্মীদের একটা অংশ।

কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দেওয়ার দাবিতে ধর্মতলায় মঞ্চ তৈরি করে মাসের পর মাস আন্দোলন করেছেন রাজ্য সরকারি কর্মীদের একাংশ। নবান্নে তাঁদের সঙ্গে আলোচনাও হয়েছে প্রশাসনের। শেষে ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোট মিটতে সেই সিদ্ধান্তই কার্যকর হল।

পথশ্রী প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ের কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: পথশ্রী প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় আরও ২৫ হাজার রাস্তা তৈরি করতে চলেছে রাজ্য সরকার। সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী'র হেল্পলাইনে জমা পড়া আবেদনের ভিত্তিতে এই রাস্তাগুলি তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতর সূত্রে জানা গেছে, ওই হেল্পলাইনে ৪০ হাজার গ্রামীণ রাস্তার আবেদন জমা পড়ে। তার মধ্যে ২৫ হাজার আবেদন মঞ্জুর হয়েছে।

পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় এপর্যন্ত রাজ্যের ২২ জেলায় ১২ হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হয়েছে। পথশ্রী ৩ প্রকল্পের আওতায় ৩৪৭৫.৪১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১ হাজার ৮৮৫ কিলোমিটার রাস্তা তৈরির কাজ অনুমোদিত হয়েছে। এই কাজ অনেকটা এগিয়েও গিয়েছে। তবে নির্বাচনের কারণে যেসব জায়গায় রাস্তা তৈরির কাজ শেষ করা যায়নি, সেখানে দ্রুত কাজ শুরুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে খবর।

প্রশাসনিক পর্যবেক্ষকদের মতে, গ্রামের মানুষের মূল অভিযোগই রাস্তার দুরবস্থা নিয়ে। দীর্ঘদিন ধরেই বন্ধ রয়েছে একশো দিনের কাজ, প্রধানমন্ত্রী আবাস বা সড়ক যোজনার মতো প্রকল্পের বরাদ্দ। ফলে লোকসভা ভোটের পরে ফের একবার গ্রামীণ পরিকাঠামোর উপর জোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সরকারি সূত্রের দাবি, প্রকল্পের ৪০০০ কোটি টাকার পুরোটাই ব্যয় হবে রাজ্যের কোষাগার থেকে। এক কর্তার কথায়, খরচের তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথমটি ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। পরের স্তরটি ১০ লক্ষ থেকে এক কোটি টাকা। শেষে এক কোটির বেশি।

যোগ্যশ্রীর আওতায় এবার সাধারণ পড়ুয়ারাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর পড়ুয়াদের ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবেশিকার জন্য প্রস্তুত করতে রাজ্য সরকারের চালু করা যোগ্যশ্রী প্রকল্পের সুযোগ এবার পাবেন সাধারণ পড়ুয়ারাও। মঙ্গলবার নিজেই এই সুখবর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন নিজের এক্স হ্যান্ডেল মারফত তিনি জানিয়েছেন, এই প্রকল্পে এবার সংখ্যালঘু, ওবিসি এবং জেনারেল ক্যাটেগরি ছাত্রছাত্রীকেও যুক্ত করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'জানাতে গর্ব হচ্ছে যে, আমাদের 'যোগ্যশ্রী' প্রকল্প যাতে আমরা রাজ্যের তপশিলি জাতি উপজাতির ছাত্র-ছাত্রীদের ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিক্যাল কোর্সে ভর্তির জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। এই প্রকল্প তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে খুবই কাজে লাগছে। প্রকল্পের বিপুল সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে এটাকে আমরা আরও বড় আকারে করছি। এখন ক্লাস ১১ থেকেই প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হবে। এতে ছেলেমেয়েরা আরও ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে পারবে।'

জয়েন্ট এন্ট্রান্স, নিট পরীক্ষার পাশাপাশি তফসিলি জাতি ও উপজাতির ছেলেমেয়েদের সরকারি চাকরির পরীক্ষার জন্য বিনামূল্যে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয় এই প্রকল্পে। এতদিন রাজ্যে মোট ৪৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বছরে ২৩০০ জন শিক্ষার্থীকে এই প্রশিক্ষণ বিনামূল্যে দিচ্ছিল সরকার। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'রাজ্যজুড়ে মোট ৫০টি সেন্টার খোলা হয়েছে। ক্লাস ১১ থেকেই প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হবে।'

এই প্রকল্প কতটা সফল তার একটা খতিয়ানও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, '২০২৪ সালের পরীক্ষাতেই 'যোগ্যশ্রী' ছেলেমেয়েরা জেইই (অ্যাডভান্সড) পরীক্ষায় ২৩টি র‍্যাঙ্ক (১৩টি আইআইটি র‍্যাঙ্ক সহ), জেইই (মেইন)-এ ৭৫টি র‍্যাঙ্ক, ডব্লিউবিজেইই-এ ৪৩২টি র‍্যাঙ্ক এবং এনইইটি-এ ১১০টি র‍্যাঙ্ক পেয়েছে। এইসব কঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এই ফলাফল আগের বছরের ফলাফলের চেয়েও অনেক ভাল।' মুখ্যমন্ত্রীর আশা, এই প্রকল্পের মাধ্যমেই পিছিয়ে পড়া শ্রেণির ছেলেমেয়েরা আরও অনেক বেশি সংখ্যায় ইঞ্জিনিয়ার এবং ডাক্তার হতে পারবে।

'যোগ্যশ্রী'-তে ছ'মাসের কোর্স হয়। সপ্তাহে তিনদিন করে ক্লাস করানো হয় এবং ক্লাসের সময়সীমা চার ঘণ্টা। জয়েন্ট, নিট ছাড়াও ব্যাঙ্ক, রেল, পোস্ট অফিস পুলিশ সহ বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির ব্যবস্থাও করা হয় এই প্রকল্পে।

ব্লু লাইনের জন্য সব ঠিক আছে কিনা, পার্ক স্ট্রিট থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করলেন মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি

বাংলা পেল সাড়ে দশ হাজার কোটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিভিন্ন খাতে রাজ্যের প্রাপ্য টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। বেশ কয়েকমাস ধরেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হতে দেখা গিয়েছে রাজ্যের শাসকদলকে। তৃতীয়বার ক্ষমতায় এসেই মোদী সরকার কর বাবদ রাজস্ব খাতে রাজ্যগুলির জন্য মোট ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করল। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পেল ১০৫১৩.৪৬ কোটি টাকা। সবচেয়ে বেশি পেয়েছে উত্তর প্রদেশ। যোগী সরকার পেয়েছে ২৫০৬৯.৮৮ কোটি টাকা।

লোকসভা ভোটের প্রচারেও একশো দিনের কাজের টাকা, আবাস যোজনার টাকা আটকে রাখা নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচার চালিয়েছেন তৃণমূলের নেতারা। লোকসভা নির্বাচনের ফলে তার প্রভাবও পড়েছে। রবিবার তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। মন্ত্রিসভার দফতরও বণ্টন হয়েছে। তারপরই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক কর বাবদ রাজস্ব খাতে রাজ্যগুলির জন্য ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করল।

অর্থমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, নিয়মিত বরাদ্দ ছাড়াও একটি অতিরিক্ত ইনস্টলমেন্টে টাকা দেওয়া হবে রাজ্যগুলিকে। এর ফলে রাজ্যের উন্নয়নের কাজে আরও গতি আসবে।

কলকাতা মেডিক্যালে বিক্ষোভ পড়ুয়াদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: হস্টেলে জায়গার অভাব। তাই এমবিবিএস পাঠ্যক্রমের ছাত্রীদের অন্য হস্টেলে রাখার দাবি তুলছিল পড়ুয়াদের সংগঠন। এরমধ্যে পড়ুয়াদের একাংশকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ করার জন্য কয়েক জন চিকিৎসক হুমকি দিচ্ছেন বলে অভিযোগ। সবমিলিয়ে ফের অশান্ত হল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ। অভিযোগ তুলে আন্দোলনে নামল 'মেডিক্যাল কলেজ ডেমোক্র্যাটিক স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন'।

সোমবার সকাল থেকেই এ নিয়ে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষের ঘরের সামনে অবসথান বিক্ষোভে বসেন ওই সংগঠনের সদস্যেরা। তাঁদের দাবি, হুমকি দেওয়া চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। তাঁদের মধ্যে যে তিন জন তিনটি মেয়েদের হস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে ছিলেন, তাঁদের সরাতে হবে। পড়ুয়াদের বিক্ষোভের জেরে তড়িঘড়ি কলেজ কাউন্সিলের বৈঠক ডাকেন অধ্যক্ষ ইন্দ্রনীল বিশ্বাস। তিনি জানান, আপাতত তিন চিকিৎসককে সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদ থেকে সরিয়ে সেখানে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছে। অভিযোগ খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।" এর পরে বিক্ষোভ আপাতত প্রত্যাহার করেন পড়ুয়ারা।

গার্ডেনরিচকাণ্ড থেকে শিক্ষা বেআইনি নির্মাণ রুখতে পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: গার্ডেনরিচে নির্মীয়মাণ বেআইনি বহুতল ভেঙে পড়া থেকে এবার শিক্ষা নিল কলকাতা পুরসভা। বেআইনি নির্মাণ রুখতে বিভিন্ন পদক্ষেপ করে চলেছে পুর কর্তৃপক্ষ। কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং বিভাগ সূত্রে খবর, এখন আর চাইলেই কোনও বেআইনি নির্মাণের সহজ পথে নিয়মিতকরণ সম্ভব হবে না। কলকাতা পুরসভার কোনও স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার যদি ওই নির্মাণ দেখে সন্তোষ প্রকাশ করে 'স্ট্রাকচারাল সার্টিফিকেট' বা কাঠামোগত শংসাপত্র দেন, তবেই তা নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হবে। এত দিন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জরিমানা দিয়ে বেআইনি নির্মাণের নিয়মিতকরণ সম্ভব হত। কিন্তু গার্ডেনরিচকাণ্ডের পর সেই নিয়মে বদল আনা হচ্ছে।

তবে কী ভাবে মিলবে এই 'স্ট্রাকচারাল সার্টিফিকেট'? জানা যাচ্ছে, আগের মতো শংসাপত্র পেতে কলকাতা পুরসভার কাছে আবেদন জানাতে হবে। সেই আবেদনের ভিত্তিতে পুরসভার স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার সংশ্লিষ্ট নির্মাণের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন। বেশ কিছু প্রশ্নের জবাব সঠিক ভাবে পাওয়া গেলে মিলতে পারে ওই শংসাপত্র। প্রাথমিক ভাবে দেখা হবে, সংশ্লিষ্ট নির্মাণের গঠন ঠিক রয়েছে কি না। সেই নির্মাণের কোনও অংশ ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে কি না। প্রশ্ন উঠছে, বেআইনি নির্মাণ করতে শহরের প্রোমোটাররা পুর আধিকারিকদের আর্থিক প্রলোভন দেখিয়ে থাকেন। সে ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া কতটা বায়াসড হবে। 'স্ট্রাকচারাল সার্টিফিকেট' পেতে অসাধু প্রোমোটারেরা সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারকে আর্থিক প্রলোভন দেখাবেন কি না, সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে পণ্য বহনের ক্ষমতা বাড়াল দক্ষিণ-পূর্ব রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে চলতি অর্থবছর ২০২৪-২৫ সালে প্রথম দুই মাসে (এপ্রিল-মে) পণ্য বহন করেছে ৩৪.৯১ মিলিয়ন টন। যেখানে গত অর্থবর্ষ ২০২৩-২৪ সালে পরিমান ছিল ২১১.৬০ মিলিয়ন টন। মালবহনের ক্ষেত্রে এই ক্রমবর্ধমান প্রবণতা চলতি অর্থবছরেও অব্যাহত রয়েছে বলে জানাচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব রেল।

দক্ষিণ -পূর্ব রেলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ২০২৪-এর এপ্রিল-মে মাসের মধ্যে ১৮.০৫ মিলিয়ন টন লৌহ আকরিক লোড করেছে, যা গত অর্থবছরের একই মাসের তুলনায় ৩.৮৫ শতাংশ বেশি। এই সময়ের মধ্যে ৮.৯৬ মিলিয়ন টন কয়লাও লোড করেছে, যা গত অর্থবছরের একই মাসের তুলনায় ২.১৭ শতাংশ বেশি। মাল লোডিংয়ের অন্যান্য প্রধান পণ্যগুলি হল পিগ আয়রন এবং ফিনিশড স্টিল, সিমেন্ট, খাদ্যশস্য, সারের মতো আরও অনেক কিছুই রয়েছে।

বাণিজ্যিক গাড়ির মালিকদের জন্য বড় ছাড়

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাণিজ্যিক গাড়ির মালিকেরা এককালীন পথকর জমা দিলে ১৫-৪০ শতাংশ ছাড় মিলবে এমনই এক সুখবর দিল নবান্ন। প্রসঙ্গত, নবান্নের তরফে এ বিষয়ে সম্প্রতি একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। কর ছাড় সংক্রান্ত এই বিল আগেই বিধানসভায় পাস হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যাওয়ায় সরকারের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করা সম্ভব হয়নি।

সূত্রে খবর, এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাণিজ্যিক গাড়ির ক্ষেত্রে যদি কেউ তিন বছরের ট্যাক্স একবারে জমা করেন, তা হলে ১৫ শতাংশ, ৫ বছরের ট্যাক্স জমা দিলে ৩০ শতাংশ আর ১০ বছরের ট্যাক্স দিলে ৪০ শতাংশ কর ছাড়ের সুবিধা মিলবে। এর ফলে এককালীন গাড়ির ট্যাক্স জমায় মানুষ আরও উৎসাহী হবেন এবং সামগ্রিক ভাবে পরিবহণ কর বাবদ সরকারের রোজগার অনেকটাই বাড়বে বলে আশা সরকারি আমলাদের।

সূত্রে খবর, এখন ৬ টন পর্যন্ত ওজনের বাণিজ্যিক গাড়ির মালিকদের (অটো, ই-রিকশা, ট্রাক্টর, ই-কার্ট, নির্মাণযন্ত্র-বাহী গাড়ি) তিন মাস অন্তর ট্যাক্স জমা করতে হয়। এবার থেকে সেটা এক বছর অন্তর দেওয়া যাবে। এর বিনিময়ে গাড়ি-মালিকরা ট্যাক্সের উপরে বিশেষ ছাড়ও পাবেন। দফতরের কর্তারা জানান, এখন ছোট কমার্শিয়াল গাড়ির (ছয় টন অবধি) মালিকদের তিনমাস অন্তর ১৬৫ টাকা ট্যাক্স দিতে হয়। আর এ ট্যাক্স দিতে জেলা আরটিও অফিসে ছুটতে হয়। ফলে এক দিনের রোজগার বন্ধ রেখে লোকজন এই ট্যাক্স জমা করতে যেতে খুব একটা আগ্রহ দেখান না। এদিকে নির্ধারিত সময়ে ট্যাক্স জমা না দিলে ১৫ দিন পর থেকে জরিমানা চাপতে শুরু করে। দীর্ঘদিন ট্যাক্স বাকি পড়ে গেলে প্রযুক্তির সাহায্যে সেসব গাড়ির সিএফ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে সরকারের এই ছাড়ে তাঁর সুবিধা পাবেন।

শাহজাহানের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ আনল ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: তদন্ত যতই এগোচ্ছে ততই একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য সামনে আসছে শেখ শাহজাহানকে নিয়ে। এবার ইডির চার্জশিটে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী গোয়েন্দা সংস্থার তরফ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে, শাহজাহানের জমি দুর্নীতির টাকা পৌঁছেছিল তৃণমূলের ফান্ডে। আর এই তথ্য মিলেছে সন্দেশখালির স্বঘোষিত 'বাঘ' শেখ শাহজাহান ঘনিষ্ঠদের বয়ান থেকেই, এমনটাই দাবি ইডির। চার্জশিটে ইডি আরও উল্লেখ করেছে, মাছ রফতানির নামে পাঁচ বছরে ১৯৮ কোটি কালো টাকা সাদা করেছেন শাহজাহান।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, বর্তমানে ইডি-র নজরে রয়েছে শাহজাহান ঘনিষ্ঠ পাঁচজন। এদের প্রত্যেকের খোঁজও চলছে। এদের নামে সংস্থা খুলে টাকা সরানো হয়েছে বলে দাবি গোয়েন্দা সংস্থার। জেলিয়াখালিতে শেখ শাহজাহান ঘনিষ্ঠ শিবপ্রসাদ হাজরা ৯০০ বিঘা জমি দখল করে রেখেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে চার্জশিটে।

এ প্রসঙ্গে ইডি-র আইনজীবী অরিজিৎ চক্রবর্তী বলেন, 'তদন্তে এখনও পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে শাহজাহান শেখ সাবিনা মাছের রফতানি করে মোট আয় করছেন ৯০ কোটি। এই অর্থের পুরোটাই কালো টাকা না হলেও একটা মোটা অংশ তো বটেই।' অপরদিকে, শেখ শাহজাহানের আইনজীবী জাকির হোসেন প্রশ্ন তোলেন, 'আমার মক্কেলকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ২৪ ঘন্টার মধ্যে আদালতে তোলা হয়নি। এটা কি বেআইনি নয়? কোর্টকে বললাম সিদ্ধান্ত নিতে।' পাল্টা আবার ইডির আইনজীবী বলেন, 'আদালত তাদের এই দাবি খারিজ করে দিয়েছে। কোর্ট জানিয়েছে শাহজাহানকে গ্রেফতার বা আদালতে তোলার মধ্যে কোনও ভুল নেই।'

অপরদিকে, বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'ইডি নিশ্চই হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্ত করছে। স্বাভাবিকভাবে দুপক্ষেরই আইনজীবী আছেন। এখন রাজ্যের ভাবমূর্তি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। আর শাহজাহানের এই আধিপত্য সরকারের অনুমোদন ছাড়া তো করা সম্ভব ছিল না। তাই টাকা লুট করলেও সবটাই আত্মসাৎ করতে পারেনি। কোথাও না কোথাও তা পৌঁছেছে।'

সোহমের বিপদ বাড়ালেন শঙ্কুদেব

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিউ টাউনের রেস্তোরাঁয় গুণ্ডামির পর থেকেই যেন রাহুর দশা চলছে অভিনেতা তথা তৃণমূল বিধায়ক সোহম চট্টোপাধ্যায়ের। এবার আরও বড় অভিযোগে বিদ্ধ হতে চলেছেন সোহম। সৌজন্যে রাজ্য বিজেপি। সোহমের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক সব অভিযোগ তুলে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছে তারা। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানান বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা।

মঙ্গলবার এক সাংবাদিক বৈঠকে শঙ্কুদেব দাবি করেন, নিউ টাউনের যে রেস্তোরাঁয় গুন্ডামি করে সংবাদ শিরোনামে এসেছেন সোহম, সেখানে তিনি শ্যুটিং করছিলেন কোনও পয়সা না দিয়েই। রেস্তোরাঁ মালিক সোহমের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করলেও চণ্ডীপুরের তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি তারা। উলটে বিষয়টি নিয়ে সমঝোতা করে নেওয়ার জন্য রেস্তোরাঁ মালিকের ওপর চাপ তৈরি করছে পুলিশ।

চড়কাণ্ডের পর আরও এক বড় অভিযোগ উঠল তৃণমূল বিধায়ক তথা অভিনেতা সোহম চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার তাঁর পার্সোনাল সেক্রেটারি তথা আপ্তসহায়কের সঙ্গে টেলিফোনিক কথোপকথনের অডিয়ো ক্লিপ ফাঁস করলেন শঙ্কুদেব পণ্ডা। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে ওই অডিয়ো শোনান শঙ্কু। তবে এই অডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি একদিন। শঙ্কুদেবের দাবি, চণ্ডীপুরে বিজেপি কর্মীদের মারধরের নির্দেশ দেওয়া হয় ওই অডিয়ো ক্লিপে। তাঁর দাবি, এটা শুধুই ট্রেলার শোনানো হল। এমন আরও অনেক ক্লিপ সামনে আসতে পারে বলে ইঙ্গিত এদিন দিতে দেখা যায় শঙ্কুদেবকে। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শঙ্কু বলেন, 'এটা ট্রেলার শোনাচ্ছি, ফিল্ম আমাদের কাছে আছে। ঠিক সময়ে আদালতে জমা দেব।' একইসঙ্গে তাঁর দাবি, বিজেপি কর্মীদের সরাসরি আক্রমণ করার জন্য লোকজন তৈরি রেখেছিলেন সোহম। এ বিষয়ে আপ্তসহায়কের সঙ্গে সোহমের কথাও হয়েছিল বলে মঙ্গলবারের সাংবাদিক বৈঠক থেকে দাবি করতে দেখা যায় শঙ্কুদেবকে।

তব মঙ্গলবার যে অডিয়ো সামনে আনেন শঙ্কু তাতে দুই ব্যক্তির কথোপকথন শোনা যাচ্ছে। শঙ্কুদেবের দাবি, সোহম 'ফোনে নির্দেশ দিচ্ছেন, শুধু অ্যারেস্ট করালেই হবে না, বেল পাওয়ার পরও মারধর করতে হবে।' আপ্তসহায়ক সাবধান করা সত্ত্বেও সোহম থামেননি বলেও অভিযোগ শঙ্কুদেবের। একইসঙ্গে তাঁর দাবি, কিছুদিন আগেই সোহমের বিধানসভা এলাকা চণ্ডীপুরে এক যুবককে অপহরণ করা হয়েছিল। সেই ঘটনাতেও সোহমের নাম ছিল বলে অভিযোগ শঙ্কুর।

শুধু এখানেই থামেননি। সোহমের বিরুদ্ধে এর থেকেও গুরুতর অভিযোগ তোলেন শঙ্কুদেব। বলেন, লোকসভা নির্বাচনে চণ্ডীপুরের ত্রিসীমানায় দেখা যায়নি সোহমকে। তার কারণ, মালয়েশিয়ার এক চুল ব্যবসায়ীর ছেলেকে অপহরণের ঘটনায় নাম জড়িয়েছে তাঁর। ওই যুবককে উদ্ধার করতে কলকাতায় এসেছিলেন মালয়েশিয়া পুলিশের আধিকারিকরা। এরপর কলকাতা পুলিশ ও ভবানী ভবনের আধিকারিকরা যৌথ অভিযান চালিয়ে দিঘার হোটেল থেকে ব্যবসায়ীর ছেলেকে উদ্ধার করেন। ওই ঘটনায় ১৬ জন তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। অপহরণের ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল সোহমের। তবে সোহমের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপই করা হয়নি পুলিশের তরফ থেকে। সঙ্গে শঙ্কু এও জানান, ওই ঘটনার জেরেই চণ্ডীপুরে ঢুকতে পারছেন না সোহম। যে কারণে ভোট প্রচারের সময়ও চণ্ডীপুরে দেখা যায়নি সোহমকে।

নোয়াপাড়ার বিজেপি কর্মীর বাড়ি 'ভাঙচুর'

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভোট প্রচারে বেরিয়ে ব্যারাকপুর থেকে গুন্ডারাজ খতমের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ব্যারাকপুরের তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিক। কিন্তু ভোটে জিতে তিনি সাংসদ হবার পর ব্যারাকপুর জুড়ে ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত। সোমবার মধ্যরাতে নোয়াপাড়া থানার গারুলিয়া পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের দেশবন্ধু নগরে নোয়াপাড়া-১ মন্ডলের বিজেপির সাধারণ সম্পাদক ধনঞ্জয় মালোর বাড়িতে ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বিজেপি নেতা ধনঞ্জয় মালোর অভিযোগ, তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী এসে বাড়ির সদর দরজার প্রধান গেট ভেঙে দিয়েছে। এমনকি গেটের একটা অংশ ওরা নিয়ে চলে গিয়েছে। হামলাকারীরা দেখে নেওয়ার হুমকিও দিয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে নোয়াপাড়া থানার পুলিশ, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে একজনকে আটক করেছে। ধনঞ্জয় বাবুর অভিযোগ, মঙ্গলবার সকালে ফের দুজন বাড়িতে আসে। ধৃতকে পুলিশ না ছাড়লে ওরা দেখে নেবার হুমকি দিয়ে যায়। ধনঞ্জয় বাবুর স্ত্রী পুষ্প মালো বলেন, সোমবার মাঝ রাতে তৃণমূলের সোনা, টিম, টুবাই, গুল্লু এই চারজন তাঁদের বাড়িতে হানা দেয়। স্বামী বিজেপি করার অপরাধে বাড়ির মেইন গেট ওরা ভেঙে দেয়। যদিও পুলিশ 'টিম'নামে একজনকে পাকড়াও করেছে। পুষ্প দেবীর আরও অভিযোগ, মঙ্গলবার সকালে টুবাই ও গুল্লু এসে দরজায় ধাক্কাধাক্কি করে। ওরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলে গেছে, টিম ছাড়া না পেলে পরিণাম খুব খারাপ হবে। পুষ্প দেবীর দাবি, আগতরা স্বামীকে তৃণমূলে যোগ দেবার জন্য চাপ দিয়ে গেছে। তবে ঘটনায় আতঙ্কিত মালো পরিবার। এই ঘটনা নিয়ে গারুলিয়া পুরসভার পুরপ্রধান রমেন দাস বলেন, 'তৃণমূলের নাম ভাঙিয়ে যারা অশান্তি করবে। তৃণমূল তার দায়ভার নেবে না। তবে কেউ দোষ করলে পুলিশ তাকে ধরবেই। আর প্রশাসন প্রশাসনের মতো কাজ করবে।'

বাসের দরজা ভেঙে রাস্তায় যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মৌলালি মোড়ে বড় বাস দুর্ঘটনা। মঙ্গলবার সকালে চলন্ত এক বেসরকারি বাসের দরজা হঠাৎ খুলে পড়ে যায় মাঝ রাস্তায়। ফলে গেটের কাছে যাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁরাও হুড়মুড়িয়ে চলন্ত বাস থেকে পড়েন রাস্তায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ ২৪/১ রুটের একটি বাস শিয়ালদহ ফ্লাইওভার থেকে মৌলালি হয়ে ধর্মতলায় যাচ্ছিল। এই রুটের বাসগুলিতে মূলত দু'টি দরজা থাকে। সামনের দিকে একটি দরজা, পিছনের দিকে একটি দরজা। প্রতিদিন প্রচণ্ড ভিড় হয় এই বাসে। তবে সাধারণত একটি দরজাই খোলা থাকে বাসগুলির। আর ভিড়ের কারণে বন্ধ দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হন যাত্রীরা। এদিনও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বাসটি এসএন ব্যানার্জি রোডের দিকে বাঁক নেওয়ার সময় বাসের মাঝের দরজার ছিটকানি খুলে যায়। সেই সময় গেটে কয়েকজন যাত্রী হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তখনই ওই গেট খুলে রাস্তার উপর পড়ে যান ৬ যাত্রী। এরমধ্যে একজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় এনআরএস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এমনিতেই বাসগুলি পুরনো হয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণ কতদূর কী হয় তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে যাত্রীদের মনেই। তাই যাত্রী চাপ সামলাতে পারেনি বলে অনুমান। এদিনের এই ঘটনায় গাড়ির চালক ও কন্ডাক্টরকে আটক করে এন্টালি থানার পুলিশ।

শিক্ষা-ডেপুটির আসনে সুকান্ত, অবৈধ চাকরি প্রাপকদের বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার শপথ নেওয়ার পর মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রকের ডেপুটির আসনে প্রথমবার বসলেন সুকান্ত মজুমদার। ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি গায়ে শিক্ষামন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন মাস্টারমশাই। বাংলায় যখন শিক্ষক নিয়োগে পাহাড় সমান দুর্নীতির অভিযোগ, ঠিক সেই সময় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ডেপুটি হিসেবে গুরু দায়িত্ব পেলেন বাংলার বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। আসন পদ গুরুত্বপূর্ণ বটে!

দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম দিনেই বেআইনিভাবে চাকরি-প্রাপকদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিলেন বালুরঘাটের সাংসদ। সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'যাঁরা পরীক্ষা দিয়ে, নিজেদের যোগ্যতায় চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের কষ্টটা আমরা বুঝি। কারণ আমি নিজেও এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে স্কুলে এক বছর চাকরি করেছি। যাঁরা নিজেদের মেধার ভিত্তিতে, যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে আমরা আছি। কিন্তু যাঁরা অবৈধভাবে চাকরি পেয়েছেন, আজ না হোক কাল, তাঁদের তো চাকরি যাবেই।'

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ ঘিরে বিগত কয়েক বছরে তোলপাড় হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি। দুর্নীতির দায়ে স্বয়ং রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জেলে। লোকসভা ভোটের আগেও জেল থেকে বের হতে পারেননি তিনি। একইসঙ্গে গ্রেফতার হয়েছে রাজ্যের একাধিক শীর্ষ আমলাও। এই প্রসঙ্গে সুকান্তর বক্তব্য, 'বিগত কয়েক বছরে বাংলায় যেভাবে ঘটনাগুলি প্রকাশ্যে এসেছে, তাতে বাংলার তথা বাঙালির মান-সম্মান অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী জেলের মধ্যে রয়েছেন। দুর্ভাগ্যবশত, তিনি এবং আমি একই সঙ্গে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি-তে এনরোল করেছিলাম। এটা আমাদের কাছে খুব একটা গর্বের নয়।' পাশাপাশি শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রীর আরও বক্তব্য, 'এটা সাময়িক অবস্থা, এটা বাংলার চিরন্তন পরিচয় নয়। সকলে মিলে চেষ্টা করে বাংলাকে এই পরিস্থিতি থেকে বের করে আনা সমভব বলে আমি মনে করি।'

কলকাতা-বিধাননগরে হুক্কাবার বন্ধ করা যাবে না: হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা ও বিধাননগরে হুক্কাবার বন্ধে রাজ্যের আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিল, এ বিষয়ে আগে সিঙ্গল বেঞ্চ যে রায় দিয়েছিল, তাতে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ নেই। তাই হুক্কা বার নিয়ে সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ই বহাল থাকছে। আদালতের অভিমত, আগে হুক্কা-বার বন্ধ করার জন্য রাজ্যকে আইন বানাতে হবে। তবেই এই ব্যবসা বন্ধ করা যাবে।

শহরের হুক্কাবারগুলি নিয়ে প্রথম জলঘোলা শুরু হয়, ২০২২ সালে। সে বছরের ডিসেম্বর মাসে শহরের সমস্ত হুক্কা বার বন্ধ করার কথা ঘোষণা করে কলকাতা পুরসভা। এরপর বিষয়টি নিয়ে মামলা হয় হাইকোর্টে। এই মামলার শুনানির পরে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার সিঙ্গল বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, এ ব্যাপারে যেহেতু কোনও আইন নেই তাই হুক্কা বার বন্ধ করা যাবে না। এর পরে হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে এই নিয়ে মামলা রুজু হয় প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে। কলকাতা পুরসভার পরে বিধাননগর পুরসভাতেও হুক্কা বার বন্ধের নির্দেশ জারি করেছিল বিধাননগর পুরনিগম। এমনকি কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম নিজে শহরের সব রেস্তরাঁ কর্তৃপক্ষকেই হুক্কা বার বন্ধ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। পুরসভার নির্দেশের পরই ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ রেস্টুরেন্টের তরফ থেকে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। মামলাকারীদের বক্তব্য ছিল, ২০০৩ সালে 'কেন্দ্রীয় টোব্যাকো আইন' মেনে বার চালানো হয়। তাই পুলিশ ও পুরসভা কীভাবে হুক্কা বার বন্ধ করতে পারে তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। এই মামলার শুনানির পরে সিঙ্গল বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, বর্তমান আইনে হুক্কা বার বন্ধ করা যাবে না। তা করতে হলে রাজ্য বা পুরসভাকে নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে। তার পরেই সেই আইন প্রয়োগ করে হুক্কা বার বন্ধ করতে হবে। তার আগে পর্যন্ত হুক্কা বারগুলির বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না। এবার একই কথা বলল ডিভিশন বেঞ্চ।

নৈহাটিতে আক্রান্ত বিজেপির বুথ এজেন্ট-সহ ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নবনির্বাচিত তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিকের হুঙ্কার, 'ব্যারাকপুর থেকে গুন্ডারাজ খতমের'। কিন্তু সাংসদের হুঁশিয়ারিকে তোয়াক্কা করেই ব্যারাকপুর জুড়ে ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত রয়েছে। আক্রান্ত হচ্ছেন বিরোধী দলের নেতা-কর্মীরা। নৈহাটিতে এবার আক্রান্ত হলেন বিজেপির এক বুথ এজেন্ট এবং তাঁর এক সঙ্গী বিজেপি কর্মী। আক্রান্ত বুথ এজেন্ট বাদ্রে আলম নৈহাটি পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কারিগরি পাড়ার বাসিন্দা। আর বাদ্রে আলমের সঙ্গী আক্রান্ত বীরু জয়সওয়ারা হালিশহর থানার এইচ এন সিং রোডের বাসিন্দা। আক্রান্ত বিজেপি কর্মী বাদ্রে আলম গত ২০ মে নির্বাচনের দিন বিজেপির বুথ এজেন্ট হয়ে কাজ করেছিলেন। আক্রান্ত বাদ্রে আলম জানান, ভোটের ফল প্রকাশের দু'দিন বাদে অর্থাৎ ৬ জুন বেলায় তিনি নৈহাটির নয়াবাজার মোড়ে কাজ করেছিলেন। সেখানে কাজে যুক্ত ছিলেন যুবক বীরু জয়সওয়ারা। বাদ্রে আলমের অভিযোগ, আচমকা তৃণমূলের দলবল এসে তাঁকে মারধর করে। এমনকি তার সঙ্গে থাকা যুবক বীরুকেও ওরা মারধর করেছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে তাদেরকে উদ্ধার করে। ঘটনার দিন আক্রান্ত বিজেপি কর্মী বাদ্রে আলম নৈহাটি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অপরদিকে আক্রান্ত বিজেপি কর্মী বীরু জয়সওয়ারা সোমবার ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটে অভিযোগ দায়ের করেন। আক্রান্ত বীরুর অভিযোগ, ওরা এলোপাতাড়ি ঘুষি মারে। বাঁশের লাঠি দিয়ে তাঁকে পেটায়। থানায় অভিযোগ জানালে ওরা মেরে ফেলার হুমকিও দেয়। ভয়ে হালিশহর থানায় অভিযোগ জানানোর সাহস তিনি পাননি। পরবর্তীতে তিনি ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটে অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ, এখনও পর্যন্ত মারধোরের ঘটনায় অভিযুক্ত কাউকেই পুলিশ পাকড়াও করেনি। ঘটনা নিয়ে নৈহাটি পুরসভার সিআইসি পার্থ প্রতিম দাশগুপ্ত বলেন, 'সাংসদ পার্থ ভৌমিকের নির্দেশ গুন্ডারাজ দমনের। তবে বিক্ষিপ্তভাবে কোথাও দু'একটি ঘটনা ঘটেছে। হয়তো ব্যক্তিগত রেষারেষির জেরে কোথাও ঘটনা ঘটছে। আক্রান্তরা তাদের দলীয় নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ জানালে নিশ্চয়ই যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

১০ কেন্দ্রে উপনির্বাচন একসঙ্গে করা হোক, কমিশনের কাছে দাবি তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১০ জুলাই উপনির্বাচন মানিকতলা, রায়গঞ্জ, বাগদা ও রানাঘাট দক্ষিণে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই রাজ্যে উপনির্বাচন নিয়ে সরগরম রাজনৈতিক মহল। তবে এই উপনির্বাচন ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে চিঠি গিয়েছে নির্বাচন কমিশনে। কেন তড়িঘড়ি চার কেন্দ্রে ভোট, প্রশ্ন শাসকদলের। কারণ, কিছুদিন পরই আরও ৬ কেন্দ্রে উপনির্বাচন করতে হবে। রাজ্য এইভাবে নির্বাচনের মরসুম চলতে থাকলে প্রশাসনিক কাজে ব্যাঘাত ঘটবে বলে জানাচ্ছে রাজ্য। এই অভিযোগগুলিকে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি দেওয়া হল রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। সঙ্গে এও দাবি জানানো হয়, রাজ্যে ১০ কেন্দ্রে একসঙ্গে বিধানসভা উপনির্বাচন হোক।

এবার যে চার কেন্দ্রে ভোট হতে চলেছে, তার মধ্যে মানিকতলার জন্য মুখ্যমন্ত্রী খোদ কোর কমিটি গড়েছেন। এই কোর কমিটি গড়ার ক্ষেত্রে সোমবার উত্তর কলকাতার চার গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে নবান্নে ডেকে পাঠান মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে ছিলেন কুণাল ঘোষ, তৃণমূল বিধায়ক পরেশ পাল, ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ এবং মেয়র পরিষদ স্বপন সমাদ্দার । ভোটের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য এই চারজনের কোর কমিটি গড়ে মানিকতলা জয়ের দায়িত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, সদ্য লোকসভা নির্বাচনে মানিকতলায় আশানুরূপ ফল হয়নি শাসকদলের। জোড়াসাঁকো বা শ্যামপুকুরের মতো পরাজয়ের মুখ দেখতে না হলেও জয়ের ব্যবধান ছিল মাত্র ৩ হাজার ৫৭৫ ভোটের। এই আবহে দলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণ ঠিক না করলে যেকোনও সময়ে এই স্বল্প ব্যবধান ছাড়িয়ে যাবে বিরোধী পক্ষ। ওয়াকিবহাল মহলের দাবি, বিষয়টা বুঝে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। কোর কমিটির এই চার নেতাই ভোটে মানিকতলা নির্বাচন কমিটির দায়িত্ব সামলাবেন। এই ঘটনা অভূতপূর্ব সন্দেহ নেই। কিন্তু মানিকতলা নিয়ে এত তৎপরতার জল্পনা শুরু হয়েছে কেন্দ্রে সম্ভাব্য তৃণমূল প্রার্থীকে হতে চলেছেন তা নিয়ে। এই চর্চায় সবার আগে আসছে সুপ্তি পাণ্ডের নাম। অবশেষে প্রয়াত বিধায়ক সাধন পাণ্ডের স্ত্রীকেই মানিকতলা কেন্দ্রের প্রার্থী পদে সিলমোহর দেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও প্রার্থীপদের দাবিদার ছিলেন সাধন পাণ্ডের মেয়ে শ্রেয়া পাণ্ডেও।

অন্যদিকে, বাগদা কেন্দ্রে লোকসভা ভোটের নিরিখে তৃণমূল পিছিয়ে আছে ১৮ হাজার ভোটে। ফলে এই কেন্দ্রে কি বিশ্বজিৎ দাসের উপরই আস্থা রাখবে দল তা নিয়ে জল্পনা চরমে। অন্যদিকে, রায়গঞ্জে কৃষ্ণ কল্যাণী লোকসভা নির্বাচনে পিছিয়ে আছেন। সম্প্রতি লোকসভা প্রার্থী হয়েও হেরেছেন। ফলে দল আবার তাঁকে বিধানসভার টিকিট দেবে তা নিয়ে তৈরি হয়েছে প্রশ্নচিহ্ন। পাশাপাশি রানাঘাট কেন্দ্রে মুকুটমণি অধিকারী এবার বিধানসভার টিকিটে লড়বেন কি না তা নিয়েও চলছে বিস্তর আলোচনা। কারণ, রানাঘাটের প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক মুকুটমণি তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর লোকসভায় টিকিট পান এবং হারেন। আবার তাঁকেই প্রার্থী করবে কি না তৃণমূল রয়েছে প্রশ্ন। তৃণমূলের একাংশ মনে করছে বিশ্বজিৎ, মুকুটমণি, কৃষ্ণ কল্যাণীরা আবারও টিকিট পেতেই পারেন। তবে এ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কিছু নেওয়া হয়নি। সূত্রের খবর, জেলা নেতৃত্বের কাছ থেকে রিপোর্ট নিয়ে তবেই নাম চূড়ান্ত করবে তৃণমূল।

ফের তাপপ্রবাহ চিন্তা বাড়াচ্ছে শিক্ষা দফতরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্কুল খুললেও কমেনি গরম। তাহলে কি বাড়ানো হতে পারে গরমের ছুটি এমন এক জল্পনা চলছে অভিভাবক থেকে শিক্ষামহলেও। সূত্রের খবর, অত্যধিক তাপ প্রবাহের জেরে এবার প্রধান শিক্ষকদের মতামত নিতে শুরু করল স্কুল শিক্ষা দফতর। কীভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই পঠন পাঠন নিয়মিত রাখা যায় তা নিয়ে উদ্বিগ্ন স্কুল শিক্ষা দফতর।

বিভিন্ন স্কুলগুলিতে প্রধান শিক্ষকদের স্কুলের সময়সীমা এগিয়ে আনলে কি অসুবিধা হতে পারে বা অত্যধিক গরমের জেরে কি সমস্যা হচ্ছে স্কুলে স্কুলে তা নিয়ে খোঁজ নেওয়া শুরু হয়েছে স্কুল শিক্ষা দফতররে তরফ থেকে। সঙ্গে এও জানতে চাওয়া হচ্ছে, ছাত্র ছাত্রীদের কি ধরনের সমস্যা হচ্ছে তা নিয়েও। একাধিক জেলার স্কুল বিদ্যালয় পরিদর্শকদের তরফে ফোন করা হচ্ছে স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের।

সূত্রে এ খবরও মিলছে, গরম পরিস্থিতি নিয়ে মতামত নিতে স্কুলে স্কুলে প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। এই নিয়ে ইতিমধ্যেই স্কুল পরিদর্শকরা প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে এক প্রস্থ রিপোর্ট দিয়েছে স্কুল শিক্ষা দফতরকে।

প্রসঙ্গত, টানা গরমের ছুটির পর সোমবার থেকেই স্কুলে যেতে শুরু করেছে ছাত্র ছাত্রীরা। কিন্তু তারপরও অত্যধিক তাপ প্রবাহের পূর্বাভাস রয়েছে আবহাওয়া দফতরের। আরও বাড়ছে তাপমাত্রা।

এবার এই সমস্ত বিষয় কে মাথায় রেখে স্কুলে স্কুলে মতামত নিতে শুরু করল স্কুল শিক্ষা দফতর।স্কুল শিক্ষা দফতরের তরফে জানানো হয়েছ, 'প্রধানশিক্ষককে কাছ থেকে নেওয়া এই মতামত জেনারেল মতামত। গরমের পরিস্থিতির জন্যই মতামত নেওয়া হচ্ছে।' এখনও পরিস্থিতি নিয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলেই দাবি স্কুল শিক্ষা দফতরের।

গরমে নাজেহাল দক্ষিণবঙ্গ, বৃহস্পতিতে বৃষ্টির পূর্বাভাস

গরমের ছবি পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলে অদিতি সাহা তোলা ছবি।

নিজস্ব প্রতিবেদন: চরম অস্বস্তি, গলদঘর্ম অবস্থা। এখনও দক্ষিণবঙ্গে পাকাপাকিভাবে বর্ষা আগমনের কোনও খবর শোনাতে পারেনি আবহাওয়া দফতর। উল্টে গরম ও অস্বস্তি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আগামী দু'দিনে স্বাভাবিকের থেকে ১-২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস।

এরইমধ্যে বৃহস্পতিবার রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। বুধবার পর্যন্ত তাপপ্রবাহের সতর্কতা থাকবে বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়ায়। বুধবার বিকেল থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে পারে। বৃহস্পতিবার বেশ কয়েকটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে।

ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে ভারী বৃষ্টি সঙ্গে দমকা হাওয়া বইতে পারে।

তবে ১৪ জুনের আগে দক্ষিণবঙ্গে মৌসুমী বায়ুর প্রবেশ নিয়ে কোনও পূর্বাভাস দিতে পারেনি আবহাওয়া দফতর। সপ্তাহের শেষে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণে মৌসুমী বায়ু আসার সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের মতে, উত্তরবঙ্গে তড়িঘড়ি বর্ষা ঢুকে পড়লেও আপাতত থমকে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বা বর্ষা সপ্তাহের মাঝামাঝি গতি পেতে পারে বলে অনুমান আবহবিদদের।

সম্পাদকীয়

রাজ্য সরকারি কর্মীদের পেনশন!

এই কম্পিউটারের যুগে রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের পর পেনশন পেতে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। অনেকের আবার বছরের পর বছর কেটে গেলেও পেনশন মেলে না। সংশ্লিষ্ট দফতরের কাছে এ ব্যাপারে কোনও সদুত্তর থাকে না। তাদের অজুহাত, পেনশন মঞ্জুরের বিলম্বের প্রধান কারণ সার্ভিস রেকর্ড বা কাগজপত্রের ত্রুটি। প্রশ্ন জাগে, কম্পিউটারের জমানায় সার্ভিস রেকর্ড বা পেনশনের কাগজপত্রে ত্রুটি থাকে কী ভাবে? আর ত্রুটি থাকলে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংশোধিত হয় না কেন? কাদের গাফিলতিতে এই ত্রুটি বা বিলম্ব? সরকার তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থাই বা করে না কেন? বর্তমানে এ দেশে রেল, ব্যাঙ্ক, বিমা ও আরও অনেক সরকারি সংস্থায় অবসর গ্রহণের পরের মাস থেকেই নিয়মমাফিক পেনশন চালু হয়ে যায়। কোথাও কোনও সমস্যা সাধারণত হয় না। কারণ, অবসর গ্রহণের ছ'মাস আগে থেকেই সংশ্লিষ্ট বিভাগ পেনশন চালু করার কাজে হাত দেয়। ব্যতিক্রম শুধুমাত্র এই রাজ্যের সরকারি দফতর। আর সবাই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনায়াসে পেনশন চালু করে দিতে পারলেও এরা পারে না। প্রসঙ্গত, গত শতাব্দীর সত্তর বা আশির দশকে যখন কম্পিউটার আসেনি, সে সময় পেনশনের দুর্ভোগ কমাতে ব্যাঙ্ক-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রভিশনাল পেনশন চালু করার নিয়ম ছিল। এই প্রভিশনাল পেনশন মোট পেনশনের ৯০ শতাংশ ছিল। এবং চালু হত অবসর নেওয়ার ঠিক পরের মাস থেকেই। পরবর্তী ছ'মাসের মধ্যে সঠিক পেনশনও চালু হয়ে যেত। পেনশনের দুর্ভোগ কমাতে রাজ্য সরকারও এমন প্রভিশনাল পেনশন চালু করতে পারে। ভাবতে অবাক লাগে, আজ থেকে তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে রাজ্য সরকারের দফতরে পেনশন চালু করার কাজে যে ধরনের সমস্যা ছিল, আজও তা অপরিবর্তিত, যে রাজনৈতিক দলের হাতেই শাসন থাকুক না কেন। এর পিছনে প্রধান কারণ, সংশ্লিষ্ট কর্মীদের কাজে অবহেলা ও বেপরোয়া ভাব। বিভাগীয় প্রধানের ফলো-আপ তথা নজরদারির অভাবও থাকে। তবে বর্তমানে এই রাজ্যেই বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থায় (রাজ্য সরকার বাদে) ঠিক সময়ে পেনশন চালু না হলে সংশ্লিষ্ট কর্মী ও আধিকারিকদের শো-কজ করা হয়, গাফিলতির জন্য শাস্তিরও ব্যবস্থা আছে। রাজ্য সরকারি দফতরে এ সবের বালাই নেই, আর সে কারণেই পেনশন মঞ্জুরিতে এত বিলম্ব, এমন অবহেলা। রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ না করলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে না। অবসর গ্রহণকারীদের নিজের হকের পেনশনের জন্য আর কত দিন দুর্ভোগ পোহাতে হবে, কে জানে।

আনন্দকথা

শ্রীরামকৃষ্ণ — না গো, তা কেন? তুমি আমার নাম করবে। বলবে তাঁর কাছে যাব, তাহলেই কেউ আমার কাছ নিয়ে আসবে।
মাস্টার — "যে আজ্ঞা" বলিয়া আবার প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে
প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণের বলরাম-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে প্রেমানন্দে নৃত্য

রাত্রি ৮টা-৯টা হইবে। ঁদোলযাত্রা। রাম, মনোমোহন, রাখাল, নিত্যগোপাল প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহাকে ঘেরিয়া রহিয়াছেন। সকলেই হরিনাম সংকীর্তন করিতে করিতে মত্ত হইয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

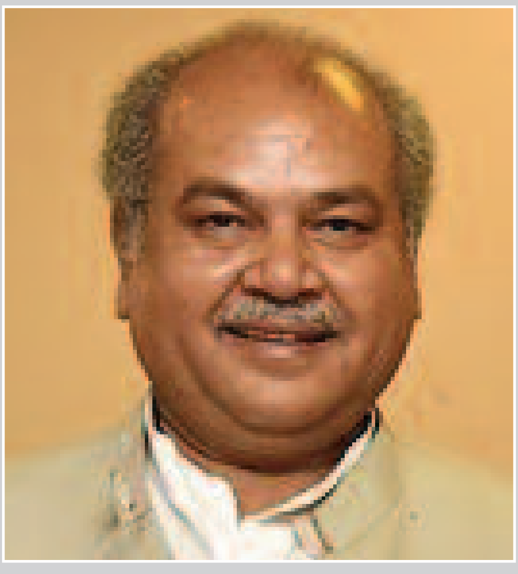

নরেন্দ্র সিং তোমার

১৯৫৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ নরেন্দ্র সিং তোমারের জন্মদিন।*
১৯৬৬ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় সন্তোষ কাশ্যপের জন্মদিন।*
১৯৮৫ *বিশিষ্ট মহিলা হকি খেলোয়াড় সাবা অঞ্জুম করিমর জন্মদিন।*

ষষ্ঠী থেকে জামাইষষ্ঠী

সিদ্ধার্থ সিংহ

জামাইষষ্ঠীর দিনে জামাইদের যে একটু অতিরিক্ত আদরযত্ন হবে এতে আর আশ্চর্যের কী! আগেকার দিনে শ্বশুরমশাইরা এ দিন দরাজ হাতে খরচ করতেন। তখন তো আবার একটি দু'টি নয়, ঘরে ঘরে বারো-চোদ্দোটি করে বাচ্চা। তার মধ্যে অন্তত পাঁচ-ছ'টি মেয়ে।

ফলে তাদের বিয়ের পরে অতগুলো জামাইকে সামলাতে হত শাশুড়িমায়েদের। ছোট জামাইটি যদি অভিমানী হয়, মেজো জামাইটি তবে নির্ঘাত গোঁয়ার। সব দিক সামলানো কী চাট্টিখানি কথা!

তখন জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতে প্রতি ঘরে ঘরে যেন উৎসবের আমেজ। প্রাক বর্ষার ভ্যাপসা গরমকে তুচ্ছ করে লোডশেডিংয়ের চোখরাঙানিকে থোড়াই কেয়ার করে জামাইরা বউকে বগলদাবা করে শ্বশুরবাড়ি যাবেনই।

এই ক্ষেত্রে পাতি অফিসের কেরানি থেকে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সিইও, সবাই এক।

মাগ্গিগণ্ডার বাজারেও শ্বশুর-শাশুড়ির তরফ থেকে যে আপ্যায়নের ত্রুটি থাকবে না, তা বলাই বাহুল্য। শ্যালক-শ্যালিকারা তো জামাইবাবুদের কোনও রকম অযত্ন হতেই দেবে না। তাদের নজর সব দিকে। বলা যায় না, পান থেকে চুন খসলেই কি কাণ্ড হবে!

কিন্তু এই জামাইষষ্ঠীর রীতিটা ঠিক কতটা প্রাচীন, তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। 'হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান' বইটিতে প্রখ্যাত গবেষক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী লিখেছেন, 'কোনও ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ বা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নেই।' একটি অনতিপ্রাচীন লোকাচারের সঙ্গে নাকি এর যোগসূত্র আছে।

লোকাচার বললে প্রথমেই আসে অরণ্যষষ্ঠীর নাম। অন্যান্য আর পাঁচটা ব্রতের মতোই মেয়েরা এটি অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে পালন করে। বাঙালি হিন্দুসমাজে এ উৎসবের সামাজিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বিশেষত যে পরিবারে সদ্য বিবাহিতা মেয়ে রয়েছে সেই পরিবারে এই পার্বণটি ঘটা করে পালন করা হতো এবং এখনও হয়।

পুজোর সময় পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের জন্য পৃথক মালসার মধ্যে নতুন বস্ত্র, ফলফলাদি, পান-সুপারি, ধান-দূর্বা ও তালপাতার হাতপাখা রাখা হয়। ভক্তরা উপোস করে বিন্ধ্যবাসিনী ষষ্ঠীদেবীকে পুজো করেন। মালসা থেকে নতুন বস্ত্র পরিধান করে ফলফলাদি খেতে হয়।

মূলত সন্তান-সন্ততির মঙ্গলের জন্য বা সন্তান লাভের জন্যই এই মা ষষ্ঠীর ব্রত করা হয়।

আগেকার দিনে মহিলারা বনে বা জঙ্গলে গিয়ে এই পুজো করতেন। এখন আর সে সবের বালাই নেই। বাড়ির মধ্যে বটের ডাল পুঁতে তার তলায় পিটুলি, হলুদবাটা আর ভুষো কালি দিয়ে*ষষ্ঠী*দেবী, তার বাচ্চাকাচ্চা আর বাহন বিড়ালের মূর্তি তৈরি করে পুজো করা হয়।

পুজো শেষে ব্রতকারিণীরা বটপাতার উপরে রাখা* ষষ্ঠীদেবীর সন্তান-সন্ততির মূর্তিগুলো হাতে নিয়ে একমনে ব্রতকথা শোনেন।

ব্রতকথাটির মূল আখ্যান হল— সমুদ্রসেন নামক এক সওদাগর আর তার সর্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা সুমনার কাহিনি। হিরণ্যরাজের পুত্রের হাতে পড়ে তার কী অবস্থা হয়েছিল, তারই বিবরণ।

অনেক বাড়িতেই অবশ্য এই জামাইষষ্ঠী পালনের রেওয়াজ নেই। অনেক ধনী পরিবারেও দেখেছি এটা। অথচ তাঁরা ইচ্ছে করলেই দশটা জামাইকে ডেকে এনে বাড়িতে রেখে বছরভর চার বেলা রাজসিক খাবার খাওয়াতে পারেন। কিন্তু তাঁরা জামাইষষ্ঠীটাই করেন না।

'কেন পালন করেন না জামাইষষ্ঠী?' জিজ্ঞেস করলেই হয় বলবেন কোন সুদূর অতীতে এই বিশেষ দিনে ঘটা কোনও নিকটাত্মীয়ের জীবনহানি কিংবা বড় ধরনের কোনও অঘটনের গল্প।

পূর্ববঙ্গে এই প্রথা খুব ঘটা করে পালন করা হলেও, সেখানেও অনেক বাড়িতে নাকি এ দিন জামাইদের নিমন্ত্রণ করা হয় না। মেয়েদেরই শুধু ডাকা হয়। কিন্তু কেন? খোঁজ করতে গিয়ে জানা গেছে, অশোক মুখোপাধ্যায়ের সমার্থ শব্দকোষে লেখা রয়েছে 'জামি' শব্দের অর্থ সধবা বধূ, কুলবধূ বা এয়োস্ত্রী।

তা হলে কি আদতে অনুষ্ঠানটি 'জামিষষ্ঠী' বা 'জাময়ষষ্ঠী' ছিল? জামির বহুবচন তো জাময়ঃ।

এখনকার মতো তখনকার দিনে জামাই বাবাজীবনদের ভূরিভোজের আয়োজন করা হত না। মূলত পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চাপে পড়ে প্রাচীন এই লোকাচারটি ধীরে ধীরে নাম বদলে হয়ে যায় জামাইষষ্ঠী।

এই জামাইদের নিমন্ত্রণ করার পেছনেও কিন্তু একটা কারণ আছে। দু'-তিনশো বছর আগে পরিবহণ ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। তখন বউয়ের পক্ষে গ্রামের রাস্তায় বাচ্চাকাচ্চাদের নিয়ে একা একা বাপের বাড়ি যাওয়া খুব কঠিন ছিল। ফলে স্বামীটিকেও সঙ্গে যেতে হতো।

বেচারা স্বামী তো আর 'আমার ব্রত নয়' বলে বউকে শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে দিয়েই বাড়ি চলে আসতে পারত না! তাই জামাইয়ের জন্য যত রকম পদ রান্না করা যায়, তার ব্যবস্থা করতে হতো শ্বশুরবাড়ির লোকেদের। আস্তে আস্তে এটাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়াল। আমূল বদলে গেল কালচার-লোকাচারের ব্যাখ্যাটি।

এখন অবশ্য জামাইদের কদর অন্য ভাবে করছেন হালফিলের শহুরে শাশুড়িঠাকরুণরা। কলকাতার বুকে গজিয়ে ওঠা জমকালো ঝাঁ-চকচকে রেস্তোঁরাগুলোতে এই বিশেষ দিনটিতে যতই টেবিল পাওয়ার অসুবিধে থাকুক না কেন, একটি দুটি টেবিল ঠিকই জোগাড় করে নেন তাঁরা।

এটার একটা ভাল দিক হল, এই ভ্যাপসা গরমে বাড়ির মেয়ে-বউদের রান্নাঘরে গিয়ে আর কাহিল হতে হয় না। পকেটে রেস্ত থাকলেই হল। মেয়ে-জামাই খুশি। শ্বশুর-শাশুড়িও খুশি।

যে সব বাড়ির শ্বশুর-শাশুড়িরা এখনও পুরনো পন্থী, এই নিয়মে রপ্ত হতে পারেননি, এ দিন সকাল*থেকেই দেখা যায়, সেই শ্বশুরমশাই থলে নিয়ে এ বাজারে ও বাজারে ঢু মারছেন ভাল ভেটকি মাছ, মিষ্টি আর দই কেনার জন্য। শাশুড়িও সকাল থেকে পড়ে আছেন রান্নাঘরে। শুধুমাত্র জামাইকে ভাল-মন্দ খাওয়াবেন বলে। এ বছর অবশ্য অতিমারির কারণে সেই উৎসবে অনেকটাই ভাটা পড়েছে।

হিন্দু পুরাণে ষষ্ঠীদেবী থেকে শুরু করে জামাইষষ্ঠী বা শুধু ষষ্ঠীর মাহাত্ম্য নিয়ে দুই বাংলার নানা লোকায়ত প্রথা নিয়ে প্রচুর প্রবন্ধের বই আছে। সেখানেই পড়েছি, কোনও পুরাণে বা তত্ত্বে ষষ্ঠী ঠাকরুণের সঙ্গে জামাইদের কোনও সম্পর্ক নেই।

তবু সেই ষষ্ঠী পুজোই অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে 'জামাইষষ্ঠী' হিসেবে বাংলার ঘরে ঘরে প্রাধান্য পেতে থাকে, বিশেষত পদ্মার এপারে। পণ্ডিতদের মতে, এর কারণ একটাই — তৎকালীন বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ এবং সতীদাহের যুগে জামাইয়ের দীর্ঘজীবনের প্রার্থনা, যাতে মেয়েকে বাল্যবৈধব্যের বা সতীদাহের নামে আগুনে পুড়ে মরার অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করতে না হয়।

দ্বিতীয় আর একটি কারণেরও উল্লেখ আছে কোথাও কোথাও। জামাই যাতে মেয়েকে কোনও রকম 'কষ্ট' না দেয়, তাই জামাইকে এই বিশেষ দিনে একটু বেশি বেশি করে খুশি করার চেষ্টা করা হয়।

বছরের অন্যান্য দিনে নিয়মমাফিক যত্নআত্তি, আর এই দিনটিতে গলা পর্যন্ত ঠেসে খাইয়ে, জামাকাপড় উপঢৌকন দিয়ে বিশেষ রকমের তোয়াজ করার মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক। মোদ্দা কথা, মেয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অনেক রকম চেষ্টার মধ্যে এটাও একটি অন্যতম প্রয়াস মাত্র।

এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক জামাইষষ্ঠী এলেই আমার মনে একটি প্রশ্ন জাগে। আর সেটা হল — জামাইষষ্ঠী যদি পালন হতে পারে তা হলে 'বউমাষষ্ঠী' হবে না কেন? বউমাকে আলাদা করে খুশি করার কোনও প্রথা চালু নেই কেন?

মেয়ে বিয়ে হবার পরে যে বাড়িতে গিয়ে থাকে, সেই বাড়ির ছেলেকে খুশি রাখার জন্যই কি এই ব্যবস্থা? যদি উল্টোটা হত? যদি বিয়ে হবার পরে মেয়ের বাড়িতে গিয়ে ছেলেকে থাকতে হত, তা হলে কি আর জামাইষষ্ঠী নয়, যে বাড়িতে ছেলে গিয়ে থাকত, সেই বাড়ির মেয়ের মন পাওয়ার জন্য ছেলের বাড়ির লোকেরা বউমাষষ্ঠী*করত? পঞ্চব্যঞ্জনে তাঁর সামনে সাজিয়ে দেওয়া হত খাবার থালা? দেওয়া হত আম, কাঁঠাল, লিচু আর নতুন নতুন মিষ্টি? দেওয়া হত শাড়ি, গয়না?

মিষ্টির সঙ্গে জামাইদের বহুকালের সম্পর্ক। দ্বারকানাথ বিদ্যারত্ন তাঁর কবিতাকুসুমাঞ্জলি বইয়ের প্রথম খণ্ডে লিখেছেন, বিয়েতে কে কী চায়? তাতে বলা হচ্ছে, কন্যা চায় বরের রূপ, মাতা চান জামাইয়ের ধন, পিতা চান পাত্রের জ্ঞান, বান্ধবরা দেখেন পাত্রের কুল আর জনগণ মিষ্টি পেলেই খুশি, মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ।

এই জামাইষষ্ঠীর দিনে জামাইকে ঠকানোর জন্যেই কিন্তু একদিন আবিষ্কার হয়েছিল জিভে জল আনা বাংলার মিষ্টি — জলভরা সন্দেশ।*

সেটা ১৮১৮ সাল। বাংলায় তখন পুরোদমে ইংরেজ শাসন চালু থাকলেও আনাচে-কানাচে দু'-চারটে জমিদারি তখনও টিকে আছে বহাল তবিয়তে। আয় যেমনই হোক, আদবকায়দায়, ঠাটেবাটে একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার সে কি আপ্রাণ চেষ্টা।

এমনই এক জমিদার ছিলেন ভদ্রেশ্বরের তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। বিয়ের পরে প্রথমবার জামাইষষ্ঠীতে মেয়ে-জামাই এসেছে সেই বাড়িতে। তখন আবার জামাই ঠকানো বা বউ ঠকানোর অনেক প্রথা চালু ছিল। এখন সেগুলো বোকা বোকা মনে হলেও তখন এই সব প্রথাই রমরম করে চলত।

সে যাই হোক, জামাইকে ঠকাতে হবে। কি করা যায়? ঠকানোও হল আবার জামাই বাবাজীবন রাগও করতে পারবেন না, এমন কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

অনেক ভেবে তেলিনীপাড়ার জমিদারবাড়িতে তলব করা হল এলাকার নামকরা ময়রা সূর্যকুমার মোদককে। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হল, এমন একটা মিষ্টি বানাতে হবে, যা দিয়ে জামাই ঠকানো যাবে অথচ তাঁর মানসম্মান যেন কোনও ভাবেই ক্ষুণ্ণ না হয়।

বহু ভাবনাচিন্তা করার পরে মোদক মহাশয় একটা বিশাল আকারের মিষ্টি বানালেন, যার ভেতরে জল ভরা, অথচ বাইরে থেকে দেখে বোঝার কোনও উপায় নেই। সেই মিষ্টি দেওয়া হল জামাইয়ের পাতে।

জামাই সেই মিষ্টি হাতে নিয়ে দিলেন বিশাল এক কামড়। আর যেই না কামড়ানো, মিষ্টির ভেতরের লুকোনো জল বেরিয়ে এসে ভিজিয়ে দিল জামাইয়ের সাধের গরদের পাঞ্জাবি। জামাই অপ্রস্তুত। হো হো করে হেসে উঠলেন শালা-শালিরা। ঘোমটার আড়ালে হাসিতে ভরে উঠল শাশুড়ির মুখ আর জমিদারবাবু গোঁফে দিলেন তা।

জামাইষষ্ঠীকে কেন্দ্র করে এই ভাবেই বাংলার বুকে জন্ম নিল নতুন এক ধরনের মিষ্টি — জলভরা সন্দেশ।

সন্দেশ যেমন তৈরি হয়েছিল, প্রথম বাংলা সবাক চলচ্চিত্রও কিন্তু তৈরি হয়েছিল এই*জামাইষষ্ঠীকে নিয়েই। সিনেমাটির নামও ছিল — 'জামাইষষ্ঠী'।

শুধু ভারতে নয়, দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এক সময় নিয়ম ছিল, বিয়ে করে শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার পরে মেয়ে যত কন্যা সন্তানেরই জন্ম দিক না কেন, যত দিন না তার পুত্র সন্তান হচ্ছে, তত দিন মেয়ের বাবা বা মা মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে পা রাখতে পারবেন না

এই নিয়মের ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিচ্ছিল — পুত্রসন্তান ধারণে সমস্যা হলে বা পুত্রসন্তান জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলে, এখানে বলে রাখা ভাল, তখন কিন্তু চিকিৎসা ব্যবস্থা এত ভাল ছিল না। ফলে প্রচুর শিশুমৃত্যু হত। সুতরাং যত দিন না মেয়ের কোল আলো করে পুত্রসন্তান জন্মাত, তত দিন মেয়ের বাবা-মাকে অপেক্ষা করতে হত মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে মেয়ের মুখ এক ঝলক দেখার জন্য

এ সব ক্ষেত্রে বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়ের মুখ বছরের পর বছর না দেখেই থাকতে হতো তখনকার বাবা মায়েদের। সেই সমস্যা সমাধানের জন্যই সমাজের বিধানদাতারা জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ষষ্ঠীকে বেছে নিলেন জামাইষষ্ঠী হিসাবে

যেখানে মেয়ে-জামাইকে নিমন্ত্রণ করে সমাদর করা হবে আর এই ফাঁকে মেয়ের মুখও দর্শন করা যাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সেই বিধান একটু এদিক ওদিক করে এখনও সমানে চলছে একই ভাবে। এখন যার গাল ভরা পোশাকি নাম — জামাইষষ্ঠী।

কথিত রয়েছে, একবার এক গৃহবধূ স্বামীর ঘরে নিজে মাছ চুরি করে খেয়ে দোষ দিয়েছিলেন বিড়ালের নামে। ফলে তাঁর সন্তান হারিয়ে যায়। তাঁর মাছ চুরি করে খেয়ে বিড়ালের নামে দোষ দেওয়ার ফলেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে তাঁর মনে হয়। তখন সেই মহিলা বনে গিয়ে*ষষ্ঠীদেবীর আরাধনা শুরু করেন। ষষ্ঠীদেবী দ্বিভুজা, দু'নয়না, গৌরবর্ণা, দিব্যবসনা, সর্বসুলক্ষণা ও জগদ্ধাত্রী শুভপ্রদা। তিনি মাতৃত্বের প্রতীক। মূলত সন্তানের কল্যাণ ও সংসারের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করাই এই পুজোর উদ্দেশ্য। বিড়াল তাঁর বাহন।

সেই বাহনের নামে এ রকম মিথ্যা অপবাদ! তবু সেই মহিলার পুজোয় তুষ্ট হন দেবী ফলে বনের মধ্যেই তিনি নিজের সন্তানকে ফিরে পান। এই জন্যই ষষ্ঠীদেবীর অপর নাম অরণ্যষষ্ঠী।

নাতিকে পাওয়া গেলেও মাছ চুরি করে খাওয়ার জন্য শ্বশুর-শাশুড়ি ওই পুত্রবধূর বাপেরবাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দেন। এই অবস্থায় মেয়েকে দীর্ঘদিন না দেখার ফলে, শুধুমাত্র একবার চোখের দেখা দেখার জন্য ওই ব্যাকুল মা-বাবা একবার ষষ্ঠীপুজোর দিন জামাইকে সাদরে নিমন্ত্রণ করেন।

ষষ্ঠী পুজোর দিনে মেয়েকে নিয়ে জামাই উপস্থিত হওয়ায় আনন্দের বন্যা বয়ে যায় সেই বাড়িতে। এবং সে দিন থেকেই ষষ্ঠীপুজো রূপান্তরিত হয় জামাইষষ্ঠীতে।

এক অনন্ত সুন্দর সংস্কৃতির বাহক হলো জামাইষষ্ঠী

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

এলো জামাইষষ্ঠী । অত্যন্ত আনন্দ উচ্ছ্বাস আবেগভরা মিষ্টি মধুর এক ভালোবাসার দিন। এক সুস্থ সংস্কৃতির দিন। এক ভাললাগার দিন। এক ভরপুর সুখকর মজার দিন। অনেক আশা ,অনেক প্রত্যাশা , অনেক আকাঙ্খা থাকে এই দিনে।মৌসুমী ফলগুলি যেন প্রাণ পায় এই দিনে। বহু কালের বহু প্রাচীন এই সংস্কৃতির প্রতি তাই শ্রদ্ধা না জানিয়ে থাকা যায় না। ভুল বললাম। শ্রদ্ধা না করে কোনো উপায় নেই।

জামাইষষ্ঠী — একটি লোকায়ত প্রথা। বাঙালি সমাজের সাথে এই প্রথা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মেয়ে-জামাই এর মঙ্গল কামনায় জামাইষষ্ঠী পালন করা হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্ল ষষ্ঠী তিথিতে ষষ্ঠীদেবীর পুজোর মধ্য দিয়ে জামাইষষ্ঠী পালন করা হয়। আসলে ষষ্ঠীদেবীর পার্বন থেকে এই প্রথার উদ্ভব। তবে বৈদিক যুগ থেকেই জামাইষষ্ঠী পালন হয়ে আসছে। প্রচলিত মতে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য রচনার সময়কাল থেকেই জামাইষষ্ঠীর রীতি প্রচলিত। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম প্রহরে ষষ্ঠী তিথিতে এই পূজার আয়োজন করা হয়। ষষ্ঠী প্রতিমা কিংবা আঁকা ছবিতে পূজা নিবেদন করা হয়। কেউ কেউ ঘট স্থাপন করেও এই পূজার আয়োজন করে থাকেন।এর পেছনে একটি গল্পও আছে। আসুন আমরা সেই গল্পে মনোনিবেশ করি উ

কথিত আছে একবার এক গৃহবধু স্বামীর ঘরে মাছ চুরি করে খেয়ে দোষ দিয়েছিলো বিড়ালের উপর। ফলে তার সন্তান হারিয়ে যায়। তার পাপের ফলে এই ঘটনা ঘটে বলে মনে করা হয়। তখন মহিলা বনে গিয়ে ষষ্ঠীদেবীর আরাধনা শুরু করেন। তার ভক্তি দেখে বনদেবী তুষ্ট হন। ফলে, বনেই সেই গৃহবধু নিজের সন্তানকে ফিরে পান। এই জন্যই ষষ্ঠীদেবীর ওপর নাম অরণ্যষষ্ঠী। এদিকে ঘটনাটি জানাজানি হয়ে যায়। মাছ চুরি করে খাওয়ার ঘটনার জন্য স্বশুর শ্বাশুড়ি ওই বধূর পিতৃগৃহে যাওয়া বন্ধ করে দেন। এই অবস্থায় মেয়েকে দেখার জন্য ব্যাকুল পিতা মাতা একবার ষষ্ঠীপূজার দিন জামাইকে সাদরে নিমন্ত্রন জানান। জামাইষষ্ঠী পুজোর দিনে সস্ত্রীক উপস্থিত হলে বাড়িতে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। ষষ্ঠীপুজো রূপান্তরিত হয় জামাইষষ্ঠীতে।এই হলো জামাইষষ্ঠী কাহিনী।

তবে কাহিনী যাই হোক না কেন- এই জামাইষষ্ঠী যে কতটা আদর, কতটা সম্মানের, কতটা ভালোবাসার, স্নেহের — তা সহজেই অনুমান করা যায়। জামাইকে ঘরের ছেলে বলেই মনে করেন অনেকে। এই দিন বোঝা যায় আরও। মেয়ে- জামাই এর মঙ্গল কামনায় এই দিন মেয়ের বাবা-মা প্রাণভরে মেয়ে জামাইকে আশীর্বাদ করেন। পঞ্চব্যাঞ্জনে তাদের আদর আপ্যায়ন করেন। ষষ্ঠীর ফোঁটা দিয়ে ,হাতে হলুদ সুতো পড়িয়ে পাখার বাতাস দিয়ে মেয়ে জামাইয়ের সুখী দাম্পত্য জীবন কামনা করেন।

বাঙালি হিন্দু সমাজে এর গুরুত্ব আলাদা। বিশেষত যে পরিবারের কন্যা সদ্য বিবাহিত সেই পরিবারে এই পার্বনটি ঘটা করে পালন করা হয়। পূজার সময় পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের জন্য পৃথক মালসার ব্যবস্থা করা হয়। মালসায় নতুন বস্ত্র,পান-সুপারি, ধান-দূর্বা ,তালের পাখা রাখা হয়। স্বাভাবিক ভাবেই উপোস করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে এই ষষ্ঠীর রীতি নিয়ম রয়েছে। তবে এটা বলা যায় যে সদ্য বিবাহিত দম্পতিদের কাছে এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আবেগ। হয়তোবা জামাইরা সারা বছর অপেক্ষায়-ই থাকেন। অন্যদিকে মেয়ের বাড়ির বাবা মায়েরাও প্রতীক্ষায় থাকেন কখন তার মেয়ে জামাই নিজ বাড়িতে আসবেন। আমার তো মনে হয় হিন্দু বিশেষত বাঙালি কালচার অনেক রিচ এই ধরণের সংস্কৃতির জন্য।

আমরা যেন কোথায় মিল খুঁজে পাই বিজয়া দশমীর সঙ্গে জামাইষষ্ঠীর। কেন ? মনে হয় আঙ্গিক আলাদা হলেও কনটেন্ট প্রায় এক। দু'টি ক্ষেত্রেই সন্তানের জন্য অপেক্ষায় থাকেন পিতামাতা। যেমন করে বিজয়া দশমীতে মা দুর্গা ঘরের মেয়ের সঙ্গে একাকার হয়ে যায় বলা হয়ে থাকে 'নবমী নিশি না অবসানা'। অর্থাৎ নবমীর রাত যেন শেষ না হয়। কারণ শেষ হলেই উমাকে ফিরে যেতে হবে বাপের বাড়িতে। মানে কৈলাসে। সুতরাং মেনকা উমার সম্পর্ক যেন ঘরের মেয়ের সম্পর্কই হয়েই রয়ে যায়। এ কম কথা না! জামাইষষ্ঠীতে বিষয়টি পৃথক হলেও মেয়ের জন্য পিতামাতার আকুলতা সর্বাঙ্গেই একই রকম উ সুতরাং এটি বলা যায় যে বিজয়া দশমী এবং জামাইষষ্ঠী অপেক্ষারত পিতা-মাতার ব্যাকুলতা বা আকুতির সমধর্মী।

আসলে আমাদের সংসারে সিস্টেমটাই এক আশ্চর্যের। আপনার কন্যা সন্তান জন্ম নিলো। জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে শুনতে হবে ঘরে লক্ষী এসেছে। কখনো এটি বলতে শোনা যায় না ঘরে সরস্বতী এসেছে। সুতরাং বিদ্যা না ধন কোনটা এগিয়ে বা কোনটা গুরুত্বপূর্ণ তা আজও বুঝে উঠতে পারলাম না। তবে আমার মতো সামান্য ব্যাক্তির বুঝে উঠা বা না বোঝায় সিস্টেমের কিছু আসে যায় না। নিয়ম নিয়মের মতো চলবে। সংস্কৃতি সংস্কৃতির মতো চলবে । সেটাই স্বাভাবিক । তবে কালচার কে শ্রদ্ধা করাই আমাদের ধর্ম। আমার সঙ্গে আপনার মত আলাদা হতে পারে কিন্তু তা বলে শ্রদ্ধা কমে যাবে তা তো হতে পারে না। একে অন্যের শ্রদ্ধা থেকেই জন্ম নেই কালচার। জামাইষষ্ঠী হলো তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কি আপনারা মানবেন তো?

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

শিশুকন্যাকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগে গ্রেপ্তার প্রতিবেশী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: নাদনঘাট থানা এলাকার এক শিশুকন্যাকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগে গ্রেপ্তার হল প্রতিবেশী এক ব্যক্তি। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাটালে চিকিৎসাধীন ওই শিশু। ওই শিশুর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই শিশুর মা এবং বাবা কাজের সূত্রে বাড়ির বাইরে ছিলেন। এমন সময় শনিবার বিকেল নাগাদ ধৃত ব্যক্তি তাঁর বাড়িতে ঢুকে ওই শিশু কন্যার হাতে একটি মোবাইল দিয়ে তাকে যৌন নিগ্রহ করে। ঘটনার একদিন পর ওই শিশু কন্যা অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার মায়ের সন্দেহ হয়। এরপরই ওই শিশু পুরো ঘটনাটি তার পরিবারকে জানায়। এরপরই নাদনঘাট থানার পুলিশের কাছে অভিযোগ জানায় ওই শিশুকন্যার পরিবার। রাতেই ওই প্রতিবেশীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতকে কালনা মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে ধৃতকে পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্বস্থলী চাঁপাতলা এলাকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম সঞ্জয় সর্দার, বয়স আনুমানিক ৪২ বছর। তাঁর বাড়ি পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত চাঁপাতলা এলাকায়।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে বাড়িতেই ইলেক্ট্রিকের কাজ করছিলেন ওই ব্যক্তি। সেই সময় খোলা তারে হাত লেগে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন সঞ্জয় সর্দার। পরে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় পরিবারে নেমে আসে গভীর শোকের ছায়া। ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি পাঠানো হয় শক্তিনগর জেলা হাসপাতালের মর্গে।

যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গরমে অসুস্থ হয়ে এক যুবকের মৃত্যু হল। মৃতের নাম শোভন পুজারু। জানা গিয়েছে, বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লকের আঁচুড়ি এলাকায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে থাকতেন। অন্যান্য দিনের মতো এদিনও তিনি টোটো নিয়ে বাঁকুড়া শহরে যান। সেখানে প্রবল গরমে টোটো চালানোর সময় তৃষ্ণার্ত হয়ে বাঁকুড়া শহরের পাঁচবাগা এলাকার একটি নলকূপে জল পান করেন। এরপরই অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই যুবক। বাঁকুড়ার উপ পুরপ্রধান হীরালাল চট্টরাজ সহ স্থানীয় বাসিন্দারা ওই অসুস্থ যুবককে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং - (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭৫৫/৭৬৬

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি সেল, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল), এস. সরণি, কলকাতা** - ৭০০০১৭ অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির অধীনে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি সেল, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল), এস. সরণি, কলকাতা** - ৭০০০১৭ এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারিগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতার নাম এবং এসি নং	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	সম্পত্তির বিস্তারিত
শ্রী কৃষ্ণ প্রসাদ দত্ত **(ঋণগ্রহীতা)** এবং শ্রী শুভজিৎ দত্ত **(সহ-ঋণগ্রহীতা)** **এসি নং** ০০৬১৬৭৫১০০০০৫৭৭৭	১. ২২.০৩.২০২৪ ২. ১০.০৬.২০২৪ ৩. **১৫,৪৬,৫৫১ টাকা** (পনের লাখ ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশ একান্ন টাকা) ১৩.১২.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ ১০.১২.২০২৩ থেকে	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং এ, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৩০৩.২ বর্গফুট কমবেশি, ২ বেড রুম, ১ ড্রইং রুম, ১ কিচেন, ১ বারান্দা এবং ২ টয়লেট, টাইলসের মেঝে সমন্বিত ৫মতলে, ভবনের নাম "শ্রীমা" এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমি এবং অন্যান্য সুবিধা অবস্থিত বাস্তু জমি পরিমাণ ৮ কাঠা, ৫ ছটাক, মৌজা : কেরুলিয়া,জেএল নং ৫, আরএস নং ১১, তৌজি নং ১৭২, আরএস দাগ নং ২৭৫ এবং ২৭৭, এবং এলআর দাগ নং ১১৫৯, আরএস খতিয়ান নং ৬১ এবং ৭৬, ওয়ার্ড নং ৭, হোল্ডিং নং ৮/৫১৩, ওল্ড ক্যালকাটা রোড, কল্যাণনগর,খড়দহ- পুরসভা, এডিএসআরও-বারাকপুর, বর্তমানে সোদপুর; থানা : খড়দহ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। **জমির চৌহদ্দি : উত্তরে :** মজুমদার ভিলা, **দক্ষিণে :** প্রয়াত নগেন সোম এবং সন্তানগণ এর ভবন, **পূর্বে :** পুকুর এবং মজুমদার ভিলা, **পশ্চিমে :** ৩০ ফুট চওড়া সড়ক (ওল্ড ক্যালকাটা রোড)।
শ্রী রঘু নাথ শাহু **(ঋণগ্রহীতা)** এবং শ্রীমতি কাজল শাউ **(সহ-ঋণগ্রহীতা)** **এসি নং** ০৪২০৬৭৫১০০০০২১৪১ এবং ০৪২০৬৭৫১০০০০৩৪৩৮	১. ১২.০২.২০২৪ ২. ১০.০৬.২০২৪ ৩. **১৪,৫১,১৯৭.০৫ টাকা** (চোদ্দ লাখ একান্ন হাজার একশ সাতানব্বই টাকা এবং পাঁচ পয়সা) ০৮.১২.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ (১০.১০.২০২৩ থেকে কার্যকর মতে)	স্বত্ব দলিল দ্বারা নং ১-৫৭৮৯/১৯৭০ বন্ধকদত্ত রেজিস্ট্রিকৃত ১৪.১২.১৯৭০, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ৫ ডেসিমেল- ৫৭.৫০ ডেসিমেল থেকে এবং তদস্থিত বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা : শ্যামবাগ, জেএল নং ৩৮১, খতিয়ান নং ২৮০, প্লট নং ৮৫০, থানা : মোহনপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** জগবন্ধু গিরির সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** পতিত সম্পত্তি, **পূর্বে :** শ্রী শ্রীহরি সাউ এর সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** পতিত সম্পত্তি। সংশ্লিষ্ট জমিস্থিত স্থায়ীভাবে সংযুক্ত নির্মাণ ভবন এবং সকল প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সমুদয়।

তারিখ : ১২.০৬.২০২৪, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

NOTICE

Notice is hereby given that Redress Diagnostics, Shop No. F1. 1050/2, Survey Park (Ground Floor), Calcutta Greens Commercial Complex, Block 1, Kolkata, West Bengal -700 075 premises is permanently closed **from January 2024.**
We had faced some financial problem so we decided that we departs from this premises and no longer hold any license & authority of this premises. We handover this premises to **Tonmoy Sardar & Suman Mandal** on rent.

Place : Kolkata
Date : 11.06.2024

Redress Diagnostics
Anima Banerjee
(Proprietor)

এস এন আর ট্রেডিং কোম্পানি প্রা. লি.
CIN : U64990WB1986PTC041568
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৭ শেক্সপিয়র সরণি, একতলা,কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৭
ইমেল : statutory@lalbabagroup.com, ফোন : ০৩৩-৪০০৮০৫৭৯
সাধারণ নোটিশ

এতদ্বারা কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তন অনুমোদনের জন্য আরবিআই, কলকাতা এর ডিপার্টমেন্ট অব সুপারভিশন এর পত্র তারিখ ২৯ মে ২০২৪ এর পরামর্শ এবং ২০২৩ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (নন ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি-স্কেল বেসড রেগুলেশন) নির্দেশ এর মাস্টার ডিরেকশনের অধ্যায় ৬ এর অনুচ্ছেদ ৪২.৩ সহ নথিভুক্ত এনবিএফসি-আইসিসি ধারণ সি ও আর নং বি-০৫.০৪১৩৩ হিসেবে এস এন আর ট্রেডিং কোম্পানি প্রা. লি. (কোম্পানি) এই নোটিশ ইস্যু করছে।
কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণ শ্রী নারায়ণ ধানুকা, শ্রী মহেশ ধানুকা, শ্রীমতি উর্মিলা ধানুকা এবং শ্রী কিশান ধানুকা যে সকল ইক্যুইটি শেয়ার অধিকার করেন মোট ৮,০৮,৯৫০ ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ প্রাথমিক মূল্য ১০ (দশ টাকা) প্রতিটি দান হিসেবে তাদের আত্মীয়গণকে শ্রী নিশিথ ধানুকা, শ্রী নিকুঞ্জ ধানুকা, শ্রী কিশান ধানুকা, শ্রীমতি রাখী ধানুকা, শ্রীমতি কৃতি ধানুকা এবং শ্রীমতি ছাওয়ি গোরোদিয়ার নামে স্থানান্তর করতে আগ্রহী।
সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোম্পানি আরবিআই এর কাছ থেকে আগাম অনুমোদন নিয়েছে উল্লেখ্য পত্র তারিখ ২৯ মে ২০২৪ নং কেওএল.ডিওএস.আরএসজি. নং এস১৪২২/ ০৮-০২-৪০০/২০২৪-২০২৫।
সংশ্লিষ্ট শেয়ারঅধিকার পরিবর্তনের ফলে পরিচালন ব্যবস্থায় পরিবর্তন ব্যতীতই নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তন (৪৪.৮৮ শতাংশ ভোট প্রদানের ক্ষমতা) হবে।
সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যেকোনও বিশ্লেষণ/আপত্তি থাকলে ডিপার্টমেন্ট অব নন-ব্যাঙ্কিং সুপারভিশন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ৬ষ্ঠতল,১৫ এন এস রোড, কলকাতা : ৭০০০০১ ঠিকানায় এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ পাঠাতে পারেন। নোটিশের একটি কপি কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে শ্রী নিশিথ ধানুকা, কোম্পানি -ডিরেক্টর এর কাছে বা ইমেল : **statutory@lalbabagroup.com.** পাঠাতে হবে।

এস এন আর ট্রেডিং কোম্পানি প্রা. লি.এর পক্ষে
স্বা/-
তারিখ : ১২.০৬.২০২৪
স্থান : কলকাতা
নিশিথ ধানুকা, ডিরেক্টর

শ্রাইদুস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার L67190WB1983PLC035658
রেজিস্টার্ড অফিস : মেসার্স মঙ্গলম হাউজিং ডেভলপমেন্ট ফিনান্স লিমিটেড ২৪ এবং ২৬ হেমন্ত বসু সরণি, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০০১ পশ্চিমবঙ্গ
কর্পোরেট অফিস : ১০৭, সাগর এভিনিউ, বাটার উপরে, এসভি রোড, অন্ধেরি পশ্চিম অন্ধেরি রেলওয়ে স্টেশন, মুম্বই, মুম্বই, মহারাষ্ট্র, ভারত, ৪০০০৫৮
যোগাযোগের ব্যক্তি : শ্রী দেবাঙ্গ দোশী, কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
টেলিফোন : +৯১ ৯৮৯২৭১০৯২৯, **ইমেল আইডি :** Info@shrydus.com
ওয়েবসাইট : www.shrydus.com

শ্রাইদুস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ফিজিক্যাল শেয়ারহোল্ডারগণের অবগতির জন্য

প্রতি,
ফিজিক্যাল শেয়ারহোল্ডারগণ,
এতদ্বারা **শ্রাইদুস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ("কোম্পানি")** ফিজিক্যাল শেয়ারহোল্ডারগণের অবগতির উদ্দেশ্যে কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ড প্রতিটি ১০ টাকার প্রাথমিক মূল্যের সম্পূর্ণ আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার (**"রাইটস ইক্যুইটি শেয়ারস"**) ২,০০,০৮,৮১০ পর্যন্ত রাইটস ইস্যু বন্টন মূল্য ১৮ টাকা প্রতিটি রাইটস ইক্যুইটি শেয়ার (শেয়ার প্রিমিয়াম ৮ টাকা প্রতি ইক্যুইটি শেয়ার সহ)মোট ৩৬০১.৫৮ লাখ টাকার- অনুমোদন দিয়েছে কোম্পানির বর্তমান উপযুক্ত ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারগণের জন্য সংশ্লিষ্ট ৫ (পাঁচ) রাইটস ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি ৩ (তিন) সম্পূর্ণ আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার অধিকার করেন সংশ্লিষ্ট রেকর্ড তারিখ (পরবর্তীতে বিজ্ঞাপিত হবে) অনুযায়ী।
কোম্পানি ইতিমধ্যেই প্রস্তাবিত রাইট ইস্যুর নীতিগত অনুমোদনের জন্য বিএসই লিমিটেডের নিকট আবেদন দাখিল করেছে।
নথিভুক্ত তথ্য অনুযায়ী আপনি কোম্পানির একজন শেয়ারহোল্ডার নথিতথ্যের আকারে ইক্যুইটি শেয়ার অধিকার করেন। সেকারণে, আমরা আপনার অবগতির জন্য জানাই যে,২০১৮ সালের ("সেবি আইসিডিআর রেগুলেশনস") সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (ইস্যু অব ক্যাপিটাল অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৭৭ এ এবং তৎসহ পঠিত সেবি **রাইটস ইস্যু সার্কুলারগুলি অনুযায়ী কেবল অমূর্ত আকারে ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ এর রাইটস প্রাপ্তি এবং বন্টন স্বীকৃত হবে।**
সুতরাং, **ফিজিক্যাল আকারে যে সকল উপযুক্ত ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারগণ ইক্যুইটি শেয়ার অধিকার করেন তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, ঘোষণার তারিখ থেকে ২১ দিনের মধ্যে তাদের ফিজিক্যাল শেয়ারসমূহ অমূর্ত আকারে পরিবর্তন করতে, যাতে কোম্পানি/ রেজিস্ট্রার বিস্তারিত ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট পায় এবং তাদের অনুকূলে শেয়ার বন্টনের বিষয় অবগত করতে পারে।**
আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে অনুচ্ছেদ শীর্ষক "টার্মস অব ইস্যু" পৃষ্ঠা ১৪৯- নিম্নোক্ত ওয়েবসাইটে উপলব্ধ খসড়া পত্র দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে :
ক) আমাদের কোম্পানির ওয়েবসাইট : www.shrydus.com
খ) স্টক এক্সচেঞ্জ : www.bseindia.com
উল্লিখিত অনুযায়ী প্রস্তাবিত রাইটস ইস্যুর সময়ে অংশ গ্রহণের জন্য, **আমরা আপনাদের অনুরোধ করছি উক্ত নির্দেশাবলি অনুযায়ী কাজ করতে।**
যেকোনও প্রশ্ন বা সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে বিস্তারিত জানতে ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, অনুগ্রহ করে কোম্পানির সঙ্গে Info@shrydus.com বা কোম্পানির রেজিস্ট্রার info@skylinerta.com সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

শ্রাইদুস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
স্বা/-
শ্রে প্রেমল পারেখ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিন :০৮৫১৩৬৫৩
তারিখ :১২.০৬.২০২৪
স্থান : কলকাতা

মেসার্স শ্রদ্ধা এজেন্সিস প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশন অধীন)
CIN No. U51909WB1996PTC078810
ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড বাঙ্করাপসি কোড অধীনে কর্পোরেট দেনাদারের বিক্রয়
ডাক জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : সোমবার ১ জুলাই, ২০২৪ তারিখের মধ্যে (বিকাল ৫টার আগে)
ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : শুক্রবার ১২ জুলাই, ২০২৪ তারিখের মধ্যে (বিকাল ৫টার আগে)
ই-নিলামের দিন, তারিখ এবং সময় : মঙ্গলবার, ১৬ জুলাই, ২০২৪ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত
(প্রতিটি ৫ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ সহ)
শ্রদ্ধা এজেন্সিস প্রাইভেট লিমিটেডের মালিকানাধীন সম্পদ ও সম্পত্তি বিক্রয় (লিকুইডেটরের অধীনে) লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ, মাননীয় এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটর ২৮.০২.২০২৪ তারিখের আদেশের মাধ্যমে এর আদেশ নং - IA (IB) No. 1424/KB/2023 CP (IB) No. 991/KB/2019-অধীনে।
ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম www.eauctions.co.in-এর মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা বিক্রয় করা হবে

সম্পদ	ব্লক	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি পরিমাণ (আইএনআর)	ডাক বর্ধিত পরিমাণ (আইএনআর)
বিকল্প সুবিধা/ ব্লক এ				
বাণিজ্যিক সম্পত্তি, বেসমেন্ট আনুমানিক ৫১০০ বর্গফুট অবস্থিত এ, সূর্য্য অ্যাপার্টমেন্টস, ১৪/১ এবং ১৪/৭ ম্যাকেঞ্জি লেন, হাওড়া, এসি মার্কেটের নিকট, হাওড়া : ৭১১১০১	এ	১,৫১,২০,০০০ টাকা	১৫,১২,০০০ টাকা	৫০,০০০ টাকা

নিয়ম ও শর্তাদি :
১. ব্লক এ-র সমস্ত সম্পদ-এর বিশদ বিবরণ যেকোনো মুলতুবি আইনি মামলা ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে প্রকাশ করা হয়েছে এবং নিলামে অংশগ্রহণের আগে বাধ্যতামূলকভাবে দেখতে হবে।
২. এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, এই আমন্ত্রণটি সম্ভাব্য দরদাতাদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্য এবং বিক্রয় কার্যকর করার জন্য লিকুইডেটর বা কোম্পানির পক্ষ থেকে কোনো প্রকার বাধ্যতামূলক বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডেটর কোনো কারণ ব্যতীত এবং কোনো দায় ছাড়াই কোনো আগ্রহী পক্ষ/সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী/ দরপত্রদাতাকে গ্রহণ এবং/অথবা গ্রহণ না করার এবং প্রক্রিয়াটি বাতিল বা সংশোধন করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
৩. সফল দরদাতা মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সের পুরানো বকেয়া, সোসাইটির পুরানো রক্ষণাবেক্ষণ বিল/সমস্ত প্রযোজ্য কর, শুল্ক/স্থানান্তর চার্জ, ফি, জিএসটি ইত্যাদি বহন করবে।
৪. ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড-এর অধীনে প্রণীত প্রবিধানের বিধান সাপেক্ষে বিক্রয় হবে। **www.eauctions.co.in** পোর্টালে ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য দরদাতাদের নাম লিকুইডেটর চিহ্নিত করবেন। ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী লিংকস্টার ইনফোসিস প্রা লি. যোগ্য দরদাতাদের ইমেলের মাধ্যমে ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড প্রদান করবে।
৫. অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স লিংকস্টার ইনফোসিস লিমিটেড-এর মাধ্যমে ই-নিলাম কঠোরভাবে **'যেখানে যেমন আছে' 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' এবং 'কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'** পরিচালিত হবে। নিলামের সমস্ত শর্তাবলী **www.eauction.co.in**-এ উপলব্ধ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
৬. অংশগ্রহণকারীদের জন্য যোগ্যতার মানদণ্ড ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে। বিড নথির বিশদ বিবরণ এবং ইএমডি অর্থপ্রদানের বিবরণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে বর্ণিত নির্ধারিত সময়েরে মধ্যে নীচে দেওয়া ঠিকানায় নথিতথ্যের বা ইমেলের মাধ্যমে লিকুইডেটরের অফিসে পৌঁছাতে হবে।
৭. কেওয়াইসি সহ বিড ফর্ম/ইওআই জমা দেওয়ার শেষ তারিখ, যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করার জন্য নথিগুলি **সোমবার, ১ জুলাই, ২০২৪ (বিকাল ৫টার পূর্বে)** দাখিল করতে হবে। ইএমডি জমা হওয়া সাপেক্ষে ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের যোগ্যতা লিকুইডেটরের দ্বারা **শনিবার, ১৩ জুলাই, ২০২৪ তারিখে (বিকাল ৫টার পূর্বে)** ঘোষণা করা হবে।
৮. **ipcamanishjain@gmail.com/liquidation.shradhaagencies@gmail.com/shradhaagencies.ip@gmail.com**-এ লিখিত অনুরোধ প্রাপ্তির পর ১৩.০৬.২০২৪ থেকে ০১.০৭.২০২৪ পর্যন্ত সম্পদ/স্থান পরিদর্শনের সুযোগ দেওয়া হবে।
৯. ব্লক এ-এর অধীনে উল্লিখিত সম্পদের ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **শুক্রবার, ১২ জুলাই, ২০২৪ (বিকাল ৫টার পূর্বে)**।
১০. নির্ধারিত সময় এবং সংশোধন উপযুক্ত দরদাতাদের যথা সময়ে জানানো হবে।
১১. যেকোনো প্রশ্নের জন্য, নীচে দেওয়া বিশদ বিবরণে লিকুইডেটরের সাথে যোগাযোগ করুন।

মনীশ জৈন
IBBI/IPA-001/IP-P00582/2017-2018/11023
২বি, গ্রান্ট লেন, রুম নং ৩০৩, ৪র্থ তল, বজরং কুঞ্জ, কলকাতা-৭০০০১২
ipcamanishjain@gmail.com/liquidation.shradhaagencies@gmail.com/ shradhaagencies.ip@gmail.com, মোবাইল নং ৯৮৩০২৪৮৬৮৪/৮৫৮২৮০৬২২১
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১২.০৬.২০২৪

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : চন্দ্র শেখর সিং, ই-মেল আইডি : c.s@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১২৪১২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৮.০৬.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : "আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।"

ক্রম নং ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৮.০৬.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **১৯,২৭,৭৯৭.০০ টাকা (উনিশ লাখ সাতাশ হাজার সাতশ সাতনব্বই টাকা)** ০৪.০৬.২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী বশিষ্ঠ কুমার পাসোয়ান (ঋণগ্রহীতা)** পিতা ব্রহ্মদেও পাসোয়ান **ঠিকানা** - ৮২/১ বিএসএনএল স্টাফ কোয়ার্টার, বালিগঞ্জ প্লেস, রুম নং বি৬০১, কলকাতা - ৭০০০১৯ **এবং** কোয়ার্টার নং ই৫, টাইপ - ৩, বিএসএনএল কলোনি, সিদগোরা, সিদগোরা থানার নিকট, পূর্ব সিংভূম, শহর জামশেদপুর, পিন - ৮৩১০০৯, **এবং** ২০১, ৩য় তল, গোল্ডেন কি অ্যাপার্টমেন্ট, মনোহরপুর, ওয়ার্ড নং ৯, ডানকুনি পুরসভা, ডানকুনি, পো. এবং থানা - ডানকুনি, জেলা - হুগলি-৭১২৩১১, **এবং** হরদিমো, খায়রা, জামুই, খায়রা, বিহার-৮১১৩১৭ কাছ থেকে।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি নং ১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ২০১, তিনতলায় "গোল্ডেন কি অ্যাপার্টমেন্ট" ভবনে, পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৬৫০-এবং ২০ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অর্থাৎ মোট এরিয়া ৭৮০ বর্গফুট মার্বেল মেঝে সমন্বিত ২ বেড রুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ বারান্দা, 'এ' তপশিল অন্তর্ভুক্ত। উক্ত ফ্ল্যাট নির্মিত জমির পরিমাণ এরিয়া ১০.৭৪ ডেসিমেল কমবেশি সমপরিমাণ ০৬ কাঠা ০৮ ছটাক কমবেশি জি-৫ তলা ভবনে অবস্থিত মৌজা : মনোহরপুর, জেএল নং ৯৮, আরএস দাগ নং ১৭০৩ এবং ১৭৫৯, আরএস খতিয়ান নং ২১৬, এলআর দাগ নং ২৩৯৪ এবং ২৩৯৫, এলআর খতিয়ান নং ৮৭৮২, ৮৭৭৭ এবং ৮০৬/২, স্থানীয় ডানকুনি পুরসভার ওয়ার্ড নং ৯ অধীন,থানা : ডানকুনি, পিন : ৭১২৩১১ এডিএসআর জনাই অধিক্ষেত্রে, জেলা : হুগলি,এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যাবতীয় সুবিধা ও পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত এবং যথাযথ ভাগ অংশ সংশ্লিষ্ট জমির। স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০৮-২০২১, পৃষ্ঠা ২০৪২৪৪ থেকে ২০৪২৮৭, দলিল নং ০৬০৮০৮২৮৭ -২০২১ সালের।
সম্পত্তি শ্রী বশিষ্ঠ কুমার পাশোয়ান পিতা ব্রহ্মদেও পাশোয়ান এর নামে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : খোলা জায়গা, দক্ষিণে : ফ্ল্যাট নং ২০২, পূর্বে : সিঁড়ি এবং লিফট, পশ্চিমে : খোলা জায়গা।
সংরক্ষিত মূল্য : ২১,১০,০০০.০০ টাকা এবং বায়না জমা ২,১১,০০০.০০ টাকা, বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০.০০ টাকা

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২১.০৬.২০২৪ — **SARB FILE NO. 19599/HKT, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩৬**

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন **www.sbi.co.in** এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: **https://ibapi.in** দেখুন।

তারিখ : ১২.০৬.২০২৪
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI

এসবিআই বিবেকানন্দ রোড ব্রাঞ্চ (০১৬৫১),
৮৩/১এ, বিবেকানন্দ রোড
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০৬

স্বর্ণ অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কয়েকজন ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ **এসবিআই বিবেকানন্দ রোড ব্রাঞ্চ** থেকে স্বর্ণ অলংকার বন্ধক রেখে স্বর্ণ ঋণ গ্রহণ করেছিলেন এবং নির্দিষ্ট শিডিউল অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রেরিত নোটিশ/নোটিশগুলির কোনও উত্তর দেননি এবং প্রেরিত নোটিশ অবন্টিত অবস্থায় ফেরত এসেছে, এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিলামের পূর্ব দিন **বিকেল ৪টার** মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায় না হলে নিম্নোক্ত তারিখে এবং সময়ে শাখা প্রেমিসেস/গোল্ড হাবে পরবর্তীতে কোনও নোটিশ ব্যতীতই সাধারণ নিলাম করা হবে দায়বদ্ধ অলংকারসমূহ। সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পাদনের যাবতীয় ব্যয় ঋণগ্রহীতাদেরই বহন করতে হবে। ব্যাঙ্ক যেকোনও সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার এবং নিলাম চলাকালীন স্থগিত করার অধিকার রাখে। সফল ডাকদাতা নিলামের সমুদয় পরিমাণ আদায় দিয়ে অলংকার অধিকার করতে পারেন। **ঋণগ্রহীতা : কাঞ্চন মেহরা।**

ক্রম নং	নিলামের তারিখ	নিলামের সম্ভাব্য সময়	শুদ্ধতা (ক্যারেট)	সোনার অলঙ্কারসমূহের ওজন (গ্রাম)	দফার নং
১.	১৯.০৬.২০২৪	বেলা ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ ক্যারেট	মোট ওয়েট ২৭.০৬ গ্রাম নিট ওয়েট ২৪.৩৫ গ্রাম	২টি কঙ্কন
২.	১৯.০৬.২০২৪	বেলা ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ ক্যারেট	মোট ওয়েট ২৭.২৯ গ্রাম নিট ওয়েট ২৫.১০ গ্রাম	২টি সলিড চুড়ি
৩.	১৯.০৬.২০২৪	বেলা ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ ক্যারেট	মোট ওয়েট ১১.৩১ গ্রাম নিট ওয়েট ১০.৪০ গ্রাম	১টি চেন
৪.	১৯.০৬.২০২৪	বেলা ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ ক্যারেট	মোট ওয়েট ৮.৬২ গ্রাম নিট ওয়েট ৭.৩২ গ্রাম	২টি ঝুমকো পাশা
৫.	১৯.০৬.২০২৪	বেলা ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ ক্যারেট	মোট ওয়েট ৭.৮৬ গ্রাম নিট ওয়েট ৬.৩৪ গ্রাম	১টি নথ টানা সহ
৬.	১৯.০৬.২০২৪	বেলা ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ ক্যারেট	মোট ওয়েট ৩৬.৭০ গ্রাম নিট ওয়েট ৩৫.০৯ গ্রাম	১টি নেকলেস
৭.	১৯.০৬.২০২৪	বেলা ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ ক্যারেট	মোট ওয়েট ২৪.৮৫ গ্রাম নিট ওয়েট ২৩.৩০ গ্রাম	১টি নেকলেস
৮.	১৯.০৬.২০২৪	বেলা ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ ক্যারেট	মোট ওয়েট ১৪৪.২২ গ্রাম নিট ওয়েট ১৩২.১৯ গ্রাম	১টি বেল্ট
৯.	১৯.০৬.২০২৪	বেলা ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ ক্যারেট	মোট ওয়েট ১২.৯৬ গ্রাম নিট ওয়েট ১১.৫৩ গ্রাম	১টি চুড়ি

তারিখ : ১২.০৬.২০২৪
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক Union Bank of India

হাবড়া শাখা (৮২৬৬১৮)
৪০, যশোর রোড, জয়াগাছি, হাবড়া
উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ পিন - ৭৪৩ ২৬৩

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বন্ধকরাখা সম্পদ স্বর্ণ এর
বাস্তবিক নিলামের জন্য পাবলিক নোটিশ (অফলাইন)

সুনির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতাকে, এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বন্ধক রাখা স্বর্ণের অলঙ্কার পাবলিক নিলামের জন্য, উপরোক্ত শাখায় **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** দ্বারা পরিচালিত হওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।
নীচের উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাগণ ইউনিয়ান **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হাবড়া শাখা (৮২৬৬১৮)** থেকে সোনার অলঙ্কারগুলির পরিপেক্ষিতে ব্যাঙ্কের পক্ষে সুরক্ষার প্রতিশ্রুতির ('গোল্ড লোন সুবিধা') মাধ্যমে ক্রেডিট সুবিধা নিয়েছেন । ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার (গণ) কে গৃহীত গোল্ড লোন সুবিধার জন্য তাদের বকেয়া অর্থ প্রদানের জন্য আহ্বান জানিয়ে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার (গণ) কে ডিমান্ড নোটিশ জারি করা হয়েছিল । যেহেতু ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার (গণ) বকেয়া ঋণের পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই ব্যাঙ্ককে অঙ্গীকার করতে বাধ্য করা হয়েছে এবং বিশেষভাবে তফসিল -১-এ বর্ণিত বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির বাস্তবিক নিলাম (অফলাইন) বিক্রয় করার প্রস্তাব করা হয়েছে **১৫.০৬.২০২৪ (তারিখ) দুপুর ২.৩০ টা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত (ই-নিলামের সময়) 'যেখানে যেমন আছে', যা আছে তা আছে', এবং 'সেখান যা কিছু আছে' এবং 'রিকোর্স ব্যতীত' ভিত্তিতে, ।**
যেখানে অঙ্গীকার চুক্তির অধীনে ব্যাংক তার ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য নিম্নলিখিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে ব্যাংকের বকেয়া ঋণ আদায়ের জন্য তফসিল-১ নিলামের জন্য স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে-

- বিক্রয়ের শর্তাবলী -

ক) 'যেখানে যেমন আছে', 'যা আছে তা আছে', এবং 'সেখান যা কিছু আছে' এবং 'রিকোর্স ব্যতীত' ভিত্তিতে নিলাম হবে এবং সম্পত্তির উপর প্রভাব ফেলছে এমন স্বত্ব, শর্ত বা অন্য কোনো তথ্যের জন্য ব্যাংক দায়ী নয়।
খ) নিলামটি ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হাবড়া শাখা (৮২৬৬১৮), ৪০, যশোর রোড, জয়াগাছি, হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩ ২৬৩, পশ্চিমবঙ্গ তে ১৫.০৬.২০২৪ তারিখে দুপুর ২.৩০ থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে ।
গ) আগ্রহী ক্রেতা/দরদাতাকে জমা দিতে হবে ইএমডি এর পরিমাণ যা ধার্য করা হয়েছে **২৫,০০০/- টাকা** (পঁচিশ হাজার টাকা) ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হাবড়া শাখার (৮২৬৬১৮)** অনুকূলে **১৪.০৬.২০২৪ তারিখে বিকাল** ৩.৩০ এর মধ্যে উল্লিখিত শাখায় জমা দিতে হবে । ইএমডি এর জন্য চেক গ্রহণ করা হবে না।
ঘ) তফসিল ১-এ উল্লিখিত বিবরণগুলি ব্যাঙ্কের কাছে থাকা সর্বোত্তম তথ্যের ভিত্তিতে বলা হয়েছে এবং কোনও ত্রুটি, ভুল বিবরণ বা বাদ দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক জবাবদিহি করবে না।
ঙ) ১৫.০৬.২০২৪ তারিখে, দুপুর ২.৩০ থেকে সন্ধ্যা ৫.৩০ টা ইন্টার-সে-বিডিং সমস্ত ইচ্ছুক ক্রেতাদের উপস্থিতিতে সঞ্চালিত হবে, যারা ইএমডি এর জন্য যথাযথ ডিমান্ড ড্রাফ্ট জমা করেছে। যে পরিমাণ দর বাড়ানো যাবে তা ব্যাঙ্ক তার বিবেচনার ভিত্তিতে নির্ধারণ করবে।
চ) নথিভুক্ত কারণগুলির জন্য, যে কোনও কারণে নিলাম প্রক্রিয়া বাতিল করা এবং জমা দেওয়া ইএমডি ফেরত দেওয়া ব্যাঙ্কের বিবেচনার মধ্যে থাকবে এবং দরদাতাদের কাছ থেকে সেই বিষয়ে কোনও দাবি বা প্রতিনিধিত্ব ব্যাঙ্ক গ্রহণ করবে না।
ছ) যে ব্যক্তিকে সফল দরদাতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে তাকে নিলামের তারিখে সম্পূর্ণ দর পরিশোধ করতে হবে।
ছ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সফল দরদাতা দ্বারা উপরোক্ত নির্ধারিত পরিমাণের অর্থ প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, বিক্রয় বাতিল করা হবে, এবং ইতিমধ্যে প্রদান করা অর্থ (ইএমডিসহ) বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সম্পদগুলি আবার বিক্রয় করা হবে।
জ) সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনা প্রাপ্তির পরে ব্যাঙ্ক বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবে এবং তারপরে বিক্রয় সম্পূর্ণ হবে এবং ব্যাঙ্ক কোন দাবি গ্রহণ করবে না।
ঝ) এই নোটিশের কোন কিছুই সম্পত্তি বিক্রি করার জন্য ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিশ্রুতি বা প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না বা বিবেচিত হবে না। ব্যাঙ্ক যে কোনও কারণে বিক্রয় বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে যে কোনও কারণে বা যেটি উপযুক্ত বলে মনে করতে পারে বা এমনকি কোনও কারণ না দেখিয়ে এবং এই ধরনের বাতিলকে দরদাতাদের দ্বারা প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না।
ঞ) ব্যাঙ্ক তার সম্পূর্ণ বিবেচনার ভিত্তিতে যে কোনও পর্যায়ে যে কোনও বা সমস্ত বিড গ্রহণ, প্রত্যাখ্যান এবং বিক্রয়ের যে কোনও শর্ত পরিবর্তিত, পরিবর্তন এবং পরিত্যাগ করার অধিকার সংরক্ষণ করে ।
ট) দালাল/ফড়িয়াদের সুযোগ দেওয়া হবে না।
পাবলিক নিলামের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাছে থাকা সম্পত্তির বিবরণ এখানে নিম্নে উল্লিখিত অনুযায়ী-

তফসিল ১:

শাখার নাম	গ্রাহকের নাম	বকেয়া পরিমাণ ৩১.০৩.২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তিভিত্তিক হারে আরও সুদ	ডিমান্ড নোটিশের তারিখ	নেট ওজন গ্রামে
হাবড়া (৮২৬৬১৮)	সূর্য কান্তি ঢালী	৩৬,২৭৩.০০ টাকা	২৭.০৫.২০২৪	৭.৪১০
হাবড়া (৮২৬৬১৮)	তুষার কান্তি মজুমদার	১,৬৮,৪১৭.৪১ টাকা	২৭.০৫.২০২৪	৩৮.২২০

তারিখ: ১১.০৬.২০২৪
স্থান: হাবড়া
ব্রাঞ্চ ম্যানেজার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
এলাহাবাদ ALLAHABAD

রানাঘাট ব্রাঞ্চ
২০, সুভাষ এভিনিউ, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১২০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A" [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক), রানাঘাট ব্রাঞ্চ (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত এবং 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে ১৯.০৭.২০২৪ তারিখে ১২,৩৯,৩১৩.৭৩ টাকা** (বারো লাখ উনচল্লিশ হাজার তিনশ তেরো টাকা এবং তিয়াত্তর পয়সা) টাকা **(বিবি + এমওআই = ১১,৬৩,২০০.১৬ টাকা + ৭৬,১১৩.৫৭ টাকা)** ০৯.০৬.২০২৪ অনুযায়ী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) রানাঘাট ব্রাঞ্চ (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট বকেয়া পরিমাণ সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ শ্রীমতি সাথী রায় চৌধুরি, স্বামী রাজা রায় চৌধুরী, কীর্তি নগর কলোনি, পাকর মোড়ের নিকট, পো. রানাঘাট, নদিয়া, পিন - ৭৪১২০১ কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদাতা(গণ)/ ডিরেক্টর(গণ) এর নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১	ক) **ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা : শ্রীমতি সাথী রায় চৌধুরী** স্বামী রাজা রায় চৌধুরী, কীর্তি নগর কলোনি, পাকার মোড় এর নিকট, পো : রাণাঘাট, নদিয়া, পিন : ৭৪১২০১ জামিনদাতা : শ্রী দীপক সিং, পিতা রামনাগিনা সিং, পাঁঠাপাড়া পশ্চিম (নাসরা), পো : রানাঘাট, নদিয়া, পিন : ৭৪১২০১ খ) **রানাঘাট শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ৩.৩০ শতক কমবেশি অবস্থিত মৌজা : নাসরা, জেএল নং ১৫৬, খতিয়ান নং আরএস এবং এলআর ৪২১৪ বর্তমান এলআর ১১৪২৬, প্লট নং আরএস ৩৮৮০ এলআর ৯৪৬/৩৮৮০, শ্যামনগর জিপি অধীন, পো এবং থানা : রানাঘাট, জেলা : নদিয়া, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ০০৮৩৪ তারিখ ০৫.০৪.২০১১,রেজিস্ট্রিকৃত সাব রেজিস্ট্রার রানাঘাট, **সম্পত্তি সাথী রায় চৌধুরীর নামে।** **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সড়ক, দক্ষিণে : অখিল চন্দ্র দেবনাথের সম্পত্তি, পূর্বে : যতীন ব্যাপারীর সম্পত্তি, পশ্চিমে : ১০ ফুট চওড়া পাঁচগ্রাম মেটাল রোড।	**১২,৩৯,৩১৩.৭৩ টাকা** (বারো লাখ উনচল্লিশ হাজার তিনশ তেরো টাকা এবং তিয়াত্তর পয়সা) টাকা **(বিবি + এমওআই = ১১,৬৩,২০০.১৬ টাকা + ৭৬,১১৩.৫৭ টাকা)** ০৯.০৬.২০২৪ অনুযায়ী সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ১৫.২৯ লাখ টাকা (*)** (পনের লাখ উনত্রিশ হাজার টাকা) **খ) ১.৫৩ লাখ টাকা** (এক লাখ তিপান্ন হাজার টাকা) **গ) ১০,০০০.০০** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB30049850051** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**

কিউআর কোড সম্পত্তি আইডি : IDIB30049850051
অবস্থান | ই-অকশন ওয়েবসাইট | ইমেজ - ১ | ইমেজ - ২ | ভিডিও | ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ১৯.০৭.২০২৪ সময় - দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in
(২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং** ০৩৩-২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapiop@mstcecommerce.com** এবং **ibapifin@mstcecommerce.com**।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ১০.০৬.২০২৪, স্থান : রানাঘাট — **অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

KESORAM
কেশোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
রেজি. অফিস: ৯/১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১
CIN: L17119WB1919PLC003429
ফোন: ০৩৩-২২৪৩ ৫৪৫৩, ২২৪২ ৯৪৫৪, ২২১৩ ০৪৪১
ওয়েবসাইট: **www.kesocorp.com**; ইমেল : **corporate@kesoram.net**

১০৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কেশোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ('কোম্পানি') সদস্যদের ১০৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') মঙ্গলবার, ৯ জুলাই, ২০২৪ তারিখ সকাল ১১.৩০ টায় (আইএসটি) অনুষ্ঠিত হবে হাইব্রিড মোডের মাধ্যমে যেমন শারীরিক এবং ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ('ভিসি')/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ('ওএভিএম') এজিএম আহ্বায়ক নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের সুবিধার জন্য।
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০১ এবং ধারা ১৩৬ অনুসারে কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রক ("এমসিএ") এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) এর অধীনে তৈরি নিয়ম এবং সার্কুলারগুলির সাথে পঠিত, কোম্পানি নোটিশ পাঠানো সম্পূর্ণ করেছে এজিএম- এর সাথে আর্থিক বর্ষ ২০২৩-২৪-এর বার্ষিক রিপোর্ট সহ অ্যাটেন্ডেন্স স্লিপ, প্রক্সি ফর্ম এবং রুট ম্যাপ ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে শুধুমাত্র সেই সদস্যদের জন্য যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট / ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীগণের সাথে নিবন্ধিত। বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে নোটিশের প্রকৃত কপি সদস্যদের কাছে উপলব্ধ করা হবে যারা এটির জন্য অনুরোধ করতে পারেন।
অন্যান্য নথিগুলি সহ আর্থিক বর্ষ ২০২৩-২৪-এর বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.kesocorp.com**, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়, বিএসই লিমিটেড **www.bseindia.com** এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড **www.nseindia.com** এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর ওয়েবসাইটে **www.evoting.nsdl.com**। এটি প্রয়োজনীয় সম্মতির জন্য কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডকে (সিএসই) পাঠানো হয়েছে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০ এবং সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস এবং সাধারণ সভায় সেক্রেটেরিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস (এসএস-২) এর রেগুলেশন ৪৪ অনুসারে পড়া ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়ার দ্বারা জারি করা, কোম্পানি তার সদস্যদের শারীরিক এনডি বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণ করা সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে, যেমন **কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ মঙ্গলবার, ২ জুলাই, ২০২৪** অনুযায়ী অনুশীলন করার জন্য এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত যেকোনো বা সমস্ত বিষয় ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য। সভায় উপস্থিত সদস্যরা এবং যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। উপরন্তু, ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাও এজিএম-এ উপলব্ধ করা হবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যরা, যারা ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি, তারা সভায় তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।
যে কোনো ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং নোটিশ পাঠানোর পরে এবং **কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ মঙ্গলবার, ২ জুলাই, ২০২৪** তারিখে শেয়ার ধারণ করার পরে কোম্পানির সদস্য হন, তিনি **evoting@nsdl.co.in**-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।
দূরবর্তী **ই-ভোটিং শুক্রবার, ৫ জুলাই, ২০২৪ সকাল ৯টায় (আইএসটি)** শুরু হবে এবং **সোমবার, ৮ জুলাই, ২০২৪ বিকাল ৫টায় (আইএসটি)** শেষ হবে। একজন সদস্য একবার একটি রেজোলিউশনে ভোট দিলে, তাকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না। একজন সদস্য ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তার ভোটের অধিকার প্রয়োগ করার পরেও এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারেন কিন্তু এজিএম-এ তাকে আবার ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।
এজিএমের আগে এবং চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএমের নোটিশে দেওয়া আছে।
প্রস্তাবিত রেজুলেশনগুলি রেজুলেশনের পক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট প্রাপ্তির সাপেক্ষে বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখে পাস করা হয়েছে বলে গণ্য হবে।
ঋতু বাজাজ, একজন প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (ICSI CP No. 11933) কে একটি সুষ্ঠু এবং স্বচ্ছ পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ ভোট প্রক্রিয়া যাচাই করার জন্য কোম্পানি দ্বারা স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে।
এজিএম শেষ হওয়ার পর থেকে দুই কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানি কর্তৃক ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হবে এবং স্ক্রুটিনাইজারের সংবদ্ধ রিপোর্ট সহ এই ধরনের ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.kesocorp.com**, এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com**-এ সংযুক্ত করা হবে এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটেও যোগাযোগ করা হয়েছে যেমন বিএসই লিমিটেড **www.bseindia.com**, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড **www.nseindia.com** এবং দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড **www.cse-india.com**-এ।
এজিএমের আগে বা চলাকালীন যে সদস্যদের সহায়তার প্রয়োজন, তারা টেলিফোন নম্বরে শ্রী অমিত বিশাল, সিনিয়র ম্যানেজার / শ্রীমতি পল্লবী মাত্রে, ম্যানেজার, এনএসডিএল টেলিফোন নং ০২২-৪৮৮৬৭০০০/০২২-২৪৯৯৭০০০ অথবা ই-মেইল আইডিতে **evoting@nsdl.co.in**-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই ৩ জুলাই, ২০২৪ থেকে ৯ জুলাই, ২০২৪ (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে এজিএমের উদ্দেশ্যে।

কেশোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
গৌতম গাঙ্গুলী
কোম্পানি সেক্রেটারি
তারিখ: ১১ জুন ২০২৪
স্থান: কলকাতা

আসানসোলের পর আবার ডোমজুড়ে সোনার দোকানে দুঃসাহসিক ডাকাতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডোমজুড়: আসানসলের পর এবার হাওড়া। দিনেদুপুরে সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটল হাওড়ার ডোমজুড়ে। সূত্রের খবর, দোকানের মালিক, কর্মচারীদের বন্দুকের বাঁট দিয়ে মেরে সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার ডোমজুড় ব্লকের ফোকর চায়ের দোকান এলাকায় মঙ্গলবার দুপুর ১২টা নাগাদ। ওই সময় দোকানে ২ মালিক সহ কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন ডোমজুড় থানার পুলিশ ও হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের আধিকারিকরা।

হাওড়ার ডোমজুড়ে সোনার দোকানের দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনায় জানতে পারা যাচ্ছে, একদল ডাকাত সশস্ত্র অবস্থায় ক্রেতা সেজে দোকানে আসে। দোকানে ঢুকে তারা সোনার জিনিস দেখতে চায়। এরপরেই আচমকাই আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে চোখের সামনেই দোকানের সমস্ত সোনার গয়না লুঠ করে। দোকানের ২ মালিককে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মেরে সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতকারীরা। ঘটনায় আহত হয়েছেন শংকর দাস ও রাকেশ দাস নামে দু’জন ব্যক্তি।

শুধু তাই নয়, বন্দুকের বাঁট দিয়ে আঘাত করা হয় তাঁর মাথায়ও। আহত অবস্থায় উদ্ধার করে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। দোকানে কর্মরতা মহিলা কর্মচারী শ্রেয়া সামন্ত বলেন, ‘বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ প্রথমে দু’জন ঢুকেছিল কাস্টমার সেজে। বলেছিল পেনডেন দেখাতে। এরপর আরও দু’জন আসে। আর তারপরই আক্রমণ করে আমাদের ওপর। ওদের সকলের হাতে পিস্তল ছিল। আমাদের বলছিল চুপ করে থাকতে। না হলে মেরে ফেলবে।’ গোটা ঘটনা ধরা পড়েছে সিসিটিভি ফুটেজে। তবে হেলমেট পরলেও সকলের মুখ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সিসিটিভিতে। দোকানের কর্মীদের দাবি, প্রত্যেকেই হিন্দিতে কথা বলছিল।

দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ সহ এলাকার অন্যান্য সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তদন্তে এগোতে চাইছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। এই ডাকাতির ঘটনায় দোকানের কেউ যুক্ত আছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হবে। ঘটনার আগের এই দোকানে ওই দুষ্কৃতীর দল রেইকি করতে এসেছিল কিনা, তাও এলাকার সিসিটিভির মাধ্যমে খোঁজখবর করা হতে পারে বলেই সূত্রের খবর। এই ঘটনার তদন্ত করতে ঘটনাস্থলে আসেন রাজ্যের সিআইডি বিভাগের অধিকারিকরা। হাওড়া ডোমজুড়ে সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনায় তদন্তে শুরু করে সিআইডি দপ্তর, তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন এবং নমুনা সংগ্রহ করে।

এই ঘটনা আবার প্রশ্ন তুলে দিল, তা হলে কি রানিগঞ্জের মতো এই ডাকাতিতেও বিহার যোগ আছে কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মালদায় পাল্লা দিয়ে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদায় পাল্লা দিয়ে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ার দাবি। স্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরে ছ’ মাসের মধ্যে মালদায় এখনও পর্যন্ত ১৪২ জনের রক্তের নমুনায় ডেঙ্গুর সংক্রামণ ধরা পড়েছে। বর্তমানে একজন রোগী মালদা মেডিক্যাল কলেজে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। অথচ ইংরেজবাজার পুরসভা কর্তৃপক্ষের দাবি, শহরে ডেঙ্গি আক্রান্ত কোনও রোগী নেই। যদিও সামনেই বর্ষার মরশুম আর তার আগেই সংশ্লিষ্ট পুরসভা কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ওয়ার্ডের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নোংরা জমা জল জমে থাকার বিষয়টিও খতিয়ে দেখছে। পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে মানুষকে এই ব্যাপারেও বোঝাচ্ছেন পুরকর্মীরা।

জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছরের তুলনায় এবছর ডেঙ্গু সংক্রমণের আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে। এমনকি মালদা মেডিক্যাল কলেজে বিনামূল্যে ডেঙ্গুর পরীক্ষার জন্য রোগীদের ভিড় বাড়ছে। জ্বর হলেই বিভিন্ন এলাকা থেকে রোগীরা ছুটে আসছেন মেডিক্যাল কলেজের আউটডোরে। সেখানেই রোগীদের রক্তের নমুনা নিয়েই ডেঙ্গু পরীক্ষা করা হচ্ছে। পাশাপাশি ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে ইতিমধ্যে জেলাশাসক নীতিন সিংঘানিয়া মালদা মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে করেছেন। যেহেতু এখন গরমের ছুটি শেষ হয়ে সমস্ত স্কুল চালু হয়ে গিয়েছে। সেক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও ডেঙ্গু প্রতিরোধের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন জেলাশাসক।

মালদার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. সুদীপ্ত ভাদুড়ি জানিয়েছেন, এবছর এখনও পর্যন্ত ১৪২ জনের রক্তের নমুনায় ডেঙ্গুর সংক্রমণ ধরা পড়েছে। অধিকাংশ রোগীরাই বাড়িতে থেকে অথবা নার্সিংহোমে চিকিৎসা করিয়েছেন। কেউ কেউ আবার মালদা মেডিক্যাল কলেজের বিশেষ বিভাগে ভর্তি হয়ে ডেঙ্গুর চিকিৎসা করিয়েছেন। বর্তমানে মেডিক্যাল কলেজে একজন ডেঙ্গু চিকিৎসাধীন রোগী রয়েছেন। ইরেজবাজার শহর, ব্লক এবং কালিয়াচক ১,২,৩ ব্লকেই ডেঙ্গু আক্রান্তের প্রভাব বেশি। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য দপ্তর এবং জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ডেঙ্গু প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

তবে শহরের অধিকাংশ এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, বিভিন্ন ব্যস্তবহুল রাস্তার ধারে জঞ্জালের স্তূপে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। নিয়মিত নোংরা আবর্জনা বিভিন্ন ওয়ার্ডে পরিষ্কার করার কাজ করা হচ্ছে না। নিকাশি নালাগুলিও দুর্গন্ধে ভরে গিয়েছে। এক্ষেত্রে ইংরেজবাজার পুরসভা কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলর শুভময় বসু জানিয়েছেন, মালদা শহরে ডেঙ্গু নিধনের ক্ষেত্রে পুরকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে সচেতন করছেন। তবে শহরে কোনও ডেঙ্গুর প্রভাব নেই। অযথাই আতঙ্ক না হয়ে জ্বরে আক্রান্ত রোগীরা সঠিক ভাবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে চিকিৎসা করাতে পারেন। পাশাপাশি শহরের অলিতে গলিতে ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো এবং জমা জল যাতে কোথাও জমে না থাকে সেই ব্যাপারেও সতর্কতামূলক প্রচার চালানো হচ্ছে।

জেলা পুলিশ সুপার বদলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: লোকসভা ভোট মিটতেই রাজ্য পুলিশে রদবদল। রাজ্যের পুলিশ বিভাগের একাধিক আইপিএস পদমর্যাদার অফিসার পদের রদবদল। সেই মতো দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তালকে

বদলি করা হল। জেলায় নতুন এসপি হচ্ছেন সন্দীপ কারা। তিনি এতদিন সুন্দরবন পুলিশ ডিস্ট্রিক্টের পুলিশ সুপার ছিলেন। অন্যদিকে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তালকে পাঠানো হল ব্যারাকপুরে ডিসি ট্র্যাফিক পদে। উল্লেখ্য, চিন্ময় মিত্তাল ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তদানীন্তন জেলা পুলিশ সুপার রাহুল দের জায়গায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ সুপার হিসেবে কর্মস্থলে যোগদান করেছিলেন। প্রায় একবছরের কিছু সময় আগেই ফের তাঁকে বদলি করা হল।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया — Union Bank of India — A Government of India Undertaking

রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার
দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২১৬
টেলি : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন নোটিস

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬) শর্তাধীনে অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিস।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণ ও বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ যা **সুরক্ষিত ক্রেডিটর** -এর কাছে মর্টগেজ / চার্জ করা আছে তার বাস্তবিক /প্রতীকী দখল নিয়েছেন **ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক সুরক্ষিত, ক্রেডিটর হিসাবে, সেইসকল সম্পত্তিসমূহ **“যেখানে যা আছে”, “যেখানে যা কিছু আছে”, “সেখানে যা কিছু আছে”** ভিত্তিতে আগামী **২৬.০৬.২০২৪** তারিখ **@ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা** বিক্রয় করা হবে নিম্নবর্ণিত অর্থাঙ্ক উদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টসমূহ হতে যা ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের কাছ থেকে ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সুরক্ষিত ক্রেডিটরের পাওনা রয়েছে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত ক্রেডিটর এবং জামিনদারগণের নিজ নিজ পাওনা। প্রতিটি সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না রাশি জমার অর্থাঙ্ক উল্লেখ করা আছে। ওয়েব পোর্টালের দেওয়া ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে বিক্রয় সংঘটিত হবে। প্রতিটি সম্পত্তির জন্য বিড বর্ধিত মূল্য হবে ১০,০০০/- টাকা। বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **www.mstcecommerce.com** এবং **www.unionbankofindia.co.in** - দেওয়া লিংক দেখুন।

অকশনের তারিখ ও সময় : ২৬.০৬.২০২৪ @ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা

বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ২৫.০৬.২০২৪, বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত

ইএমডি জমা দেওয়ার পদ্ধতি : বিডার তার এমএসটিসি ওয়ালেটে তার ইএমডি অর্থাঙ্ক জমা করবেন

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম, শাখা, সম্পত্তির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) ৩. ইএমডি জমার	মোট বকেয়া ০৬.০৫.২০২৪ অনুযায়ী। (সহ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তদুপরি সুদ এবং খরচ)
১.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স সাজী বাবা গ্রেনস প্রাঃ লিঃ** **শাখা: বর্ধমান (১২৬২১)** **সম্পত্তি:** গ্রাম এবং পোস্ট- -উখরিদ, জেএল নং ৪০, এলআর খতিয়ান নং ৩৫৫৮, এলআর প্লট নং ১১৭৭, ১২৮৩, ১২৮৪, ১২৮৫, ১২৮৬,১২৮৮, ১২৯৩, ১২৪১ -তে জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জমির মোট পরিমাপ ১.২৮ একর বা ১২৮ শতক জমি বাস্তুর অধীনে, ৭ শতক জমি রাইস মিলের অধীনে, ২২ শতক জমি পোল্ট্রির অধীনে এবং ২০ শতক গোডাউন প্রকৃতির এবং জমিটি উখরিদ গ্রাম পঞ্চায়েত মধ্যে আছে ও কারখানা ভবন এবং সিজিআই ধানের চালা, বয়লার সেকশন, ড্রায়ার, চিমনি, খড়ের শেড বিল্ডিং, আরসিসি সিলো, সিজিআই প্লান্ট ও রাইস শেড, অ্যাশ রুম, আরসিসি ইলেকট্রিক রুম, জলাশয়, সিজিআই শেড হাস্ক, ওজন ব্রিজ প্ল্যাটফর্ম, সীমানা প্রাচীর। **যোগাযোগের ব্যক্তি: প্রসেনজিৎ সরকার : ৭০৬৪৫৮৯৯৩০**	১. ১,১৮,৬২,০০০.০০ টাকা ২. ১১,৮৬,২০০.০০ টাকা ৩. ২৫.০৬.২০২৪	১০,৪৭,৯৩,৪৫২.০০ টাকা (দশ কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার চারশত বাহান্ন টাকা মাত্র)
২.	**ঋণগ্রহীতার নাম: ভি.এন. মার্কেটিং প্রাঃ লিঃ** **শাখা- রহমানিয়া হাই স্কুল** **সম্পত্তি: শ্রী অপরেশ ঘোষ** পিতা- সমরেন্দ্র নাথ ঘোষ এর নামে স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আরএস প্লট নং-৩০১১, আরএস খতিয়ান নং-৪, জেএল নং-২০, মৌজা- আসানসোল পৌরসভা, ধর্মপল্লী, ধর্মপল্লী ফুটবল মাঠের কাছে। **সীমানা:** উত্তর- ১৬' চওড়া রাস্তা, দক্ষিণ- প্রিয়রঞ্জন মুখার্জির সম্পত্তি, পূর্ব- ৫' চওড়া রাস্তা, পশ্চিম- অমরেশ ঘোষের অংশ দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- রাকেশ গুপ্তা- ৬২৬৫০৫৯৮৬৭**	১. ৫১,৭৩,০০০.০০ টাকা ২. ৫,১৭,৩০০.০০ টাকা ৩. ২৫.০৬.২০২৪	৪৩,১৫,০৮৭.০০ টাকা (তেতাল্লিশ লক্ষ পনেরো হাজার সাতাশি টাকা মাত্র)
৩.	**ঋণগ্রহীতার নাম : সুমন এজেন্সি** **শাখা- বর্ধমান (১২৬২১)** **সম্পত্তি- ১.** মৌজা বালিডাঙ্গা, জেএল নং ৩৫, খতিয়ান নং. ২১২, সিএস দাগ নং. ৮২৯, ১৫ নং ওয়ার্ডের অধীনে প্রথমতলায় অবস্থিত বাণিজ্যিক দোকানের প্রকৃতির স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জেলা-বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, **শ্রী সুবীর দাস এর নামে** বিক্রয় দলিল নং ১২২৯৩, পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট। ২. মৌজা, বালিডাঙ্গা জেএল নং ৩৫, খতিয়ান নং. ২১২, সিএস দাগ নং. ৮২৯, ১৫ নং (পুরানো) ওয়ার্ডের অধীনে প্রথমতলায় অবস্থিত বাণিজ্যিক দোকানের প্রকৃতির স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জেলা-বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, **শ্রী সুবীরের দাস এর নামে** বিক্রয় দলিল নং ১২৬৬৭, পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট। পরিবেষ্টিত- উত্তর- মালিকের দোকান, দক্ষিণ- কার্তিক চন্দ্র দে-এর দোকান, পূর্ব- বড়নীলপুর বাজার, পশ্চিম- কমন প্যাসেজ। **যোগাযোগ ব্যক্তি: শ্রী প্রসেনজিৎ সরকার: ৭০৬৩৫৮৯৯৩০**	১. ১৮,৬৩,০০০.০০ টাকা ২. ১,৮৬,৩০০.০০ টাকা ৩. ২৫.০৬.২০২৪	২০,৩৬,৫১৩.০০ টাকা (কুড়ি লক্ষ ছত্রিশ হাজার পাঁচশত তেরো টাকা মাত্র)
৪.	**ঋণগ্রহীতার নাম : তামান্না জুয়েলারি ওয়ার্কস** **শাখা- পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **১. সম্পত্তি-** স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ৭৫, এলআর খতিয়ান নং ১২, আরএসও এলআর প্লট নং ৭৩৩, বাস্তু এলাকা- ৩.৪১৬ ডেসিমেল এবং আরএস ও এলআর প্লট নং ৭৩৪ এলাকা ১.৬৬ ডেসিমেল বরাবর **নাসিরুদ্দিন মণ্ডলের নামে** দুই তলা পাকা বিল্ডিং এবং এটি **পরিবেষ্টিত: উত্তরে** - মসাবুরান্দ সাদরেয়া আলম মন্ডল এর বাড়ি, দক্ষিণ- আবুদুর রহিমের খালি জমি, দক্ষিণ- ৬ ফুট চওড়া সাধারণ পথ এবং চাঁদের ঘর এবং; ২. স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং জেএল নং ৭৫, এলআর খতিয়ান নং ৮৫৯ এবং ৮৫৮, আরএস ও এলআর প্লট নং ৭৩৩ বাস্তু এরিয়া ০১ ডেসিমেল দুই তলা পাকাবিল্ডিং সহ **নাসিরুদ্দিন মন্ডল এবং সাহাবুদ্দিন মন্ডলের নামে** দুইতলা বিল্ডিং সহ এবং এর **সীমানা:** উত্তরে - মসবুরান্দ সাদরিয়া আলম মণ্ডল এর বাড়ি, দক্ষিণ- আবদুর রহিমের খালি জমি, পূর্ব- ৬ ফুট চওড়া পথ ও চাঁদের বাড়ি; মোট এলাকা ৬.০৭৬ ডেসিমেল কিন্তু নির্মাণ এলাকা হল ১৭১৬ বর্গফুট- সাগরাই গ্রাম পঞ্চায়েত মৌজা- কেউদিয়া থানা-খণ্ডঘোষ জেলার -পূর্ব বর্ধমান অধীনে জমি। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু- ৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ২৯,৮২,০০০.০০ টাকা ২. ২,৯৮,২০০.০০ টাকা ৩. ২৫.০৬.২০২৪	৪৮,৯৯,৯১০.০০ টাকা (আটচল্লিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শত দশ টাকা মাত্র)
৫.	**ঋণগ্রহীতার নাম: নূর আলী** **শাখা- রামপুরহাট শাখা** **সম্পত্তি:** মৌজা করিমপুর, জেএল নং-৫২, থানা- নলহাটি, এলআর খতিয়ান নং- ২৩৬২, আরএস এবং এলআর প্লট নং- ৩৬৫, জেলা- বীরভূম এ অবস্থিত জনাব নূর আলী রেজা পিতা- মোঃ আলীর একতলা বাণিজ্যিক গোডাউন ভবন (অসম্পূর্ণ) সহ জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর পরিমাপ ০৭ ডেসিমেল (প্রায়)। **পরিবেষ্টিত:** উত্তর- মোঃ হাদ্দোপ আলীর বাড়ি, দক্ষিণ- নজরুল আলীর বাড়ি, পূর্ব- এনএইচ ৩৪, পশ্চিম- মারুতি স্টোরের খালি জমি দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- কেএসপি সিনহা-৯১২৩০৬৬৯০৪**	১. ২৬,৩৭,০০০.০০ টাকা ২. ২,৬৩,৭০০.০০ টাকা ৩. ২৫.০৬.২০২৪	১০,০৮,১৫৩.০০ টাকা (দশ লক্ষ আট হাজার একশত তিপ্পান্ন টাকা মাত্র)
৬.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মীর হাসনাত আলী** **শাখা- খাসপুর পীরতলা** **সম্পত্তি - মীর হাসনাত আলী এবং মিসেস রেশমি বেগমের মালিকানাধীন** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ ৬.৫ শতক, মৌজা-আর্গুনে অবস্থিত, পোস্ট- পাকুড়হাঁস, থানা- কেতুগ্রাম, জেলা- বর্ধমান বিয়ারিং জেএল নং-৪৪, খতিয়ান নং - ৭২১, এলআর খতিয়ান নং-১৩১৫ও ১৩১৬, প্লট নং-১২৩৩, এলআর প্লট নং-১৩৪৮। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- পুকুর, দক্ষিণ- রাস্তা, পূর্ব- আবু বক্করের দ্বিতীয় এসটিডি বিল্ডিং, পশ্চিম- বাসু সেখের মাটির বাড়ি। **যোগাযোগ ব্যক্তি: ধ্রুবজ্যোতি সাইকিয়া: ৯৮৬৪৩৬২০৬৪**	১. ৪১,৬৬,০০০.০০ টাকা ২. ৪,১৬,০০০.০০ টাকা ৩. ২৫.০৬.২০২৪	১০,০৬,২৩৯.০০ টাকা (দশ লক্ষ ছয় হাজার দুইশত ঊনচল্লিশ টাকা মাত্র)
৭.	**ঋণগ্রহীতা: মেসার্স এমসিএম অ্যাগ্রো,** **শাখা: পুরুলিয়া,** **সম্পত্তি:** জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর উপর নির্মিত বিল্ডিং,আর এস প্লট নং ৮৮৮ (পি), আর.এস. খতিয়ান নং ৭৬, জেএল নং ২৮৯/৪, মৌজা- দুলমি, এলআর খতিয়ান নং ২০৩৫, জেলা পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২৩১০২ -তে অবস্থিত, প্রায় ৩.৬১ দশমিক পরিমাপ এবং **পরিবেষ্টিত :** উত্তরে : অশোক মাহাতোর সম্পত্তি, দক্ষিণে : দেবাশীষ বাবুর সম্পত্তি, পূর্বে : অন্যের সম্পত্তি, এবং পশ্চিমে : ৮' প্রশস্ত রাস্তা। **যোগাযোগের ব্যক্তি: অর্জুন কুমার দাস - ৭৯৯১১৩৩২৯৬**	১. ৫০,৮৮,০০০.০০ টাকা ২. ৫,০৮,৮০০.০০ টাকা ৩. ২৫.০৬.২০২৪	১,০১,৯১,৮৯৯.০০ টাকা (এক কোটি এক লক্ষ একানব্বই হাজার আটশত নিরানব্বই টাকা মাত্র)
৮.	**ঋণগ্রহীতা- মামনি পাল** **শাখা- বাঁকুড়া (ইএবি)** **সম্পত্তি-** শ্রী গৌরাঙ্গ পাল, পিতা- শ্রী হরিপদ পাল এর মালিকানাধীন জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা-খেজুরবেদিয়ায়, জেএল নং- ৪১,এলআর খতিয়ান নং-৫৫৫, আরএস ও এলআর প্লট নং-৪৩১, মানকানালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া, পিন-৭২২১৭৫। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- গগন পালের বাড়ি, দক্ষিণ- সুধীর পালের বাড়ি, পূর্ব- ৬ ফুট প্রশস্ত কাঁচা রাস্তা, পশ্চিম- উত্তম পালের বাড়ি। **যোগাযোগ ব্যক্তি- গীতাঞ্জলি কোনার- ৬২৯৪২৭৫৭৭৮**	১. ৬,২৪,০০০.০০ টাকা ২. ৬২,৪০০.০০ টাকা ৩. ২৫.০৬.২০২৪	১২,৭২,১৬২.০০ টাকা (বারো লক্ষ বাহাত্তর হাজার একশত বাষট্টি টাকা মাত্র)
৯.	**ঋণগ্রহীতার নাম: রয়্যাল বেঙ্গল সিডস প্রাইভেট লিমিটেড** **শাখা-বর্ধমান প্রধান শাখা** **সম্পত্তি :** এলআর প্লট নং- ১৭২৬, এলআর খতিয়ান নং- ১৩২, ২১২৯, জেএল নং- ১৩৬, আরএস খতিয়ান নং- ৯৫৭ গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে **তাপস চৌধুরীর নামে** একতলা আবাসিক বিল্ডিংয়ের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার পরিমাপ ৫ ডেসিমেল, বাস্তু শ্রেণীবদ্ধ হিসেবে, স্ব-অধিকৃত, **পরিবেষ্টিত:** উত্তর- তপন চৌধুরী,, দক্ষিণ- গণেশ দে, পূর্ব- পঞ্চায়েত সড়ক, পশ্চিম- আজিলকুমার চৌধুরী, দলিল নং আই-১৩২০ তারিখ- ১৪.০৩.২০০৮।	১. ১৬,১১,০০০.০০ টাকা ২. ১,৬১,১০০.০০ টাকা ৩. ২৫.০৬.২০২৪	৫,৬৮,৯২,৯৫২.০০ টাকা (পাঁচ কোটি আটষট্টি লক্ষ বিরানব্বই হাজার নয়শত বাহান্ন টাকা মাত্র)
	গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে এলআর, প্লট নম্বর ১৭২৭, এলআর খতিয়ান নম্বর- ১০৬,২১২৯,২১৫৯ জেএল নম্বর ১৩৬, থানা-বর্ধমান, জেলা, পূর্ব বর্ধমান, হাট গোবিন্দপুর, গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে **তাপস চৌধুরী এবং রেখা চৌধুরীর নামে** খালি জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, পরিমাপ ১০ ডেসিমেল, বাস্তু হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ। **পরিবেষ্টিত:** উত্তর- পঞ্চায়েত রাস্তা, দক্ষিণ- তপন চৌধুরী সিংহ, পূর্ব- আরতি রানী, পশ্চিম- ভেস্টেড জমি, ডিড নং আই-১৩১৭ এবং ১৩৫৮ তারিখ-০৭.০৪.২০০৮।	১. ১১,৭০,০০০.০০ টাকা ২. ১,১৭,০০০.০০ টাকা ৩. ২৫.০৬.২০২৪	
	গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত থানা অধীনে এলআর প্লট নং ১৪৬৯, এলআর খতিয়ান নং ২১২৯, জেএল নং ১৩৬-এ **তাপস চৌধুরী এবং অপূর্ব কুমার চৌধুরীর নামে** দ্বিতল ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। জমি- ২২.০০ লক্ষ বর্ধমান, জেলা পূর্ব বর্ধমান, হাটগোবিন্দপুর, যার পরিমাপ ১১ ডেসিমেল। বাস্তু হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ, নিজের দখলে। **পরিবেষ্টিত:** উত্তর- শ্রীকুমার কুন্ডু, দক্ষিণ- পঞ্চানন চৌধুরী, পূর্ব- পঞ্চায়েত সড়ক, পশ্চিম-পঞ্চানন চৌধুরী। ডিড নং আই-৪৯৪১/২০২২, আই-৪৯৪২/২০২২, আই-১৫১৮ তারিখ- ১১.০৪.২০০৮।	১. ৩২,৭৩,০০০.০০ টাকা ২. ৩,২৭,৩০০.০০ টাকা ৩. ২৫.০৬.২০২৪	
	রয়্যাল বেঙ্গল সিডস প্রাইভেট লিমিটেডের নামে এলআর প্লট নং ১৪২, এলআর খতিয়ান নং ২১২৯,২১৩২,২১৩৭,২১৩৪,২১৩৮ জেএল নং ১৩৬ গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে বীজ কারখানার ন্যায়সঙ্গত বন্ধক,যার থানা- বর্ধমান, জেলা- বর্ধমান। হাটগোবিন্দপুর, যার পরিমাপ ৯৫ ডেসিমেল, নিজের দখলে থাকা গোডাউন হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ। **পরিবেষ্টিত:** উত্তর- গোবিন্দ বড়াল ও অন্যান্যদের জমি, দক্ষিণ- দত্ত ও অন্যান্যদের জমি,পূর্ব- মোদক ও ঘোষালের জমি, পশ্চিম- ১৫ ফুট চওড়া রাস্তা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- মুন্না রাজা -৮৭০০৯০৬১৯১**	১. ২,৮৫,১২,০০০.০০ টাকা ২. ২৮,৫১,২০০.০০ টাকা ৩. ২৫.০৬.২০২৪	
১০.	**ঋণগ্রহীতার নাম: কেটিএল সিডস ফার্ম প্রাঃ লিঃ** **শাখা- বর্ধমান মেইন (৪১৫৪০)** **সম্পত্তি:** এলআর প্লট নং-১৪১,১৪২, এলআর খতিয়ান নং- ২১২৯, ২১৫৯, ২১৩৭, ২১৩৮,২১৩২,৬০৩/১১০৬, জেএল নং- ১৩৬ গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে থানা- বর্ধমান, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, হাটগোবিন্দপুরে **কেটিএল সিডস ফার্ম প্রাঃ লিঃ এর নামে** বীজ কারখানার ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার পরিমাপ ১১০ ডেসিমেল গোডাউন হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ, নিজস্ব দখলে, ডিড নং আই-২৭০৮, তারিখ- ০২.০৭.২০১৩। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- সামন্তের জমি, দক্ষিণ- রামগোপাল প্রামাণিক, পূর্ব- মৃত্যুঞ্জয় পাঞ্জা, পশ্চিম- রাস্তা দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- মুন্না রাজা-৮৭০০৯০৬১৯১**	১. ৪,০৬,৫২,০০০.০০ টাকা ২. ৪০,৬৫,২০০.০০ টাকা ৩. ২৫.০৬.২০২৪	৫,০২,০৫,২৭৩.০০ টাকা (পাঁচ কোটি দুই লক্ষ পাঁচ হাজার দুইশত তিয়াত্তর টাকা মাত্র)
১১.	**ঋণগ্রহীতার নাম: জনাব কাজীবর রহমান** **শাখা: রামপুরহাট** **সম্পত্তির বিবরণ:** রামপুরহাট মৌজায় অবস্থিত **জনাব কাজীবর রহমানের মালিকানাধীন** জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, উপহারের দলিল নং আই-৮৭২ সাল- ২০০৫,১৪৫২ সাল- ২০১০, ৫৮১৫ সাল-২০১১, জেএল নং ৭৭, এলআর খতিয়ান নং-৬৪২৬, এলআর প্লট নং-৩২০৫, জমির পরিমাপ- ৭.০০ ডেসিমেল (কমবেশি)। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর মালতি মন্ডল, দক্ষিণ- কাজীবর রহমান, পূর্ব- মাগিবর রহমান, পশ্চিম- খালি জমি। **যোগাযোগ ব্যক্তি: কেএসপি সিনহা-৯১২৩০৬৬৯০৪**	১. ৩৮,১১,০০০.০০ টাকা ২. ৩,৮১,১০০.০০ টাকা ৩. ২৫.০৬.২০২৪	১২,৬৮,৮১৩.০০ টাকা (বারো লক্ষ আটষট্টি হাজার আটশত তেরো টাকা মাত্র)
১২.	**ঋণগ্রহীতার নাম : হক এন্টারপ্রাইজ** **শাখা-আঁখোনা** **সম্পত্তি -** মৌজা চাকতা, জেএল নং- ২, খতিয়ান নং- ১২৬১, এলআর প্লট নং- ২৫৯২, এলআর খতিয়ান নং. -২৪০০, আঁখোনা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা কেতুগ্রাম। **আজিজুল হকের নামে** ২ শতক (প্রায়) পরিমাপের জমি ও বিদ্যমান এক তলা বাড়ির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- হাসনা বিবির খোলা জমি, দক্ষিণ- মালিক অন্য প্লটের খোলা জমি, পূর্ব- পঞ্চায়েত রোড, পশ্চিম- মালিক প্লটের খোলা জমি দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- আশিস রঞ্জন : ৮৮৭১৬৬৩৬৬২**	১. ৪,৫৪,০০০.০০ টাকা ২. ৪৫,৪০০.০০ টাকা ৩. ২৫.০৬.২০২৪	১০,০০,৭০৮.০০ টাকা (দশ লক্ষ সাতশত আট টাকা মাত্র)
১৩.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স এভারগ্রীন কৃষি ভান্ডার** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান** **সম্পত্তি:** ০.২৫ একর পরিমাপের জমি এবং বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ১১৯, এলার খতিয়ান নং ২৯৯৯, আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ৮১৯২, মৌজা - সাঁকো, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩ ১৪১ -এ অবস্থিত। এবং এটি **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - উদ্দিন মাস্টারের সম্পত্তি, দক্ষিণ- সেখ বাদাই এর সম্পত্তি, পূর্ব - মালিকদের জমি, পশ্চিম- সেখ কাজল এর সম্পত্তি। **যোগাযোগের ব্যক্তি: শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	১. ৫০,৫৬,০০০.০০ টাকা ২. ৫,০৫,৬০০.০০ টাকা ৩. ২৫.০৬.২০২৪	৫৮,৫৯,২১৮.০০ টাকা (আটান্ন লক্ষ ঊনষাট হাজার দুইশত আঠারো টাকা মাত্র)
১৪.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স দীপ হার্ডওয়্যার** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান** **সম্পত্তি : মৃত মোনোয়ার হোসেন এবং মৃত সেলিমা বেগম -এর নামে** ১.৫ কাঠা পরিমাপের জমি ও ভবন, হুতুদেয়ান পিরতলা, পীরতলা মসজিদের কাছে, মৌজা - রায়ান, জেএল নং ৬৮, এলআর. খতিয়ান নং ৩৬৮৯ ও ৭৩২৪, প্লট নং ২০৭৬/৩৮৪৭, এল.আর. প্লট নং ২০৭৬/৩৮৪৭, রায়ান ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট - বাজেরতাপপুর, থানা - বর্ধমান, জেলা - বর্ধমান (পূর্ব), পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩১০১। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	১. ২৮,৬০,০০০.০০ টাকা ২. ২,৮৬,০০০.০০ টাকা ৩. ২৫.০৬.২০২৪	৪৭,৬২,৫১৫.০০ টাকা (সাতচল্লিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার পাঁচশত পনেরো টাকা মাত্র)
১৫.	**ঋণগ্রহীতার নাম : বর্ধমান কনস্ট্রাকশন** **শাখা- পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি-** এখানে অবস্থিত জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল মৌজা- রায়ান, এলআর খতিয়ান নং- ৬২৯৫, আরএস প্লট নং- ৩৯০/১৬৪১ আরএস খতিয়ান নং- ১৪৭২, জেএল নং- ৬৮, জমির পরিমাপ ০.৫ কাঠা, গ্রাম- বিজয়রাম ক্যানেলপাড়, রায়ান ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট- বাজেপ্রতাপপুর **শ্রী অরুণ রায়ের মালিকানায়। সম্পত্তির সীমানা-** উত্তর- কাদের সেখ-এর বাড়ি, দক্ষিণ- রফিক খানের বাড়ি, পূর্ব- টুম্পা বিবির বাড়ি, পশ্চিম- ৮ ফুট রোড এবং খাল। **যোগাযোগ ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু-৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ৯,৯৪,০০০.০০ টাকা ২. ৯৯,৪০০.০০ টাকা ৩. ২৫.০৬.২০২৪	১৪,৮৭,৬৩৭.০০ টাকা (চোদ্দো লক্ষ সাতাশি হাজার ছয়শত সাঁইত্রিশ টাকা মাত্র)
১৬.	**ঋণগ্রহীতার নাম : বাপি এন্টারপ্রাইজ** **শাখা-মোহনপুর** **সম্পত্তি-** মৌজাও গ্রাম হারবাটি, জেএল নং ০৯, পরগনা উখরা, খতিয়ান নং- ১৪৯ এবং ৩৬, পার্চা হিসাবে খতিয়ান নং- ৩১৭, দাগ নং- ২৮, মারিচা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোঃ- মাসুন্দা, থানা- আমডাঙ্গা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা এ জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ- ২২ ডেসিমেল, **বাপি মণ্ডলের নামে। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর-রঞ্জন মণ্ডলের খালি জমি, দক্ষিণ-৭ফুট চওড়া কংক্রিটের রাস্তা, পূর্ব- রামজান মণ্ডলের বাড়ি,পশ্চিম-শ্রী মতিলাল সূত্রধরের খালি জমি দ্বারা, বাপি মন্ডলের নামে। **যোগাযোগের ব্যক্তি- রীতেশ দাস : ৯০৫১৫৮৭৮৭৯**	১. ১৫,১৬,০০০.০০ টাকা ২. ১,৫১,৬০০.০০ টাকা ৩. ২৫.০৬.২০২৪	১৪,৯৫,৬০৬.০০ টাকা (চোদ্দো লক্ষ পঁচানব্বই হাজার ছয়শত ছয় টাকা মাত্র)
১৭.	**ঋণগ্রহীতার নাম : বাবা লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ** **শাখা- বাঁকুড়া (৬০৮৪০)** **সম্পত্তি -** জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল মৌজা -ডেমুরারি, গোপিনাথপুর, জেএল নং- ২০৫, থানা ও জেলা-বাঁকুড়া, ওয়ার্ড নং- ৫, বাঁকুড়া পৌরসভার অধীনে, আরএস খতিয়ান নং- ১২৩৯, এল.আর. খতিয়ান নং- ৭৪৯৭, আর.এস. প্লট নং- ২৬৪/১৪৯৫, এলআর প্লট নং- ৪৫৫৬ এলাকা ০.০২৮ একর **শ্রী তন্ময় নন্দীর নামে। সীমানা:** উত্তর- শ্রী অরুণ কুন্ডুর বাড়ি, দক্ষিণ- রেলওয়ের স্থান, পূর্ব- শ্রী অশ্বিনী ঠক্কর এর বাড়িও সংযুক্ত প্যাসেজ মিউনিসিপ্যাল রোড, পশ্চিমে- পৌর ড্রেন। **যোগাযোগ ব্যক্তি: শ্রী অরিজিৎ মুখার্জি: ৭৯০৮২৯০৯৫৯**	১. ১৬,৪৬,০০০.০০ টাকা ২. ১,৬৪,৬০০.০০ টাকা ৩. ২৫.০৬.২০২৪	১০,৩২,০৭৯.০০ টাকা (দশ লক্ষ বত্রিশ হাজার ঊনআশি টাকা মাত্র)
১৮.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী অরুণ বোস** **শাখা- বাঁকুড়া (২৬৩৩১)** **সম্পত্তি:** জেএল নং ২১১, আরএস প্লট নং ৪৪৬, এলআর প্লট নং ৪৪৬, এলআর. খতিয়ান নং ১৫৭৭৫, হোল্ডিং নং ২০৮/৬, ওয়ার্ড নং ১০ এ অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, স্কুল ডাঙ্গা, মাঠপাড়া, জেলা - বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২২ ১০১। **সীমানা:** উত্তর - ৬ ফুট প্রশস্ত পিসিসি রোড, দক্ষিণ - শিব নারায়ণ বোসের বাড়ি, পূর্ব- বিপ্রদাস মিদ্যের বাড়ি, পশ্চিম- শিব নারায়ণ বোসের বাড়ি। **যোগাযোগের ব্যক্তি: গীতাঞ্জলি কোনার - ৮১৭০৯ ০৩৮০০**	১. ৪৭,৮৩,০০০.০০ টাকা ২. ৪,৭৮,৩০০.০০ টাকা ৩. ২৫.০৬.২০২৪	৮,৫৮,৮১৬.০০ টাকা (আট লক্ষ আটান্ন হাজার আটশত যোলো টাকা মাত্র)
১৯.	**ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী অনিমেষ মুখার্জি,** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান** **সম্পত্তি:** জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল কাস্ট-কুরম্বা -তে, কাস্ট-কুরম্বা বাস স্ট্যান্ডের কাছে অবস্থিত, মৌজা - শিয়ালদহ, জেএল নং ১২৬-এ অবস্থিত, এল.আর. খতিয়ান নং ২৭১, প্লট নং ৩৩৫ বান্দুল ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে, পোস্ট অফিস - কাস্টো-কুরম্বা, থানা- বর্ধমান, জেলা - বর্ধমান (পূর্ব), পশ্চিম বর্ধমান, পিন- ৭১৩১২৬। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - মোঃ- ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	১. ৪১,৩৬,০০০.০০ টাকা ২. ৪,১৩,৬০০.০০ টাকা ৩. ২৫.০৬.২০২৪	২৬,৬২,৩৫৮.০০ টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার তিনশত আটান্ন টাকা মাত্র)
২০.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স আনন্দ ট্রেডারস** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান** **সম্পত্তি:** (আধা শহুরে) কাঞ্চননগর মৌজায় অবস্থিত জমি সম্পত্তি, জেএল নং ২৬, আরএস খতিয়ান নং ৯৪, ২১৩, ৪৪৬, ৬০৭, ১০১৮, ১৬০২, এলআর. খতিয়ান নং ২৭৬৪, আর.এস. প্লট নং ২৩০৬/পি, এলআর. প্লট নং ৪৫৭৮, হোল্ডিং নং ১১৪/১, মন্তেশ্বরতলা, কাঞ্চননগর, বর্ধমান পৌরসভা, ওয়ার্ড নং ২৪, পোস্ট. - কাঞ্চননগর, থানা - বর্ধমান, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। **শ্রী শুভজিৎ পুতনন্দীর মালিকানাধীন সম্পত্তি, সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- ১২ ফুট, পৌরসভা রোড, দক্ষিণ - ত্রিদেব মন্ডলের জমি, পূর্ব - ত্রিদেব মন্ডল, পশ্চিম- কমল দাসের জমি; বন্ধকদাতা- শ্রী শুভজিৎ পুতনন্দী। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - মোঃ- ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	১. ৪৪,৩০,৭০০.০০ টাকা ২. ৪,৪৩,০৭০.০০ টাকা ৩. ২৫.০৬.২০২৪	৫৯,৮৭,২৫১.০০ টাকা (ঊনষাট লক্ষ সাতাশি হাজার দুইশত একান্ন টাকা মাত্র)
২১.	**ঋণগ্রহীতার নাম: সুপার ইলেক্ট্রনিক্স, স্বত্বাধিকারী- পার্থ দাস** **শাখা: বর্ধমান(১২৬২১) শাখা** **সম্পত্তি :** তথায় থাকা কাঠামো সহ জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা-ইছাবাদ এ অবস্থিত, জেএল নং ৭৫, আরএস খতিয়ান নং ৪৮০, এলআর খতিয়ান নং-৬২৫৪, আরএস প্লট নং-৮৮৮, এলআর প্লট নং- ২৪৯০, ওয়ার্ড নং ১১, হোল্ডিং নং-৩৩২/৩ ওয়ার্ড নং ১১, মহল্লা-খুদিরামপল্লী, পোস্ট-শ্রীপল্লী, বর্ধমান পৌরসভার মধ্যে, থানা ও জেলা- বর্ধমান, **শ্রী পার্থ দাসের নামে** পরিমাপ ২.৫ কাঠা (প্রায়)। **পরিবেষ্টিত:** উত্তর- ১০' প্রশস্ত পিসিসি রোড, দক্ষিণ- শ্রী অনুপ চৌধুরীর বাড়ি, পূর্ব- ১২' প্রশস্ত পিসিসি রোড, পশ্চিম- শ্রী সমীর দে এর বাড়ি দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- প্রসেনজিৎ সরকার-৭০৬৩৫৮৯৯৩০**	১. ৩৭,০৪,০০০.০০ টাকা ২. ৩,৭০,৪০০.০০ টাকা ৩. ২৫.০৬.২০২৪	১০,৯২,২৩৭.০০ টাকা (দশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার দুইশত সাঁইত্রিশ টাকা মাত্র)
২২.	**ঋণগ্রহীতার নাম: আবসার সেখ** **শাখা: নলহাটি** **সম্পত্তির -** সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে মৌজা- নলহাটিতে অবস্থিত জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার জেএল নং- ৫৩, খ. নং- ৯২৬৭ এবং ২২৫৭, এলআর খ. নং-৯২৬৬, এলআর প্লট নং-৪১৩০, হোল্ডিং নং-৩৭৩, ওয়ার্ড নং-১১, মহল্লা- নলহাটি মোল্লাপাড়া, নলহাটি পৌরসভার অধীনে, থানা-নলহাটি জেলা- বীরভূম, জমির পরিমাপ: ২ শতক। **এটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- আব্দুল কারিমোল্লা, দক্ষিণ- নাসিরুদ্দিন সেখ, পূর্ব- রাজেশ সেখ, পশ্চিম- আজিজুল মোল্লা। **যোগাযোগ ব্যক্তি: দেবার্ঘ্য সান্যাল-৯১৬৩৬০৬০৪৯**	১. ১১,২৬,০০০.০০ টাকা ২. ১,১২,৬০০.০০ টাকা ৩. ২৫.০৬.২০২৪	৬,২২,৫০০.০০ টাকা (ছয় লক্ষ বাইশ হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)

আগ্রহী পক্ষের দ্বারা **সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়** হবে **২৫.০৬.২০২৪** কাজের সময় পর্যন্ত এই ই-নিলাম সম্পর্কিত আরও সমস্ত বিবরণের জন্য আগ্রহী ক্রেতাকে সাইটে আপলোড করা নিয়ম ও শর্তাবলী দেখতে হবে। এনপিএ অ্যাকাউন্টের উপরে উল্লিখিত যেকোনও সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত কোন দায়বদ্ধতা জানা নেই এবং এ বিষয়ে যোগাযোগকারী ব্যক্তিরা হলেন ই-নিলামে রাখা সিকিউরিটিজের সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক।

বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, অর্থাৎ **www.unionbankofindia.com** এবং আইবিএপিআই পোর্টাল ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** -এ যান। দরদাতাদের নিবন্ধন এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইট **www.mstcecommerce.com** -এ যান।

নীচে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন ই নিলামের মাধ্যমে ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে অর্থাৎ, **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome** হেল্পলাইন নম্বর ১৮০০১০২২৫০২৬ এবং ০১১-৪১১০৬১৩১ -তে প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন আইবিএপিআই পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।

এটিও একটি সংবিধিবদ্ধ ত্রিশ (৩০) দিনের ও বিক্রয় নোটিশ যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৮(৬) এবং ৯(১) এর অধীনে উপরে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে উল্লিখিত ঋণের ঋণগ্রহীতা/গণ এবং গ্যারান্টার/গণকে।

তারিখ: ১০.০৬.২০২৪
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার, আঞ্চলিক দপ্তর
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

রানিগঞ্জের সোনার দোকানে ডাকাতির তদন্তে সিআইডি ও ফরেনসিক দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: এবার ডাকাতির ঘটনার দ্বিতীয় দিন ঘটনার সরজমিনে তদন্ত করতে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছল সিআইডি ও ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিআইডির চার সদস্যের একটি দল ও ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের তিন সদস্যের একটি দল এসে উপস্থিত হয় রানিগঞ্জের সেই ডাকাতি হয়ে যাওয়া সোনার দোকানে। তারা সকল নমুনা সংগ্রহ করে সামগ্রিক বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে চালাচ্ছেন জোর তদন্ত। এই ঘটনায় এবার রানিগঞ্জ থানা এলাকার বিভিন্ন অংশে খোঁজখবর সংগ্রহ করতে হাজির হয়েছে সিআইডি ও দুর্গাপুরের ফরেনসিক বিভাগের বিশেষ দল। তারা এদিন ওই গয়নার দোকানে পরিদর্শন করার সঙ্গেই রানিগঞ্জের কিছু অংশে নানান তথ্য সংগ্রহে জুটেছে বলে জানা গিয়েছে।

ডাকাতির ঘটনায় ইতিমধ্যেই বেশ কিছু সাফল্য মিলেছে বলে দাবি, আর সেই সফলতার বিষয় এবার উঠে এসেছে সকলের সামনে। অবশেষে দেখা গিয়েছে ডাকাতির সময় ছিনিয়ে নেওয়া বেশ কিছু হিরে, জহরত বসানো সোনার গয়না উদ্ধার হয়েছে। ডাকাত দলের ছিনিয়ে নেওয়া এক হন্ডা সিটি কার থেকে। আর তার সঙ্গেই উদ্ধার হয়েছে রানিগঞ্জে একটি বাইক ও আসানসোল এলাকায় একটি বাইক। একই সঙ্গে উদ্ধার হয়েছে দুষ্কৃতীদের সঙ্গে থাকা ৪২ রাউন্ড তাজা কার্তুজ আর সেই সঙ্গেই পুলিশের কাছে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে দুষ্কৃতী দলের দু'টি কাপড়জামা বোঝাই ব্যাগ।

এই ঘটনায় রবিবার বিকেলে গিরিডির সরিয়ার জঙ্গল থেকে পালাতে যাওয়ার সময় গাড়িতে থাকা ঝাড়খণ্ডের গিরিডি জেলার গোপালগঞ্জের বাসিন্দা সুরজ সিংকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরবর্তীতে বিহারের সিওয়ানে আটক করা হয় কুখ্যাত দুষ্কৃতী সনু সিংকে। জানা গিয়েছে, এই দুই দুষ্কৃতী এর আগেও বিভিন্ন অংশে দুষ্কৃতীমূলক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল। চুরি-ডাকাতি ছিনতাই এমনকি হত্যার অভিযোগ রয়েছে এদের বিরুদ্ধে। এবার সেই কুখ্যাত ডাকাত দল সুপরিকল্পিত ভাবে রানিগঞ্জে শহরের প্রাণ কেন্দ্রে দিনেদুপুরে এরূপ ডাকাতির ঘটনা ঘটিয়ে কয়েক কোটি টাকার গয়না সঙ্গে নিয়ে চম্পট দেওয়ার ঘটনায় পুলিশ প্রশাসন সক্রিয় হয়ে মোকাবেলা করায় তা রুখে দেওয়া সম্ভব হল বলেই মনে করছে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট।

এলাকার জল সমস্যার সমাধানে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের অফিসে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: মঙ্গলবার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের বিভিন্ন ইসিএলের খনি এলাকায় গ্রীষ্মকালীন জল সমস্যা দীর্ঘদিনের। তাই এই জল সমস্যার সমাধানের জন্য ইসিএল আধিকারিকদের সঙ্গে পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের সকল পঞ্চায়েত প্রধানদের নিয়ে এক প্রশ্ন আলোচনা সারলেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এই আলোচনা সভাটি ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়।

এলাকার জল সমস্যার সমাধানের প্রসঙ্গে বিডিও বৃষ্টি হাজরা জানান, গ্রীষ্মকালে পাণ্ডবেশ্বর প্রত্যেকটি এলাকায় জলের ট্যাঙ্কারে করে মানুষের বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে এবং আগামী দিনে প্রায় প্রত্যেকটা মানুষের বাড়ি বাড়ি কল পৌঁছে যাবে এবং জলের সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে এলাকার মানুষ। ইসিএলের খনি সম্প্রসারণের ফলে জলস্তর অনেকটাই নীচে নেমে যায়। তাই কিছুটা জল সমস্যা তৈরি হলেও প্রশাসন এর মোকাবিলা করতে তৎপর।

উক্ত আলোচনা সভায় বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পাণ্ডবেশ্বরের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বৃষ্টি হাজরা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রমা রুইদাস, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তথা পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল ব্লক সভাপতি কিরিটি মুখোপাধ্যায় সহ পঞ্চায়েত সমিতির সকল সদস্য ও সকল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানরা।

সরকারি ত্রাণের চালে পিকনিকের অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সরকারি ত্রাণের চাল নিয়ে পিকনিক করার অভিযোগ উঠল বিজেপি কর্মী ও স্থানীয় নেতাদের বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনা হাতেনাতে ধরে ফেলার দাবি তৃণমূলের। আর তার প্রতিবাদ করে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান তৃণমূলের নেতা ও কর্মীরা। এই নিয়ে উত্তেজিত অবস্থায় তীব্র চিৎকার চেঁচামেচি করতে করতে রান্না করা ভাতে গোবরও ফেলে দেন তৃণমূলের ক্ষুব্ধ লোকজন। ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ মহকুমার খানাকুলে।

রান্না করার সময়ে হাজির হওয়া বিজেপির লোকজনকে তাড়া করেন তৃণমূলের লোকজন। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় হাজির হন খানাকুল থানার ওসি সহ একাধিক পুলিশ কর্মী। আসে র‍্যাফও। বিজেপির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলে তৃণমূলের লোকজন বিক্ষোভ দেখান। যদিও তৃণমূলের আনা এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় খানাকুল ২ নং বিডিও অফিস সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনেন।

তৃণমূলের অভিযোগ, খানাকুল ২ পঞ্চায়েত সমিতিতে ক্ষমতা দখলের পর থেকেই দুর্নীতি করছে বিজেপি। খানাকুল বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের নেতৃত্বে চলছে এই দুর্নীতি। বিজেপির দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে খানাকুল ২ ব্লকে ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য বিডিওর কাছে সময় ও তারিখ নিতে এসেছিলেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি রমেন প্রামাণিক, তৃণমূলের দাপুটে নেতা নুরনিবি মণ্ডল সহ একাধিক কর্মী ও সমর্থক। আর আসার সময় তৃণমূল কর্মীদের চোখ পড়ে ব্লক চত্বরেই পিকনিক করা হচ্ছে সরকারি ত্রাণের চালের বস্তা নিয়ে। বিষয়টি সামনে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা।

বিজেপির নেতা কর্মীরাই এই পিকনিক করছেন দাবি তুলে পিকনিক বন্ধ করে দেওয়া হয়। রান্না করা ভাতে গোবর ফেলে দেওয়া হয়। কী ভাবে সরকারি চাল বিজেপির পিকনিক করার জন্য দেওয়া হল তা নিয়ে সরব হতে দেখা যায় তৃণমূল নেতাদের। পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন খানাকুল ২ ব্লকের বিডিও প্রতিনিধি, পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। খানাকুল থানার ওসি রাসেল পারভেজ খান নিজে আসেন ঘটনাস্থলে। পরিস্থিতি শান্ত করেন সরকারি এই সমস্ত আধিকারিকগণ।

যে জায়গায় পিকনিক করা হচ্ছিল সেই জায়গার মালিক অজয় কুমার পাইন দাবি তুলেছেন খানাকুল বিধায়কের নাম করে তাঁর অনুমতি না নিয়েই পিকনিক করা হচ্ছিল তারই জায়গায়। নিষেধ করা হলেও তাঁরা কোন ওকথাই শোনেননি। জোর করেই পিকনিক করেন তারা।

যদিও ওই পিকনিক বিজেপির নয় বলে পালটা দাবি তুলেছে বিজেপি। ঘটনা প্রসঙ্গে খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, 'মোদি সরকার রেশনে ৫ কেজি করে চাল দিচ্ছে। সেই চাল নিয়ে যদি কেউ বা কারা পিকনিক করে তা হলে তা দেখার দ্বায়িত্ব বিজেপির নয়। যে কেউ পিকনিক করতে পারে।সেখানে বিধায়ক গিয়ে তাদের বারণ করবে কেন?এটা কি বিধায়কের কাজ নাকি। তৃণমূলও তো পিকনিক করে। তা হলে তাদের কেউ কি বারণ করে? আর করবেই বা কেন। এটা তাদের অধিকার। আসলে তৃণমূলের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। বিজেপি কোনও ভাবেই এর দায় নেবে না। নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।'

এই বিষয়ে খানাকুল ২ বিডিও মধুমিতা ঘোষ বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি, মুখ খোলা সরকারি চালের বস্তা উদ্ধার করা হয়েছে। ঠিক কী হয়েছে তা খতিয়ে দেখছি। আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেব। আর সরকারি চাল কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আমাদের আধিকারিকরা গিয়েছিলেন।'

ডিয়ার ফরেস্টের ৯৩টি হরিণ দত্তক এনটিপিসির

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার আদিনা ডিয়ার ফরেস্টের ৯৩টি হরিণের দত্তক নিল দেশের সর্ববৃহৎ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এনটিপিসি (ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার সেন্টার)। ইতিমধ্যে আদিনা ডিয়ার ফরেস্টের হরিণগুলির বিভিন্ন পরিষেবা দেওয়ার কাজ শুরু করে দিয়েছে এনটিপিসি কর্তৃপক্ষ। বুধবার একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এনটিপিসির কমার্শিয়াল জেনারেল ম্যানেজার সতীশ এস. বছরে প্রায় ১০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে আদিনা ডিয়ার ফরেস্টের ৯৩টি হরিণ দত্তক নেওয়ার কথা জানিয়েছেন।

মালদার বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে ৯৩টি হরিণ দত্তক নিয়েছে এনটিপিসি কর্তৃপক্ষ। প্রতিবছর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রায় ১০ লক্ষ টাকা করে হরিণের লালন-পালনের জন্য বরাদ্দ করেছে। এছাড়াও আদিনা ডিয়ার ফরেস্টের হরিণগুলির চিকিৎসা পরিষেবা, প্রজনন মাত্রা বাড়ানোর ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে এনটিপিসি কর্তৃপক্ষ। বন দপ্তরের সহযোগিতায় দত্তক নেওয়া ৯৩টি হরিণের যে কোনও ধরনের মেডিসিন সংক্রান্ত পরিষেবা দেবেন সংশ্লিষ্ট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কর্মকর্তারা।

এনটিপিসির কমার্শিয়াল জানিয়েছেন, মালদার আদিনা ডিয়ার ফরেস্টের ৯৩টি হরিণ দত্তক নেওয়া হয়েছে। আপাতত এই দত্তকের সময়সীমা এক বছর রাখা হয়েছে। পরবর্তীতে ভাবনা চিন্তা করে আদিনা ডিয়ার পোস্টের হরিণের দত্তকের সময়সীমাও বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। মালদার বিভাগীয় বনাধিকারিক জিজু জেসফার এস. এনটিপিসি থেকে ৯৩টি হরিণ দত্তক নেওয়া হয়েছিল। বছরের প্রায় ১০ লক্ষ টাকা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দেবে। তবে বেশিরভাগ কাজটাই বন দপ্তর করে থাকে।

এছাড়াও চিড়িয়াখানা অথবা সরকারি ফরেস্টে থাকা বাঘ সিংহ দত্তক নেওয়া সম্ভব তার জন্য প্রতিবছর এক লক্ষ টাকা করে খরচ পড়বে। পাশাপাশি আদিনা ডিয়ার ফরেস্টের নতুন করে সংস্কার করা হয়েছে এই ডিয়ার ফরেস্টের ঝিলেও বোটিংয়ের উদ্যোগ নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। পাশাপাশি মালদা আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে হরিণের প্রজনন বাড়ানোর ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এতে করে পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়ানো সম্ভব হবে।

লরির পিছনের চাকায় পিষে মৃত সাইকেল আরোহী মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যান্ডেল: মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা হুগলির ব্যান্ডেলে। মঙ্গলবার সকালে এক সাইকেল আরোহী তরুণীকে পিষে দিল লরি। বছর ২০ বয়সি ওই তরুণীর বাড়ি ব্যান্ডেল লোকপাড়া। মঙ্গলবার সকাল ৮.৩০ নাগাদ এই মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনায় ঘাতক লরি ও তার চালককে আটক করেছে পুলিশ।

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ একটি ব্যান্ডেল গুডস ইয়ার্ড থেকে সিমেন্টবোঝাই করে একটি লরি ব্যান্ডেল মোড় হয়ে সাহাগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় এক তরুণী সাইকেল নিয়ে লিচু বাগানের দিকে যাচ্ছিল। লরির গায়ে লেগে পরে যেতেই তাকে পিষে দেয় লরিটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সাইকেল আরোহীর। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে চুঁচুড়া ইমামবারা হাসপাতালে পাঠায়। স্থানীয় যুবকরা ধাওয়া করে ঘাতক লরি ও তাঁর চালককে আটক করেন। ঘটনার জেরে সাময়িক যানজট তৈরি হয় জিটি রোডে।

স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, সাইকেল আরোহী যাচ্ছিলেন সেই সময়ে তাঁর পাশ দিয়ে একটি লরি দ্রুত গতিতে বেরিয়ে আসে। ঠিক তখন লরির গায়ে সাইকেলের ধাক্কা লেগে সাইকেলটির লরির তলায় চলে আসে। সেই সময় লরির পিছন চাকায় পিষ্ট হয় ওই সাইকেল আরোহী মহিলা।

জামাইষষ্ঠীর বাজারে মালদায় বাংলাদেশের ইলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: অবশেষে জামাইষষ্ঠীর বাজারে মালদায় এল বাংলাদেশের ইলিশ। যদিও সেই সুস্বাদু মাছের দাম আকাশ ছোঁয়া। প্রতি এক কেজি ওজনের মাছ বিক্রি হচ্ছে দু' হাজারের বেশি টাকায়। এছাড়াও গঙ্গা নদীর ইলিশের দামও প্রায় একই। জামাইষষ্ঠীর বাজারে চড়া মাছের দামে জেরবার হয়েই ওড়িশা এবং কোলাঘাটের ইলিশ কিনেই কিছুটা হলেও চাহিদা মেটাচ্ছেন অধিকাংশ ক্রেতারা। এছাড়াও মালদার বাজারে ১৫ এবং ২০ কিলো ওজনের গঙ্গার কাতলা মাছ বিক্রি হচ্ছে। আর যা কিনতে মঙ্গলবার সকাল থেকেই মালদা শহরের সর্ববৃহৎ মাছ বাজার হিসেবে পরিচিত নেতাজি পুর মার্কেটে উপচে পড়ে সাধারণ মানুষের ভিড়। যদিও ক্রেতাদের বক্তব্য, বাংলাদেশের ইলিশ খেয়ে দেখার সুযোগ হলেও, দামে পকেট পুড়ছে। ফলে অন্য কোনও এলাকার ইলিশ কিনে চাহিদা মেটাতে হচ্ছে।

নেতাজি পুরো মার্কেট এলাকার মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির কর্মকর্তা বাবলু দাস জানান,ইলিশের যে চাহিদা রয়েছে, সেই অনুপাতে আমদানি অনেক কমে গিয়েছে। ফলে দাম আকাশ ছোঁয়া। তাই বেশি মাত্রায় ইলিশ ঝুঁকি নিয়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। কলকাতা হয়ে বাংলাদেশের ইলিশ মালদার বাজারে এসেছে। এক কিলো ওজনের ইলিশ ২০০০ থেকে ২২০০ টাকা কিলো দরে বিক্রি হচ্ছে। আবার গঙ্গা নদীর ইলিশ এক কিলো সাইজের ১৫০০ থেকে ১৮০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। প্রতি ৫০০ গ্রাম ওজনের মধ্যে ইলিশের দাম ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা। ইলিশের দাম বেড়ে যাওয়াতেই অধিকাংশ ক্রেতারা ওড়িশা, দিঘা, কোলাঘাটের ইলিশ কিনেই চাহিদা মেটাচ্ছেন। সেই সব ইলিশের দাম ৫০০ গ্রাম ওজনের ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা। প্রতি এক কিলো ওজনের ইলিশ ৮০০ থেকে ৯৫০ টাকার মধ্যে বিক্রি হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ অথবা গঙ্গা নদীর ইলিশ বাজারে নিয়ে আসলেও অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসা করতে হচ্ছে।

মাছ ব্যবসায়ী কয়েকজন বিক্রেতারা বলেন, বুধবার জামাইষষ্ঠী । তার আগেই মালদার বাজারে গঙ্গা নদীর ১৫ থেকে ২০ কিলো ওজনের কাতল মাছ ঢুকতে শুরু করেছে। ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা কিলো দরে এই মাছ বিক্রি করা হচ্ছে। ক্রেতাদের চাহিদা রয়েছে। মাছ ব্যবসায়ীরাও ভালো লাভের আশা করছেন।

মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক জানিয়েছেন, এবছর মালদায় ইলিশের আমদানি হলেও চাহিদা অনুপাতে কম। দামও খানিকটা বেড়েছে । আমরা চাই ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের লাভ হোক। কিন্তু উৎপাদন কমে যাওয়াতেই ইলিশের আমদানি কমেছে। প্রশাসনকেও ইলিশের আমদানি বাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS
NIeT No.: WBMAD/BASIR/ E-01 of 2024-25 (1st Call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for 2 No. different works Under Basirhat Municipality.e-Tender Start Date: 12.06.2024 at 9.00 am. Closing Date: 26.06.2024 upto 4.00 pm.
For more information, visit: www.wbtenders.gov.in and www.basirhatmunicipality.in
Sd/-
Chairperson
Basirhat Municipality

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS
NIeT No.: WBMAD/BASIR/ E-12 OF 2023-24 (2nd Call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for 3 No. different works Under Basirhat Municipality. e-Tender Start Date: 12.06.2024 at 9.00 am. Closing Date: 26.06.2024 upto 4.00 pm.
For more information, visit: www.wbtenders.gov.in and www.basirhatmunicipality.in
Sd/-
Chairperson
Basirhat Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 08 to 19/24-25 Dated. 06-06-2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at North 24 Parganas, Hooghly, Paschim Mednipur, Bankura, Burdwan and Coochbehar District. Tender document may be downloaded from. http://wbtenders.gov.in Bid submission start date- **07-06-2024 after 9.00 AM.** Bid submission end date- **15-06-2024 & 21-06-2024 upto 3:00 PM.**
Date: 06.06.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

Khanakul-II Panchayat Samity
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly
NOTICE INVITING TENDER
The EO Kh-II PS, **NIeT No.- 28/ E.O. Kh-II / 2024-25, Date: 11.06.2024. Tender ID: 2024_ ZPHD_682796_1 to 2** for Bridge & Culvert. Last date of bids ends on **27.06.2024 up to 11:00 AM.** For detail visit www.wbtenders.gov.in
Sd/-
EXecutive Officer
Khanakul-II Panchayat Samity

Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat
Belanagar, Abhoynagar, Nischinda, Howrah - 711205
Notice Inviting e-Tender
E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 3 nos. different development work(s) under **15th FC Tied** Fund vide **e-Tender No. - WB/HOW/BJPS/DAII GP/NIT-01/2024-25, Dated : 10.06.2024.** Bid submission end date: **17/06/2024 at 6.00 PM.** Technical Bid opening date: **20/06/2024 at 01.00 PM.** Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat

Basudevpur Gram Panchayat
Basudevpur, Shankarpur, Daspur, Paschim Medinipur, 721211
NOTICE INVITING E-TENDAR 1St Call
WBPMID/BASU/GP/NIT-04/24-25 , Memo No-204,Date-10.06.2024, WBPMID/BASU/GP/NIT-05/24-25, Memo No-205,Date-10.06.2024, & WBPMID/BASU/GP/NIT-06/24-25, Memo No-206,Date-10.06.2024
Tendar Throught inviting by the under singned from the bonafide and experienced contractor, Registred engineers co-opp socities & lobaur co-opp socities having credential of similar type of workat Basudevpur Gram Panchayat Under Daspur-I Panchayat Samiti.Bid Submission Start Date **11/06/2024**, Bid Submission end Date **18/06/2024** and Bid Opening Date **21/06/2024.** For Details Plese Visit website http://wbtenders.gov.in
Sd/-
Pradhan
Basudevpur Gram Panchayat

Howrah Municipal Corporation
Borough-I
28, Shree Aurobinda Road-711106
Ph: 033-2655-7187
TENDER NOTICE
E-TENDER NO.: TN/001/AE/B-I/ 24-25, Date: 10.06.2024
For details Please refer to Borough-I, Notice Board. And Wbsite (www.hmc.gov.in) & wbtenders.gov.in. Last Date of Application : **26.06.2024.**
Sd/-
Assistant Engineer
Borough-I, H.M.C.

PANSKURA MUNICIPALITY
P.O.: -Panskura, Dist.:- Purba Medinipur
e-Tender Notice
Niet No.:-WBMAD/Panskura/NIT-02e/2024-25. Sl. No. 1 & 2
E-Tender is invited for competent and experienced contractor/agency for different types of CIVIL work under Panskura Municipality, district of Purba Medinipur. A detailed NIT along with a complete document can be downloaded from the website https://wbtenders.gov.in from **12.06.2024 at 05.00 pm** and the last date of submission of e-Tender is also given on the website .
Sd/-
Chairperson
Board of Administrators
Panskura Municipality

OFFICE OF THE PRINCIPAL
TAMRALIPTO GOVT. MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL
TAMLUK, PURBA MIDNAPUR
TENDER NOTICE (3rd call)
Memo no. TGMCH/1179/2024 dt. 10.06.2024
e-NIQ is invited by the principal from the reputed Agencies for procurement of Phaco Emulsification machine. Details can be downloaded from www.wbhealth.gov.in & www.wbtendre.gov.in , Last date of Bidding is 26/06/2024
Sd/-
Principal

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-এলএইচএস-এমএওয়াইপি-এএমবিজি-২৪-২৫, তারিখঃ ১০.০৬.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নংঃ এসডিএসটিই-এলএইচএস-এমএওয়াইপি-এএমবিজি-২৪-২৫-এর পরিপ্রেক্ষিতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। বিডদাতারা কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের অরিজিনাল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোন ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। **কাজের নামঃ** শিডিউল-এ-হাওড়া ডিভিসনের শেওড়াফুলি-গোঘাট শাখায় কিমি ৫৩/১১-১২-তে মায়াপুর এবং আরামবাগ প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের মধ্যে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নং. ২৬ নির্মাণ। শিডিউল-বি-হাওড়া ডিভিসনের শেওড়াফুলি-গোঘাট শাখায় মায়াপুর এবং আরামবাগ প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের মধ্যে কিমি ৫৮/১৪-১৬-তে এল.সি. গেট নং. ২৮সি এবং ২৯সি-এর পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ। শিডিউল-সি-হাওড়া ডিভিসনের শেওড়াফুলি-গোঘাট শাখায় মায়াপুর এবং আরামবাগ প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের মধ্যে কিমি ৬৭/৩-৪-তে এল.সি. গেট নং. ৩২সি-এর পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ। **বিডিং সিস্টেমঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ১,৪৫,০১,২৯৭.৮৬ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ২,২২,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১৮ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার আপলোডিংয়ের তারিখ ও সময়ঃ** ১০.০৬.২০২৪ তারিখ সন্ধ্যা ৫.৪৮ মিনিট। **বিডিং শুরুর তারিখঃ** ২১.০৬.২০২৪। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৫.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে। বিস্তারিত বিবরণ www.ireps.gov.in-তে পাওয়া যাবে।
HWH-105/2024-25
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/15/24-25 Dated 10.06.2024	Eucalyptus Pile Work (ave. 3m exposed on ground) for the Beautification work beside Jhill No. -1, at Rabindranagar, ward no - 30 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.16,67,252.00
WBMAD/ULB/ RSM/16/24-25 Dated 10.06.2024	Construction of Bituminous Road at Balia Purnima Bhaban to Tentulberia Shib Mandir & Natunpara mainroad in Ward No - 06. under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.16,82,230.00

Bid Submission end date: **27.06.2024 at 11-00 hrs.** For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/13/24-25 Dated 10.06.2024	Eucalyptus Pile Work (ave. 3m exposed on ground) for the Beautification work beside Anwarshah Pond at Ward no - 29 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 3,11,524.00
WBMAD/ULB/ RSM/14/24-25 Dated 10.06.2024	Construction of Proposed concrete slab over existing surface drain from Garia station road to Pulin Mondal house beside Harimati School under Ward No.29 of Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,85,022.00

Bid Submission end date: **22.06.2024 at 11-00 hrs.** For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/4/24-25 Dated 10.06.2024	Construction of Surface Drain At Pagal Pal Bye Lane & Adi Biswas Bye Lane In Ward No-05 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 5,47,242.00
WBMAD/ULB/ RSM/6/24-25 Dated 10.06.2024	Construction of Concrete Road from (A) H/O Swapan Jana to Ashirbad House & (B) H/O Samir Kr. Saha to H/O Dhiman Roy at Vivekanandapally in Ward No.- 11 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 5,28,070.00

Bid Submission end date: **22.06.2024 at 11-00 hrs.** For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

OFFICE OF THE MSVP
TAMRALIPTO GOVT. MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL
TAMLUK, PURBA MIDNAPUR
TENDER NOTICE
Memo No. MSVP/TGMCH/1800/2024 dt 10.06.2024
e-NIQ is invited by the MSVP from the reputed Agencies for outsourcing of Cleaning/House - keeping services. Details can be downloaded from www.wbhealth.gov.in & www.wbtender.gov.in , Last date of Bidding is 26/06/2024
Sd/-
MSVP

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/5/24-25 Dated 10.06.2024	Construction of Cover drain & Chatpuja Ghat at Natun Diyara in ward no-03 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 3,11,829.00.
WBMAD/ULB/ RSM/7/24-25 Dated 10.06.2024	Upgradation of Bituminous Road From Hindusthan Fire Brigade To Khoda Box Road At Ward No. 30 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,69,761.00
WBMAD/ULB/ RSM/8/24-25 Dated 10.06.2024	Construction of proposed U/G Pipe Line [Dia = 450mm(NP2)] (Length 30.00m) from Pokora Shop to opposite Balaji Twins at Ward No.-30 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 2,24,516.00
WBMAD/ULB/ RSM/9/24-25 Dated 10.06.2024	Ballah pilling work at Chakraborty Para at ward no 18, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 2,87,798.00
WBMAD/ULB/ RSM/10/ 24-25 Dated 10.06.2024	Construction of pavement road with supporting wall at Piyari Kabiraj lane at ward no 18, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 2,58,691.00

Bid Submission end date: **22.06.2024 at 11-00 hrs.** For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

বিশ্বকাপের মঞ্চে ফিরল ‘চহাল টিভি’, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অপ্রস্তুত ছিলেন, যুজিকে জানালেন অক্ষর

নিজস্ব প্রতিনিধি: পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চার নম্বরে ব্যাট করতে পাঠানো হয়েছিল অক্ষর পটেলকে। বাবর আজমদের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচে কী পরিকল্পনা ছিল দলের? তাঁর নিজেরই বা কি ভাবনা ছিল? ৪৮ ঘণ্টা পর মুখ খুললেন অক্ষর নিজেই।

সাধারণত ব্যাটিং অর্ডারের সাত বা আট নম্বরে নামেন বাঁ হাতি অলরাউন্ডার। অথচ ঋষভ পন্থের মতো বাঁ হাতি ব্যাটার ক্রিজে থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চার নম্বরে অক্ষরকে পাঠান রাহুল দ্রাবিড়েরা। ১৮ বলে ২০ রান করেছিলেন তিনি। অক্ষর জানিয়েছেন, পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তাই খুব বেশি সময় পাননি ভাবার।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মঞ্চে অনেক দিন পর আবার ফিরেছে যুজবেন্দ্র চহালের ‘চহাল টিভি’। চহাল সাক্ষাৎকার নিয়েছেন অক্ষরের। সেখানে অক্ষর বলেছেন, ‘‘আগে থেকে কিছু ঠিক ছিল না। আমাকে যখন চার নম্বরে নামতে বলা হয়েছিল, তখন আর পরিকল্পনা করার মতো সময় ছিল না। চাপও হয়নি। কারণ পন্থ তখন ব্যাট করছিল। মাঠে নামার পর ক্রিকেট নিয়ে কোনও কথা হয়নি আমাদের। পন্থ আমার সঙ্গে একটু মজা করল। যাতে আমি অপরিচিত পরিস্থিতির সঙ্গে সহজে মানিয়ে নিতে পারি। পরে ওর পরামর্শ আমাকে সাহায্য করেছিল।’’

২২ গজে অক্ষরকে সঙ্গী হিসাবে পেয়ে সমস্যা হয়নি পন্থেরও। তিনি বলেছেন, ‘‘সব সময় ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামি। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে একটু চাপ থাকেই। অক্ষর নামাতেও চাপ হয়নি। আইপিএলের কিছু ম্যাচেও কিন্তু তিন বা চার নম্বরে ব্যাট করেছে। এই জায়গাটা ওর অপরিচিত নয়। আমাদের বোঝাপড়াও ভাল। দু’জনে সাবলীল ভাবে খেলতে পেরেছি। আমরা পরিস্থিতি নিয়ে বেশি ভাবিনি। বল বুঝে খেলার এবং রান তোলার চেষ্টা করেছিলাম।’’

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বল হাতেও সফল হয়েছিলেন অক্ষর। বিশেষ করে পাকিস্তানের ইনিংসের ১৬তম ওভারে তাঁর চারটি বলে কোনও রান নিতে পারেননি পাকিস্তানের ইমাদ ওয়াসিম। অক্ষর বলেছেন, ‘‘যে জায়গায় বল পেলে ইমাদ সহজে শট নিতে পারে, সেই জায়গায় বল না দেওয়ার চেষ্টা করেছি। অধিনায়কের সঙ্গে কথা বলে ফিল্ডিং সাজিয়েছিলাম। চাইনি মিড উইকেটের দিক বড় শট নিক। হাওয়ার অভিমুখ ওদিকে ছিল। গতিও ভাল ছিল। ছয় হোক চাইনি। পরিকল্পনা মতো বল করতে পেরে আমি খুশি। বুঝতে পারছিলাম প্রতিটি রানহীন বল পকিস্তানের চাপ বৃদ্ধি করছিল।’’

আয়ারল্যান্ড এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জিতে গ্রুপ ‘এ’তে শীর্ষে রয়েছে ভারত। বুধবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের প্রতিপক্ষ আমেরিকা।

ম্যাচ হেরে আম্পায়ারদের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুললেন হৃদয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: নাসাউ কাউন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রান করাটা অনেক কঠিন। সেটা এতটাই কঠিন যে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের দুই দাপুটে ব্যাটসম্যান ডেভিড মিলার ও হাইনরিখ ক্লাসেনের ব্যাটও কথা বলে না। বাংলাদেশের বিপক্ষে কাল ওয়ানডে মেজাজে খেলে মিলার করেছেন ৩৮ বলে ২৯, হাইনরিখ ক্লাসেন ৪৪ বলে করেছেন ৪৬ রান।

ক্লাসেন তো এমন ইনিংস খেলে ম্যাচসেরাই হয়েছেন। এমন উইকেটে প্রতিটি রানই গুরুত্বপূর্ণ। অথচ এখানেই কিনা ‘আম্পায়ারের ভুলে’ কাল চারটি রান পায়নি বাংলাদেশ। ম্যাচটি বাংলাদেশ হেরেছেও ৪ রানেই। বাংলাদেশের দলের সর্বোচ্চ রানের ইনিংস খেলা তাওহিদ হৃদয় সংবাদ সম্মেলনে রাখ ঢাক না করেই আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

ঘটনাটি ম্যাচের ১৭তম ওভারের। পেসার ওটনিল বার্টম্যানের বল মাহমুদউল্লাহর পায়ে লেগে চলে যায় বাউন্ডারির বাইরে। এর আগেই অবশ্য এলবিডব্লুর আবেদনে আঙুল তুলে দেন আম্পায়ার। এরপর মাহমুদউল্লাহ রিভিউ নিলে দেখা যায়, বল স্টাম্পে আঘাত করেনি। আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত তাই পাল্টে যায়। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী, আম্পায়ার আউট দেওয়ার পর বল ডেড হয়ে যাওয়ায় লেগ বাই হিসেবে ৪ রান পায়নি বাংলাদেশ।

এ নিয়ে হৃদয় বলেছেন, ‘সত্যি বলতে, সেটি ভালো সিদ্ধান্ত ছিল না। টাইট ম্যাচে আমাদের জন্য ভালো কিছু ছিল না সেটি। আমার মতে, আম্পায়ার আউট দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের জন্য বিষয়টা কঠিন ছিল। ওই চারটি রান পেলে ম্যাচের চেহারা ভিন্ন হতে পারত। আমার আর কিছু বলার নেই। নিয়ম তো আইসিসি করেছে, এটা তো আসলে আমাদের হাতে নেই। কিন্তু ওই সময় ওই চারটি রান খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমাদের জন্য।’

হৃদয় এরপর নিজে এলবিডব্লু হন। সেটিও ছিল আম্পায়ার্স কল। এ ছাড়া কয়েকটি ওয়াইডের সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন হৃদয়, ‘আমি মনে করি যে আম্পায়ার কল দিয়েছেন, আম্পায়ার কল দিতেই পারেন। তাঁরাও মানুষ, ভুল হতেই পারে। কিন্তু আমাদের আরও দু-একটি ওয়াইড ছিল, যেগুলো ওয়াইড দেননি। এখানে এ রকম ভেন্যুতে খেলা, যেখানে রান হচ্ছে না, লো-স্কোরিং ম্যাচ হচ্ছে, সেই জায়গায় একটি-দুটি রানও অনেক বড় ব্যাপার।’

হৃদয় এরপর যোগ করেন, ‘আমি মনে করি, ওই চারটি রান বা দুটি ওয়াইড খুব ক্লোজ কল ছিল। এমনকি আমার আউটও আম্পায়ার্স কল ছিল। আমার কাছে মনে হয়, এই জায়গাগুলোয় উন্নতির সুযোগ আছে। আইসিসি যে নিয়ম করেছে, এটাতে তো আমাদের হাত নেই। আমার মনে হয়, যেটা হয়েছে, হয়ে গেছে।’

হায়দ্রাবাদে আয়োজিত টি-টোয়েন্টি লিগে বাংলার হয়ে অধিনায়কত্বে বসিরহাটের ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বসিরহাট: এবার বাংলার হয়ে টি-টোয়েন্টি লিগে অধিনায়কত্ব করতে দেখাযাবে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের রোহিত মন্ডল কে। গ্রেট ক্রিকেট স্টেপ অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া-এর উদ্যোগে আয়োজিত ১০তারিখ অনূর্ধ্ব ১৫ টি-টোয়েন্টি লিগ শুরু হয়েছে হায়দ্রাবাদে। সেই টি-টোয়েন্টি লিগে দেশের ১৬ টি দল অংশগ্রহণ করবে। যেখানে বাংলার হয়ে টি-টোয়েন্টি লিগে অধিনায়কত্ব করতে চলেছে বসিরহাটের বাদুড়িয়ার কানুপুর গ্রামের হত দরিদ্র পরিবারের কিশোর রোহিত মন্ডল।

রোহিতের বাবা মহাসিন মন্ডল পেশায় রাজমিস্ত্রী মা অন্যের বাড়িতে কাজ করেন। ১৫ বছর বয়সেই বোলিং-এ ১৩০ গতির ঝড় বসিরহাটের এই কিশোরের। রুটি রুজির টানে বাবা-মা দুজনেই দিল্লিতে পরীযায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন। নুন আনতে পান্তা ফুরানোর পরিবারে ৫ বছর বয়সে বাবা মায়ের কর্মসূত্রে দিল্লিতে যায় রোহিত। সেখানে ক্রিকেট খেলা দেখে আসক্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ক্রিকেট খেলাকে ভালোবেসে বাবা মায়ের কাছে ক্রিকেট খেলা শেখার আবদার জানায়। এভাবেই অদম্য ইচ্ছা শক্তি ও পরিশ্রমের ফলে রোহিত দিল্লিতে স্থানীয় ক্লাবে এক কোচের নজরে পড়েন। তারপর খে লতে পাঞ্জাব, হরিয়ানা সহ একাধিক রাজ্যে যায়। এর পর আন্ডার ফিফটিনে তেঘরিয়া ক্লাবে খেলছে ও দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাব সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ক্লাবের হয়ে খেলছে। মাত্র ১৫ বছর বয়সে রোহিতের আগুন ঝরানো গতির বোলিং-এর প্রশংসায় মুগ্ধ কোচেরাও।এবার স্বপ্নের হাতছানি নিয়ে চলতি মাসের ১০ তারিখ থেকে হায়দ্রাবাদে আয়োজিত টুর্নামেন্টে পারফরমেন্সে কতটা সারা ফেলতে পারে সেটাই লক্ষ্য। রোহিতের বাবা মহসিন মন্ডল চান, ছেলের একদিন দেশের জার্সি গায়ে উঠুক, গ্যালারিতে দেশের পতাকা হাতে আগুনে বোলিং-এর পাশাপাশি মারকাটারি ঝোড়ো ইনিংস দেখতে চান তিনি।।

ব্যাডমিন্টনে শীর্ষ স্থান হারালেন সাত্ত্বিক-চিরাগ জুটি, সিঙ্গলসে প্রথম ১০এ সিন্ধু, প্রণয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: ব্যাডমিন্টনের বিশ্ব ক্রমতালিকায় শীর্ষ স্থান হারাল ভারতের সাত্ত্বিকসাইরাজ রনকিরেড্ডি এবং চিরাগ শেট্টি জুটি। গত সপ্তাহে ইন্দোনেশিয়ান ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেন তাঁরা। তার পর মঙ্গলবার প্রকাশিত পুরুষদের ডাবলসের ক্রমতালিকায় তৃতীয় স্থানে নেমে গেলেন সাত্ত্বিক-চিরাগ জুটি।

নতুন শীর্ষ বাছাই হয়েছে চিনের লিয়াঙ উই কেং-ওয়াং চ্যাং জুটি।

ক্রমতালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে ডেনমার্কের কিম অ্যাস্ট্রাপ-আন্দ্রেস রামুসেন জুটি। গত মাসে তাইল্যান্ড ওপেন চ্যাম্পিয়ন হয়ে এক নম্বরে উঠে এসেছিল সাত্ত্বিক-চিরাগ জুটি। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ান ওপেন না খেলায় তাদের নেমে যেতে হল। উল্লেখ্য, গত বছর ইন্দোনেশিয়ায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারতীয় জুটি। আগে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেন তাঁরা। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে সিঙ্গাপুর ওপেনের প্রথম রাউন্ডে হেরে গিয়েছিল ভারতীয় জুটি।

পুরুষদের সিঙ্গলস ক্রমতালিকায় প্রথম ১০ জনের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন ভারতের এইচ এস প্রণয়। ক্রমতালিকায় ১৪ নম্বরে আছেন লক্ষ্য সেন। চার ধাপ পিছিয়ে ৩২ নম্বরে কিদম্বি শ্রীকান্ত। অন্য দিকে মহিলাদের সিঙ্গলস ক্রমতালিকায় ১০ নম্বরে রয়েছেন পিভি সিন্ধু। মহিলাদের ডাবলসে তনিশা ক্রাস্তো-অশ্বিনী পোনাপ্পা জুটি রয়েছে ১৯ নম্বর স্থানে।

বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের আগে রশ্মি মেদিনীপুর উইজার্ডস পক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে চিফ মেন্টর লক্ষ্মী রতন শুক্লা, মার্কি প্লেয়ার ঋদ্ধিমান সাহা এবং অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ।

শ্রাচি স্পোর্টসের তরফ থেকে উন্মোচিত হল জার্সি এবং দলীয় অ্যান্থেম

নিজস্ব প্রতিনিধি: বেঙ্গল প্রো-লিগ উপলক্ষে শ্রাচি স্পোর্টসের তরফ থেকে সামনে আনা হল ‘রাঢ় টাইগার্স’দের নতুন জার্সি। এই জার্সি আনা হয়েছে পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের জন্যই। শুধু জার্সিই নয়, সামনে আনা হয়েছে দলীয় অ্যান্থেমও। এটি গেয়েছেন শিলাজিৎ মজুমদার এবং কার্তিক দাস বাউল। এদিনের এই জার্সি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত ক্রিকেট তারকা শহাবাজা আহমেদ। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং দলীয় অ্যান্থেম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেটার অশোক দিন্দা। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, অশোক দিন্দা এই মুহূর্তে বাংলার রাজনীতিতে একজন বিজেপির বিধায়কও।

মেসির আঙিনায় উত্তাপ ছড়াচ্ছে ক্রিকেট বিশ্বকাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ‘আমরা যাইনি ম’রে আজো-তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়। ‘গত বছরের জুলাইয়ে জীবনানন্দ দাশের কবিতার এ লাইনটির মতো অমর এক দৃশ্যের জন্ম দিয়েছিলেন লিওনেল মেসি। সেদিন মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) নিজের অভিষেকে মেসি যখন বদলি হিসেবে মাঠে নামার জন্য বুটের ফিতা বাঁধছিলেন, তখন স্ট্যান্ড থেকে দৃশ্যটি মুঠোফোনের ক্যামেরায় বন্দী করে রাখছিলেন বাস্কেটবল কিংবদন্তি লেব্রন জেমস ও টেনিস কিংবদন্তি সেরেনা উইলিয়ামসসহ যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীড়াজগতের মহাতারকারা। দৃশ্যের ভেতর তৈরি হওয়া এই দৃশ্য সেদিন স্টেডিয়ামজুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছিল অদ্ভুত এক বিহ্বলতা। ফটোসাংবাদিকদের ধারণ করা সেই বিহ্বলতা পরে অন্তর্জালের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল ফুটবল,বিশ্বে।

সেদিন জেমস-সেরেনাদের মেসির ছবি তোলার দৃশ্যটি সাধারণ কোনো দৃশ্য ছিল না। সেটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীড়াজগতের পালাবদলের একটি প্রতীকী ছবি। এর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীড়াজগৎ ক্রমেই হয়ে উঠেছে মেসিময়। টিকিট বিক্রি থেকে পৃষ্ঠপোষকদের আগ্রহ;সব জায়গাতেই পড়েছে মেসির আগমনের প্রভাব।

জনপ্রিয়তায় পিছিয়ে থাকা ফুটবলও এর পর থেকে টক্কর দিচ্ছে বাস্কেটবল-বেসবলের মতো তুমুল জনপ্রিয় খেলাগুলোর সঙ্গে। একজন ব্যক্তির প্রভাবে একটি দেশের খে লার জগতের এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন খেলাধুলার ইতিহাসেই বিরল ঘটনা।

এই দৃশ্যের মতো করেই এবার আরেকটি দৃশ্য কল্পনা করা যাক, যে দৃশ্যটির দেখা মিলতে পারে ১৫ জুন। সেদিন মেসির আঙিনা ফ্লোরিডার লডারহিলের সেন্ট্রাল ব্রোওয়ার্ড সেন্টার মাঠে কানাডার বিপক্ষে খেলতে নামবে বিরাট কোহলির ভারত। সেই ম্যাচে কোহলি ব্যাট হাতে মাঠে নামার সময় মেসি-জেমস-সেরেনারা কি কোহলির ছবি তুলতে গিয়ে ২২ জুলাইয়ের মতো আরেকটি দৃশ্যের জন্ম দেবেন? কোহলি, অনেকের কাছে যিনি ক্রিকেটের মেসি। রেকর্ড বা পরিসংখ্যানের দিক থেকেও আধুনিক গ্রেটদের ওপরের দিকেই তর্কাতীতভাবে থাকবে কোহলির নাম। ক্রিকেটের সেই মহানতম খে লোয়াড়কে দেখতে ভিড় করতেই পারেন মেসি-সেরেনারা! বিশেষ করে মেসির কথাই বলতে হয়। যেহেতু তাঁর শহরে খেলা, অন্য একটি খেলার কিংবদন্তিকে দেখতে তিনি তো আসতেই পারেন, নাকি?

বাস্তবতা অবশ্য ভিন্ন। এতটাই যে কল্পিত এ দৃশ্যটি অনেকের কাছে একটু হাস্যকর বলেও মনে হতে পারে। প্রচারণা বা পৃষ্ঠপোষকদের খ ুশি করার দায় বা চাপ না থাকলে কোহলিকে দেখার জন্য মেসির মাঠে আসার দৃশ্যও হতে পারে আকাশকুসুম কোনো কল্পনা। হ্যাঁ, বাস্তবতা এমনই। রবীন্দ্রনাথ যেমনটা বলেছিলেন, ‘সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম।’ হ্যাঁ, কঠিন হলেও এ সত্যকে মেনে নিতে হবে।

প্রথমত, ক্রিকেট ফুটবলের মতো বৈশ্বিক কোনো খেলা নয়। এমনকি ফুটবলের ২১০ নম্বর র্যাং।কিয়ের বিপরীতে ক্রিকেটের র্যাং ঙ্কিং থেমে যায় ২০,এ গিয়ে। এই দুই খেলার মধ্যে তুলনাটাই তাই মস্ত বড় এক ফাঁকি।

তা ছাড়া ফুটবলের বিস্তারে ফিফার যে উদ্যোগ, তার বিপরীতে ক্রিকেটের বিস্তার নিয়ে আইসিসি বা সংশ্লিষ্টদের তৎপরতা নেই বললেই চলে। উল্টো, এই ২০ দেশের মধ্যে বিগ থ্রি বা বিগ ফোর ফর্মুলা বের করে খেলাটাকে আরও বেশি সংকুচিত করে রাখার চেষ্টাই যেন প্রতিনিয়ত করা হচ্ছে। এমনকি র্যাংলঙ্কিংয়ে ২০ দলের নাম থাকলেও শেষ পর্যন্ত লড়াইটা হয় সেই ৭-৮ দলের মধ্যেই। যেখানে ১১ থেকে ২০ পর্যন্ত দলগুলো কেবলই ‘দুধভাত’। এবারের বিশ্বকাপেও অনেকগুলো দল সেই ‘দুধভাত’ প্রকল্পেরই অংশ। যাদের জন্য অংশগ্রহণই শেষ কথা। কারণ যা,ই হোক, বাস্তবতা হচ্ছে ক্রিকেটের পরিসর খুই সীমিত। তাই বৈশ্বিক জনপ্রিয়তার নিরিখে মেসির বাস্কেটবল দেখতে যাওয়ার সম্ভাবনা যতটা প্রবল, ক্রিকেট দেখতে যাওয়ার সম্ভাবনা ততটাই কম।

এর বাইরে আরও একধরনের বাস্তবতা আছে। সেটি হচ্ছে ফুটবলীয় বাস্তবতা। কোহলিরা ফ্লোরিডা মাতাতে যাবেন, তখন মেসির ফুটবল নিয়ে ব্যস্ততা থাকবে তুঙ্গে। ভারত-কানাডা ম্যাচের দিনই মেসির আর্জেন্টিনার হয়ে কোপা আমেরিকার প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন গুয়াতেমালার বিপক্ষে। আর এর বাইরে ২১ জুন শুরু হতে যাওয়া কোপা আমেরিকার ব্যস্ততা তো আছেই। সব মিলিয়ে কোহলির ম্যাচে মেসিকে গ্যালারিতে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

এরপরও কল্পনার স্রোতে ভেসে মেসিকে কেউ ফ্লোরিডার ব্রোওয়ার্ড সেন্ট্রালে দেখার কথা ভাবলেও ভেবে নিতে পারেন। গত নভেম্বরে ৫০ ওভারের বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল দেখতে ইন্টার মায়ামির মালিক ও ইংলিশ কিংবদন্তি ডেভিড বেকহামের মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে উপস্থিতির উদাহরণও দিতে পারেন। কিন্তু ফুটবলের বাস্তবতা ও ব্যস্ততা বিবেচনায় নিলে দূত হিসেবেও মেসির ক্রিকেট ম্যাচ দেখ তে আসার সম্ভাবনা শূন্যই বলা যায়।

যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে যৌথভাবে আয়োজিত বিশ্বকাপে ফ্লোরিডায় ম্যাচ হবে সব মিলিয়ে তিনটি। যেখানে আগামীকাল প্রথম ম্যাচটি খেলবে শ্রীলঙ্কা ও নেপাল। এরপর ১৫ জুন ভারত মুখোমুখি হবে কানাডার। আর এক দিন পর একই মাঠে পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ আয়ারল্যান্ড। ফ্লোরিডার বাইরে নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের অন্য শহরেও খেলা হবে বিশ্বকাপের ম্যাচ। নিজের ব্যস্ততার ফাঁকে কোনো ছুতোয় মেসির সেই ম্যাচ দেখতে হাজির হয়ে যাওয়ার কথা কেউ চাইলে তো ভাবতেই পারেন। তেমনটা হলে সেটা ক্রিকেটের জন্যই বড়সড় এক ঘটনা হয়ে থাকবে।

মেসিকে নিজেদের খেলায় পাওয়ার খুব একটা সম্ভাবনা না থাকলেও মেসির শহরে খেলা বলে হয়তো বাড়তি উচ্ছ্বাস বোধ করতে পারেন কোহলি-বাবররা। কে জানে, মেসি তাঁদের দেখতে না এলেও, খেলা বা অনুশীলনের ফাঁকে সুযোগ পেলে তাঁরা নিজেরাই চলে যেতে পারেন মেসিকে দেখ তে। কাছাকাছি সময়ে এবং কাছাকাছি মাঠে একই সময়ে জাতীয় দলের হয়ে ম্যাচ খেলবেন মেসিরা। ব্যাটে-বলে মিললে মেসির খেলা দেখতে কোহলি-বাবররা যেতেও পারেন।

মেসির সঙ্গে এমন তুলনায় বাবর-কোহলি সমর্থকদের মন খ ারাপ হতে পারে, কেউ কেউ নিশ্চয় মনঃক্ষুণ্নও হবেন। সত্যি কথা হচ্ছে, আকাশের সব নক্ষত্রের আভা কখনো একই রকম হয় না। রাতের আকাশে জ্বলজ্বল করতে থাকা লুব্ধক এবং নামহীন অন্য কোনো তারা এক নয়। এমনকি ফুটবলেও সব তারকা একই মাপের নন। একজন মেসি কিংবা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর তুলনা কেবল তাঁরাই।

পাশাপাশি এমন একটি দেশের কথা এখানে বলা হচ্ছে, যেখানে ফুটবলকে জনপ্রিয় করতে রীতিমতো মেসিকে নিয়ে আসতে হয়েছে। এমন দেশে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা তো আরও দূরের বাতিঘর। তবু ক্রিকেটের বিশ্বায়ন ঘটাতেই বিশ্বকাপকে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়া। মেসির উপস্থিতি ফুটবলে যে বিপ্লব নিয়ে এসেছে, বিদ্যমান বাস্তবতায় ক্রিকেটে হয়তো সেটা এখনই সম্ভব নয়। কিন্তু ক্রিকেট বিশ্বকাপ কিংবা কোহলি-বাবর-সাকিবদের উপস্থিতি খেলাটিকে নিয়ে সাধারণের আগ্রহের পরিধিকে আরেকটু বিস্তৃত তো করতেই পারে। পাশাপাশি এমন একটি উপলক্ষে মেসির উপস্থিতি খে লাটির জনপ্রিয়তাকে একলাফে বাড়িয়ে দিতে পারে অনেকটাই।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**